দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১২ ॥ ১৯ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৬ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক চায় ভারত : প্রণয় ভার্মা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, দিল্লি বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল, ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সম্পর্কের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বাস করে যে দুই দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজধানীতে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ আয়োজিত চলমান বে অফ বেঙ্গল কথোপকথনের সময় রাষ্ট্রদূত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলছিলেন।

অস্ট্রিয়ান কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী: রাষ্ট্রদূত ক্যাথরিনা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত ক্যাথারিনা উইজার। সোমবার (১৮ নভেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত উইজার বলেছেন, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চায়। এর অংশ হিসেবে অস্ট্রিয়ার কোম্পানিগুলোও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, বেশ কয়েকটি অস্ট্রিয়ান কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, যার মধ্যে একটি কোম্পানি ঢাকার উপকণ্ঠে একটি কারিগরি স্কুল স্থাপন করতে চায়। কিন্তু অস্ট্রিয়ান আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প ঋণ পেতে তাদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অস্ট্রিয়া সরকার বাংলাদেশে সংস্কারকাজে অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করবে বলে জানান তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সংস্কার বাস্তবায়ন এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলেই বাংলাদেশ ভোটের তারিখ নির্ধারণ করবে। এছাড়া বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন ড. ইউনূস। বৈঠকে বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমন ব্যবস্থা, আন্তঃসীমান্ত সমস্যা, মানব পাচার, আইনি অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সংস্কার এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত হলেও এর পাশাপাশি বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ক্যাথরিনা উইজার। বৈঠকে সিনিয়র সচিব ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং অস্ট্রিয়ার অনারারি কনসাল তাসবিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কেন বাতিল করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতি চক্রের বিষয়ে তদন্ত করে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এ সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে সোমবার (১৮ নভেম্বর) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এসব আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শাহ নাভিলা কাশফি। এর আগে গত ২৪ অক্টোবর প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৪ জন শিক্ষার্থীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শাহ নাভিলা কাশফি এ রিট দায়ের করেন। রিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পিএসসির চেয়ারম্যান, জনপ্রশাসন সচিব, আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবসহ

২-এর পাতায় দেখুন

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলামের এর সাথে সোমবার মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে কমনওয়েলথের সহকারী মহাসচিব প্রফেসর লুইস ফ্রান্সেচি এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। **-পিআইডি**

এটি বিপ্লবী সরকার শুধু নির্বাচন দেওয়াটাই আমাদের কাজ নয় : উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কোনো কেয়ারটেকার সরকার নয়। এটি বিপ্লবী সরকার বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার সারা পৃথিবী থেকে সমর্থন পেয়েছে, যা এখনো অব্যাহত আছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কেয়ারটেকার সরকার নয়, এটি বিপ্লবী সরকার। তাই শুধুমাত্র নির্বাচন দেওয়াটাই এ সরকারের একমাত্র কাজ নয়।' সোমবার (১৮ নভেম্বর) সচিবালয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন কমনওয়েলথের সহকারী মহাসচিব প্রফেসর লুইস ফ্রান্সেচি। এসময় নাহিদ ইসলাম তাকে এ কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে স্বৈরাচারী বা অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ

২-এর পাতায় দেখুন

গণমাধ্যমসহ ৫ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : গণমাধ্যম ও স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনসহ পাঁচ সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করেছে সরকার। অন্য কমিশনগুলো হলো, শ্রম সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন। গতকাল সোমবার মন্ত্রিপরিষদ থেকে পাঠানো আদেশে বলা হয়, গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবের লক্ষ্যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার অনুশাসন রয়েছে বলে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার অনুশাসন অনুযায়ী গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা যেতে পারে। সাংবাদিক কামাল আহমেদকে প্রধান করে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ১০ সদস্যের

২-এর পাতায় দেখুন

রিসিভার নিয়োগের আশঙ্কায় মনোবল হারাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পতিত সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে ব্যবসা সম্প্রসারিত করেছে। ফলে সরকার পতনের পর এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যাংক হিসাব জব্দসহ নানা ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যার কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করতে রিসি-

ভার নিয়োগ দেওয়া হয়। যদিও দেশের ইতিহাসে বিভি-ন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে রিসিভার নিয়োগের অসংখ্য নজির রয়েছে। তবে কখনই পরিণতি ভালো হয়নি। রিসিভার নিয়োগের পর রুগ্?ণ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্প গ্রুপ। তাদের ব্যবসায় রিসিভার নিয়োগের পর কার্যক্রম ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো পরিচালনা করতে না পারার কারণে পাওনা ও ঋণ পরিশোধ আরো অনিশ্চিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি দেশের শিল্প গ্রুপে রিসিভার নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকরা। ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন, কোনো ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নিতে পারে কিন্তু ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটা দেখতে হবে। দেশ ও অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রশাসক নিয়োগের আশঙ্কায় 'মনোবল' হারাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা বলে জানিয়েছেন ডিসিসিআইর সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান। 'দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভালো নেই ব্যবসা-বাণিজ্য। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের

২-এর পাতায় দেখুন

আগামী বছর কতদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে, জানাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী বছর (২০২৫ সাল) মোট কতদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে, সেই তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই ছুটি দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী বছর মোট ২৭ দিন ছুটি থাকবে। রোববার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব সাইড সুপারভিশন থেকে এই তালিকা প্রকাশ করেছে। অবশ্য চলতি বছর (২০২৪ সালে) দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য ছুটি ছিল ২৪ দিন। নতুন তালিকা অনুযায়ী, আগামী বছর প্রথম সরকারি ছুটির দিনটি হবে শবে-বরাতে। এই উপলক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি একদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। একই মাসে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি একদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এরপর স্বাধীনতা ও

২-এর পাতায় দেখুন

জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল সোমবার এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকারিয়া পিন্টু হাসপাতালে মারা গেছেন জানতে পেরে আমি মর্মাহত ও শোকাহত। তিনি বলেন, 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কিংবদন্তি অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন সরকারের জন্য অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সংগ্রহের জন্য ভারতজুড়ে ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি যখন মাঠে খেলতেন না, তখনও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ড. ইউনূস উল্লেখ করেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তিনি

২-এর পাতায় দেখুন

শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবেশের সব নিরাপত্তা পাস স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবেশের সব নিরাপত্তা পাস স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে পাসগুলোর কার্যকারিতা থাকবে না। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি জরুরি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। সার্কুলারটি জারি করেছেন বেবিচকের সদস্য (সিকিউরিটি) এয়ার কমোডর মোহাম্মদ নাইমুজ্জামান খান। সোমবার (১৮ নভেম্বর) বেবিচকের সার্কুলারটি ঢাকা পোস্টের হাতে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, বেবিচকের এয়ারপোর্ট পাস নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর থেকে আগের ইস্যু করা পাসগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হলো। ঢাকা এয়ারপোর্টে (শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) চলাচলের জন্য সিভিল

২-এর পাতায় দেখুন

মেঘনা গ্রুপের টিস্যু কারখানায় আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা গ্রুপের টিস্যু কারখানায় লাগা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এর আগে, ভোর সোয়া ৪টায় উপজেলার ঝাউচর এলাকার মেঘনা গ্রুপের টিস্যু কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস এবং মেঘনা গ্রুপের নিজস্ব ফায়ার সার্ভিসসহ ১৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। টিস্যু কারখানায় আগুন লাগার ফলে মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে। নিয়ন্ত্রণে এলেও পুরোপুরি নিভে যায়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বে থাকা সিনিয়র স্টেশন অফিসার এ

২-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে মহাখালীতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা।

কুয়েটে ভর্তি আবেদন শুরু ৪ ডিসেম্বর, পরীক্ষা ১১ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) অন্যতম। প্রকৌশল বিষয়ে পড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পরই কুয়েট। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকৌশল গুচ্ছের অধীনে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করে আসছিল। এবার গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর্ক কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে কুয়েট কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

২-এর পাতায় দেখুন

গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো সাবেক ৯ মন্ত্রীসহ ১৩ জনকে

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের গণহত্যার মামলায় আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে সাবেক মন্ত্রীসহ ১৩ আসামিকে। এসব আসামি হলেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ৯ মন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি ও সাবেক এক সচিব। এর আগে সোমবার (১৮ নভেম্বর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় তাদের। সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে ট্রাইব্যুনালে আনার কথা থাকলেও অন্য মামলায় রিমান্ডে থাকায় তাকে হাজির করা হয়নি। তারা হলেন-সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ফারুক খান, ড. দীপু মনি, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, শাজাহান খান, জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তৌফিক-ই-ইলাহী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, গোলাম দস্তগীর গাজী, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম। গত ২৭ অক্টোবর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল তাদের ট্র্যাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষের পৃথক দুটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ

২-এর পাতায় দেখুন

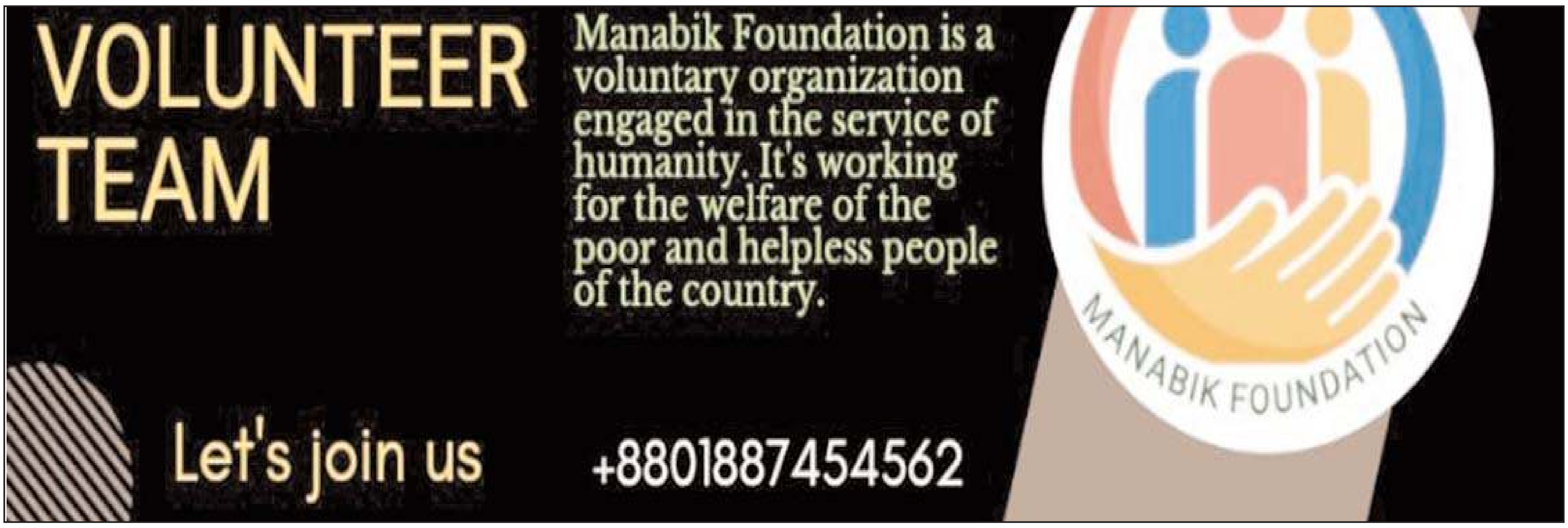

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১৯ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

একদিনেই গাজায় শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একদিনেই গাজায় শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় কমপক্ষে ১১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বেশ কিছু মেডিক্যাল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এদিকে গাজায় গণহত্যার গণহত্যার অভিযোগ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। খবর আল জাজিরার। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় আগ্রাসন চালাচ্ছে দখলদার বাহিনী। এখন পর্যন্ত সেখানে কমপক্ষে ৪৩ হাজার ৮৪৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৩ হাজার ৭৪০ জন। অপরদিকে হামাস ইসরায়েলে আক্রমণের সময় নিহত হয় ১ হাজার ১৩৯ জন এবং দুই শতাধিক মানুষকে জিম্মি হিসেবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলের হামলায় মোহাম্মদ আফিফ নামে হিজবুল্লাহর এক মুখপাত্র নিহত হয়েছেন।

তিনি হিজবুল্লার মিডিয়া রিলেশন অফিসার ও স্থানীয় গণমাধ্যমে খুব পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণত লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলিতে হামলা চালায় ইসরায়েল। কিন্তু এই হামলা সেখানে হয়নি। বৈরুতের রাস আল-নাবা নাম স্থান ও তার আশেপাশে হামলা চালায় ইসরায়েল। এই অঞ্চলে হিজবুল্লাহ সদস্যদের উপস্থিতি কম। মূলত এটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা। নতুন ওই হামলা বৈরুতের প্রশাসনিক কেন্দ্রের কাছে চালানো হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরায়েল হিজবুল্লাহর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সব ফ্রন্টের সক্ষমতা হ্রাস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে।

সারা দেশে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। এছাড়া রাত ও দিনের তাপমাত্রা থাকবে অপরিবর্তিত। গতকাল সোমবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. আবদুর রহমান খান জানিয়েছেন, মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রংপুর বিভাগের রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং তা দেশের অন্যত্র সামান্য বাড়তে পারে। সারা দেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। শেষরাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশের

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন যত দেরি হবে, সমস্যা তত বাড়বে : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন দিলে দেশের অর্ধেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার (১৮ নভেম্বর) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে বিএনপির মওলানা ভাসানী মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি। দেশ একটি ক্রান্তিকাল পার হচ্ছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, গতকাল (রোববার) আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন, ভালো হয়েছে। অনেকে আশান্বিত হয়েছেন, আমি একটু আশাহত হয়েছি। আমি আশা করেছিলাম, প্রধান উপদেষ্টা তার সমস্ত প্রজ্ঞা দিয়ে সমস্যাটা চিহ্নিত করে নির্বাচনের একটি রূপরেখা দেবেন। আমি কেন বার বার নির্বাচনের কথা বলছি। কারণ নির্বাচন দিলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বিএনপি ক্ষমতায় যাক, না যাক, সেটা বড় বিষয় নয়। কিন্তু আজকে যারা দেশের ক্ষতি করতে চাচ্ছে, দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চাচ্ছে, দেশকে সংঘাতে জড়াতে চাচ্ছে, তারা তখন পিছিয়ে যেতে বাধ্য হবে। কারণ ওই সরকারের পেছনে জনগণের সমর্থন থাকবে। এটা চিন্তা করতে হবে। তিনি বলেন, এখন যে পরিবর্তন এসেছে তা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, ছেলেরা কি বলছে। আমরা ১৫ বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম করেছি, যান দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি, মামলা খেয়েছি, জেলে গেছি। তারপরও শেষ লাথিটা গোলে কে মেরেছে? ছাত্ররা মেরেছে। বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, আমরা (বিএনপি) যখন সারা দেশে বিভাগীয় সমাবেশ করছি, তখন আমি আমার বক্তব্যে একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতাম। কোথায়, আমরা তো নবীনদের দেখতে পাচ্ছি না, তরুণদের দেখতে পাচ্ছি না, ছাত্রদের দেখতে পাচ্ছি না। ছাত্র-তরুণরা যদি সঙ্গে না আসে, তাহলে বুক পেতে গুলি নেবে কে? বুক পেতে গুলি নেয়ার প্রতীক ছাত্র, তরুণ, যুবক। যার পিছুটান নেই, যে ভ্যানগার্ড। আমরা মধ্য বয়সী, বয়স্করা পরিবারের কথা চিন্তা করি। আমরা ছেলে-মেয়েদের কথা চিন্তা করি। আমি যদি আজ গুলি খেয়ে পড়ে যাই, আমার পরিবারের কি হবে সেই চিন্তা করেছি- তাই না? কিন্তু বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকা, সাঈদ রংপুরে যেভাবে দাঁড়ালো, দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট অব মুভমেন্ট। এ বিষয়টি আমাদের চিন্তা করতে হবে। সুতরাং, ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের কখনোই দূরত্ব সৃষ্টি করা যাবে না। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য দ্রুত নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের সরকার (অন্তর্বর্তী সরকার) যতদিন বেশি থাকে, তত সমস্যা তৈরি হবে। কারণ এর তো ম্যান্ডেট নেই। এ তো নির্বাচিত সরকার নয়। এর পেছনে শক্তিটা কোথায়? এ জন্যই এই সরকারকে

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আহমদ হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় কিশোর আব্দুল মোতালিব হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আহমদ হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালত এ আদেশ দেন। এদিন কারাগার থেকে আহমদ হোসেনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর আসামি পক্ষের আইনজীবী সরোজ কুমার হাওলাদার গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আদালতের বিচারক গ্রেপ্তার আবেদন মঞ্জুর করেন। গত ২০ আগস্ট রাতে রাজধানীর বনশ্রী থেকে আহমদ হোসেনকে আটক ডিবি পুলিশ। পর দিন পল্টনের মুদি দোকানদার নবীন তালুকদার হত্যার অভিযোগে করা মামলায় তাকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত। এরপর আরও

৭-এর পাতায় দেখুন

মহাখালীতে ট্রেনে ইট ছুড়েছেন শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে আন্দোলন করছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের একপর্যায়ে মহাখালী রেল ক্রসিং অবরোধ করেন তারা। এতে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসময় শিক্ষার্থীরা দুটি আন্তঃনগর ট্রেন থামিয়ে দেন এবং সেগুলোতে হামলা চালান। এতে শিশুসহ দুই ট্রেনের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ নভেম্বর) বেলা ১১টার পর থেকে মহাখালী রেলগেট এলাকায় অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ যেমন বন্ধ রয়েছে, তেমনি মহাখালী, বনানী ও জাহাঙ্গীর গেট এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এর ফলে ট্রেনের যাত্রী থেকে শুরু করে শত শত বাসযাত্রীও চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের বিশৃঙ্খল আন্দোলনের কারণে মহাখালী রেল ক্রসিং এলাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনায় ঘটতে পারত। এতে শত শত শিক্ষার্থীসহ অনেক সাধারণ মানুষ নিহত হওয়ারও আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের বিধিনিষেধ না মেনে রেললাইনের ওপর হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যান এবং আন্দোলন করতে থাকেন। এসময় রেললাইন দিয়ে আসা দুই আন্তঃনগর ট্রেন তড়িঘড়ি করে থামাতে বাধ্য হন চালকরা। চালকরা যদি সতর্কতার সঙ্গে ট্রেন না থামাতেন তাহলে মহাখালীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এ বিষয়ে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল বলেন, মহাখালী রেল ক্রসিংয়ের বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ। ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা রেল ক্রসিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছেন। তারা ট্রেন

৭-এর পাতায় দেখুন

রক্তাক্ত শিশুসহ অনেকে

১১৩ বারের মতো পেছালো সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১১৩ বারের মতো পিছিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৩ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। তদন্ত সংস্থা পিবিআই প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এ দিন ঠিক করেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনিকে হত্যা করা হয়। এরপর নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। প্রথমে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা

৭-এর পাতায় দেখুন

এস আলমের শেয়ার বিক্রি

নতুন শেয়ারে ঘাটতি কমাবে ইসলামী ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠনের পর তিন ভাগে ভাগ করে একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর প্রথম ভাগ ছিল ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, যা করতে গিয়ে দেখা গেছে ইসলামী ব্যাংকের আমানত ও বিনিয়োগের মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি। এই ঘাটতি কমাতে এস আলম গ্রুপের শেয়ার বিক্রি করে ১০ হাজার কোটি টাকা এবং নতুন শেয়ার ইস্যু করে আরও ১০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। সোমবার (১৮ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে গভর্নর আহসান মনসুর বলেন, “ব্যাংকগুলোর যে ক্ষতি হয়েছে, তা এক দিনে কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। বিশেষ

৭-এর পাতায় দেখুন

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আগুনে শ্রমিকপল্লির কমপক্ষে ২০টি কক্ষ পুড়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কারখানা খোলা রাখাকে কেন্দ্র করে বহিরাগত শ্রমিকরা কারখানাটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ফায়ার সার্ভিস দেরিতে ঘটনাস্থলে আসায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকাল ১১টার দিকে আশুলিয়ার জিরানী নবী টেক্সটাইল এলাকার অ্যামাজন নিটওয়্যার লিমিটেড (আল আমিন ফ্যাক্টরি নামে পরিচিত) নামে কারখানায় এই ঘটনা ঘটে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে স্থানীয় অ্যামাজন ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। গত কয়েকদিন ধরেই পার্শ্ববর্তী বেক্সিমকো কারখানায় শ্রমিকরা

৭-এর পাতায় দেখুন

সব সুবিধাসহ চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরিচ্যুত ৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সব সৈনিক বেতন-ভাতা ও পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরিতে পুরর্বহাল করাসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছেন চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যরা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে ‘২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের জের ধরে ৬ রাইফেল ব্যাটালিয়ন জামালপুরের চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরিতে পুনর্বহালের’ দাবিতে আয়োজিত স্মারকলিপি ও প্রদান সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদেরন পক্ষে হাবিলদার (সিগন্যাল) সিরাজুল ইসলাম তাদের ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। তাদের দাবিগুলো হলো- বিশেষ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় নির্বাহী আদেশে বাতিল করা; চাকরিচ্যুত ৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে মামলার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, অভিযোগ দিয়ে প্রতিকার পায়নি ভুক্তভোগী

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এস আই রহিমের বিরুদ্ধে মামলা ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী একজন এনজিও কর্মী। মাদক মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে ২ লাখ ৪৬ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগে ভুক্তভোগী পরিবার রাজশাহী পুলিশ সুপার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ দিয়েও এখন অবদি প্রতিকার পায়নি ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার। এ নিয়ে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ওই এনজিও কর্মী রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর থানাধীন নওপাড়া ইউনিয়নের পুরান তাহিরপুর গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে মুরাদ হোসেন (৩১)। গত ১৫ সেপ্টেম্বর জেলা পুলিশ সুপার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি। রহস্য জনক ভাবে বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় চলছে। ভুক্তভোগী মুরাদ বলেন, আমি পুলিশ সুপার বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন গত ২৮ আগস্ট বিকেল ৫ টার দিকে এনজিও কর্মী হিসেবে দূর্গাপুর থানাধীন পুরান তাহিরপুর গ্রামের মোহনগঞ্জ বাজারের পাশে অবস্থিত "বিয়ান বাড়ি কফি হাউজ অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে কফি পানের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ এসআই রহিমসহ সঙ্গীয় ছয় জন ব্যক্তি সিভিল পোশাকে তাঁকে সেখান থেকে তুলে সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েনের পুকুরের প্রজেক্টে নিয়ে যায়। পরে এসআই রহিমসহ তার সঙ্গীয় ছয় জন ব্যক্তি তাঁর কাছে ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন। টাকা না দেওয়া হলে তাকে মাদক মামলায় ফাঁসানো হবে বলে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন তারা। ছেলেকে আটকের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের নিয়ে পৌছান বাবা সাহেব আলী। অর্থ না দিলে ছেলের কপাল পুড়বে সেই ভয়ে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এসআই রহিমকে প্রদান করেন। অর্থ পাওয়ার পরও তাঁর কাছে থাকা একটি বাটন ফোন ও একটি রিয়েলমি (অ্যান্ডরয়েড) মোবাইল ফোন এসআই রহিম জব্দ করার নামে নিজের হেফাজতে রাখেন। পরবর্তীতে ব্যবহৃত মোবাইল দুইটি ফেরত পেতে এসআই রহিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে গত (৩০ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে নগরীর ভেড়িপাড়া মোড়ে মোবাইল দুইটি মুরাদকে বুঝিয়ে দেন এসআই রহিম। মুরাদ আরোও জানায়, অভিযোগের পরবর্তীতে এসপি অফিসে বিষয়টার কি অবস্থা জানতে গেলে খাইরুল সাহেব প্রথমে বলে এ বিষয়ে তদন্তে হচ্ছে। কিছুদিন পর আবার বলে অভিযোগের সত্যতা পাইনি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, যেখানকার ঘটনা সেখানে কেউ যায়নি বা কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানতে চাইলে এ বিষয়ে কেউ তদন্তে আসেনি মর্মে জানতে পারি। এছাড়াও সরজমিনে যারা ছিল তাদেরও কাউকেই ফোনও করা হয়নি। তাহলে তারা ঘটনা স্থলে না এসেই অফিসে বসে কিভাবে তদন্ত করলো? প্রশ্ন রাখেন তিনি। এই প্রশ্নে এসপি অফিসের কোনো কর্মকর্তা তাঁকে কিছু জানায়নি। ভুক্তভোগী এসব বিষয়ে এরপর সংবাদ সম্মেলন করবেন বলেও উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত ডিবি'র এসআই রহিম জানান, আমি তো মুরাদ নামের কাউকে চিনি না। পড়ে অভিযোগের বিষয় বললে তিনি বলেন, আপনি আমার উর্দ্ধর্তন স্যারদের সাথে কথা বলেন। এ বিষয়ে রাজশাহী জেলা ডিবি'র ওসি রুহুল আমিন বলেন, বিষয়টা তদন্তে আছে। পুরোপুরি রিপোর্ট হাতে পেলে জানাতে পারবো। ফোনে বক্তব্য না নিয়ে আপনি অফিসে আসেন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি যেনো সঠিক তদন্তের জন্য উপকার হয় আমাদের।

রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র বলেন, এই অভিযোগ আমরা পেয়েছি। ভুক্তভোগীসহ সকলকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে তলব করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যোগাযোগ করা হলে রাজশাহী জেলা পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান বলেন, আমি নতুন জয়েন্ট করেছি। বিষয়টা আমার জানা নাই। অভিযোগের কপিটা আমায় দেন। আমি আমার কর্মকতাদের কাছে এই বিষয়ে জেনে ব্যবস্থা নিবো।

রাজধানীতে মিলল শিশুসহ দুজনের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় কামরাঙ্গীরচর ও সবুজবাগ থেকে শিশুসহ দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরা হলেন- গৃহিণী রিমা আক্তার লিপি (২৮) ও স্কুলছাত্রী মরিয়ম (৮)। গতকাল সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ। এর আগে গত রোববার রাতে লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। রিমার বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার হিরাপুর গ্রামে। তার বাবার নাম লিয়াকত আলী। স্বামী মামুনসহ দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে কামরাঙ্গীরচর পশ্চিম রসুলপুর চান মসজিদের পাশে ৩ নম্বর গলিতে আব্দুর রবের বাড়ির ছাদে একটি রুমে ভাড়া থাকতেন। কামরাঙ্গীরচর থানার এসআই মো. জাহাঙ্গীর আলম সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, খবর পেয়ে গত রোববার রাতে পশ্চিম রসুলপুরের ওই বাড়ির ছাদের ওপর একটি বাসা থেকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো গলায়

৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টার বক্তব্য প্রত্যাহার ও পদত্যাগের দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলন

গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে দশম গ্রেড জন্য আন্দোলনরত প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টার বক্তব্য ও প্রত্যাহার ও পদত্যাগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষকদের উপজেলা সমন্বয়ক রুহুল আমিন শিহাব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক রুহুল আমিন, উম্মে আবেহা রইসুদ্দিন বিপ্লব ও আমির হোসেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা জানায়,প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা অষ্টম পে স্কেলের দশম গ্রেডে উন্নীত করার দাবিতে দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন করে আসছে।তাদের দাবির বিষয়টি আমলে নিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী কালীন সরকার কি পরামর্শ কমিটি গঠন করেছে।

গত ১৭ নভেম্বর রোববার শিক্ষক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে পরামর্শক কমিটির বৈঠক চলাকালীন মাননীয় উপদেষ্টার দশম গ্রেড বাস্তবায়ন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যে আন্দোলনরত শিক্ষকরা মর্মাহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তারা তার বক্তব্য প্রত্যাহার ও পদত্যাগের দাবি জানান।

গাজীপুরে বিক্ষোভে একটি কারখানার শ্রমিকরা

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুরে কেএফএল গ্রুপের খানটেক্স ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা অক্টোবর মাসের বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে কাজ বন্ধ করে কারখানা অভ্যন্তরে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল সোমবার সকাল ৮টায় তারা কারখানার প্রধান ফটকে প্রবেশ করে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে অবস্থান নেন। পরে উৎপাদন ফ্লোরে প্রবেশ না করে সেখানেই বিক্ষোভ করতে থাকেন। জানা গেছে, শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বারতোপা বাজারের পশ্চিমে এই কারখানায় শ্রমিকরা বেতন-ভাতাসহ অন্য বকেয়ার দাবিতে গত দুই দিন ধরে কারখানা অভ্যন্তরে আন্দোলন করে আসছেন। বিক্ষোভকারী শ্রমিক নয়নতারা, মৌসুমি, অহাম্মদ, বিপুল, মাজহারুলসহ অন্যরা জানান, প্রতি মাসের সপ্তম কর্মদিবসে বেতন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে ভেঙে ভেঙে বেতন দিচ্ছে। প্রতি মাসেই ২০ তারিখের পর আমাদের

৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ কোনো পণ্য আনা হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ কোনো পন্য আমদানি হয়েছে, এমন তথ্য পায়নি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। সোমবার (১৮ নভেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ তথ্য জানিয়েছে। রাজস্ব বোর্ড জানায়, দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন পত্রিকায় পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত পণ্য চালান লাগামহীনভাবে কায়িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে খালাসের সুযোগ করে দিয়েছে বলে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য এই যে, বিগত ২৩ নভেম্বর থেকে পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত সব ধরনের পণ্য চালান শতভাগ কায়িক পরীক্ষার আওতায় আনা হয়। এরপর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই দীর্ঘ সময়ে পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত সমস্ত পণ্য চালান শতভাগ কায়িক পরীক্ষায় কোনো ধরনের রাজস্ব ফাঁকি পরিলক্ষিত হয়নি বা নিষিদ্ধ কোনো পণ্য আমদানি হয়েছে, এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে কাস্টমস হাউস কর্তৃক পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত পণ্য চালান শতভাগ কায়িক পরীক্ষা থেকে অব্যহতি দেওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি পর্যালোচনা করে কোনো নির্দিষ্ট দেশ ভিত্তিক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শতভাগ কায়িক পরীক্ষার বিষয়টি সমতার এবং বর্তমান বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির পরিপন্থী বিধায় জাতীয়ভাবে সব ক্ষেত্রেই ওই নিয়ন্ত্রণ রহিত করে প্রত্যেক কাস্টম হাউসককে তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় পণ্যের ধরন, ব্যবসার প্রকৃতি, আমদানিকারকের ধরন এবং পূর্ববর্তী রেকর্ড বিবেচনায় নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতার ঝুঁকি নিরূপণ ও তৎপরবর্তী বিধান মোতাবেক খালাস কার্যক্রম গ্রহন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনো দেশকে টার্গেট না করে বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে মাত্র, যা কোনো ক্রমেই কোনো পণ্য চালানকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। তাছাড়া প্রতিটি পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষণ/স্ক্যানিং/আনস্টাফিং এর সময় পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, যা বর্তমানেও চলমান। এতে দেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য আসার সুযোগ নেই। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার

৭-এর পাতায় দেখুন

বরগুনা-১ আসনের সাবেক এমপি শম্ভু কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় বরগুনা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। ছয়দিনের রিমান্ড শেষে গতকাল সোমবার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এসময় মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। অন্যদিকে শম্ভুর আইনজীবী জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গত ১১ নভেম্বর রাত ৯টার দিকে রাজধানীর উত্তরা থেকে ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রভাবে

করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাবেক সরকারের সময় দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও এই প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে। প্রশাসন পরিচালনায় সরকারের দক্ষতা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারে দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা প্রকাশ পেয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনে আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরোনো ধারা বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন-গ্রেপ্তারসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হয়েছেন, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ এবং আসামি পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। টিআইবির তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়ার প্রশ্নে ধৈর্যের ঘাটতি লক্ষণীয়। গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলাসহ কোনো কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার তৎপরতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধন না করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌসুলিদের নিয়োগ নিয়ে সমালোচনা, নিয়োগপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে টিআইবি। টিআইবির গবেষণায় আরও বলা হয়, ভারত কর্তৃক কর্তৃত্ববাদ পতনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকারে ব্যর্থতা ও তার কারণে অপতৎপরতার ফলে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপোড়েনে সরকার ও দেশের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মনোভাব ইতিবাচক হলেও প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফ এর মতো সংস্থার ঋণ সহায়তা-সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, বিশেষ করে ইতোমধ্যে সুদসহ ঋণ পরিশোধের অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে বলে জানায় টিআইবি। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নতুন বাংলাদেশে দুটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তার একটি হলো রাষ্ট্র সংস্কার, আরেকটি হলো নতুন রাজনৈতিক সামাজিক সমঝোতা। এই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখেই অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে। সরকারের কাজ কোথায় কী হচ্ছে, সেইগুলো চিহ্নিত করাও আমাদের দায়িত্ব। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকি। ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করি।

গণহত্যার মামলায় গ্রেফতার দেখানো

আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন-বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মহিতুল হক এনাম চৌধুরী। ওইদিন আলাদা আরেক আবেদনে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানসহ ছয় জনকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়। আবেদনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম ও বি এম সুলতান মাহমুদসহ অন্য প্রসিকিউটররা। গত ৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন অফিসে অর্ধশতাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। গত ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এক মাসের

সচিব জাহাঙ্গীর আলম। এই ১৩ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের পর শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড দিয়ে শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধ শুরু হয়। ব্লাকআউট করে শাপলা চত্বরে হেফাজতের ওপর গণহত্যাসহ আওয়ামী শাসনামলে সব মানবতাবিরোধী অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শেখ হাসিনা। আর এই ১৩ আসামি ছিলেন তার সহযোগী। তিনি আরও বলেন, গত ১৫ বছরে শাসনামলে এমন কোনো মানবতাবিরোধী অপরাধ নেই যেটা শেখ হাসিনা করেননি। আর উপস্থিত এই আসামিরা এসব অপরাধ সংগঠনে সহযোগিতা করে গেছেন। সর্বশেষ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রলম্বিত করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

মেঘনা গ্রুপের টিস্যু কারখানায় আগুন

কে এম রায়হানুল আশরাফ হোসেন বলেন, সকাল ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট কাজ করেছে। ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বে থাকা স্টেশন অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন, ভোর ৫টা ১০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। সকাল ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনা কেউ হতাহত হয়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে।

সূচকের পতনে মধ্যে দিয়ে

কমেছে ১১১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টির। দিন শেষে সিএসইতে ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

আইনজীবী-স্বজনদের সাক্ষাতের

আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, আমরা অর্থাৎ আসামিপক্ষের আইনজীবীরা সুশৃঙ্খলভাবে একজন করে কথা বলতে পারব এবং সেই আদেশটি আমরা পেয়েছি। আমরা সব আসামির সঙ্গেই কথা বলতে পারবো। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী ও সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। এই দুজনের পক্ষে আমাদের তিনজন আইনজীবী টিম হিসেবে তৌফিক-ই-ইলাহী ও ফারুক খানের পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ রুলসের বিধি অনুযায়ী একটি আবেদন সাবমিট করি। আবেদনের সারবস্তু ছিল-অভিযোগের কপি আসামিদের ওয়ারেন্ট এক্সিকিউশনের সময় অথবা পরে প্রদান করা যেতে পারে। আদালত বলেছেন, আমাদের আসামিসহ অন্য আসামিদেরও তা প্রদান করা হবে। আসামিরা মামলার বিষয়ে আপনাদের কি নির্দেশনা দিয়েছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসামি যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা আইনজীবীর গোপনীয় বিষয়, এটি বলা যাবে না। এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণহত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক ৯ মন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিবকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

আমার সঙ্গে ছবি দেখিয়ে সুপারিশ

থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন তিনি। সারজিস আলম তার ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া 'আমার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সতর্কতা' শিরোনামে লেখা পোস্টে উল্লেখ করেছেন, আমার সাথে কারও ছবি আছে মানেই সে আমার পরিচিত বা কাছের কেউ এমন নয়। কেউ যদি আমার সাথে তার ছবি বা সংশ্লিষ্ট কিছু দেখিয়ে কোনো সুপারিশ করে তবে সে বিষয়টিকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ আমি পছন্দ করি না। যোগ্য মানুষগুলো তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত জায়গায় যাবে, এমন স্বপ্নই আমি সবসময় দেখি এবং এটাই অভ্যুত্থানের স্পিরিটের সাথে প্রাসঙ্গিক। কোথাও কোনো যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হলে আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলি। অন্য কাউকে দিয়ে কথা বলানো বা সুপারিশ পাঠানো এসব কাজ আমার ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। তিনি আরও লেখেন, কেউ যদি আমার নাম ভাঙিয়ে কিছু বলে বা করার চেষ্টা করে তাহলে বলবেন- সরাসরি আমার সাথে কথা বলিয়ে দিতে। তখনই সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারবেন। প্রতারক, ভণ্ড ও সুবিধাবাজ থেকে সাবধান।

শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবেশের সব

এভিয়েশন অথরিটির নিয়ন্ত্রণাধীন এভিয়েশন সিকিউরিটি ফোর্সের (এভসেক) ইস্যু করা এভসেক আইডি নম্বরসহ নতুন পাস সংগ্রহ করতে হবে। বেবিচক কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের যাত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার করেছিল, সেটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত টার্মিনাল, এয়ারসাইডে প্রবেশ ও দায়িত্ব পালনের জন্য আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে বৈধ এভসেক আইডি সম্বলিত পাস থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে এভসেক আইডি নিতে বলা হচ্ছে। নতুন এভসেক আইডি সম্বলিত পাস ছাড়া অন্য কোনো পাস নিয়ে বিমানবন্দরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা (এয়ারলাইন্সসহ অন্যান্য) নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে এভসেক আইডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া, এভসেক আইডি সম্বলিত পাস ইস্যুর ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া নিয়ে এভসেক অফিসারদের প্রশিক্ষণ (যদি প্রয়োজন হয়) দিতে বলা হয়েছে।

কুয়েটে ভর্তি আবেদন শুরু ৪

অনুষদসমূহে ১৬টি বিভাগে এক হাজার ৬৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার সূচি অনুযায়ী- আগামী ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন শুরু হবে, যা চলবে ১৪ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এবার ভর্তি পরীক্ষায় ফি ১১০০-১২০০ টাকা। আবেদন প্রক্রিয়া শেষে ১১ জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর ২৬ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করা হবে। প্রথমবর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর্ক কোর্স ভর্তি কমিটির সভাপতি এবং ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলামের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। যেকোনো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০২১ অথবা ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ৪.০০ অথবা সমতুল্য গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। ২০২৪ সালের এইচএসসি বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস হতে হবে অথবা ২০২৩ সালের নভেম্বর বা তারপরে 'অ' লেভেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে। যে কোনো শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি- এ চার বিষয়ে কমপক্ষে মোট জিপি ১৮.০০ অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় এসব বিষয়ে কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে। তাছাড়া বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে জিপি ৪.০০ থাকতে হবে। প্রার্থী জিসিই 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পাস করে থাকলে তার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য 'ও' লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে। 'এ' লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে পৃথক পৃথকভাবে কমপক্ষে 'বি' গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে। বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে 'এ' লেভেল পরীক্ষায় জীব বিজ্ঞানে কমপক্ষে 'বি' গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে। কমপক্ষে ১২ শিক্ষাবর্ষ অধ্যয়নকাল থাকা সাপেক্ষে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ নম্বর বা সমমানের গ্রেড পেতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ নম্বর বা সমমানের গ্রেড পেতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী নির্বাচন: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত বৈধ আবেদনপত্রের মধ্য থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজী-এ চার বিষয়ে প্রাপ্ত মোট গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে একটি মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। প্রার্থী সংখ্যা বেশি হলে এ তালিকা থেকে প্রথম ২০ হাজার জন প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে ২০ হাজারতম প্রার্থী একাধিক হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজীতে প্রাপ্ত গ্রেডের ভিত্তিতে ন্যূনতম সংখ্যক প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়সূচি: আবেদন শুরু ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। এ প্রক্রিয়া শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩০ ডিসেম্বর। ১১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টা হতে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর্কিটেকচারের অংকন শুরু হবে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মেধাক্রমের তালিকা প্রকাশ, বিভাগ পছন্দ প্রদানের নির্দেশনা, ভর্তির নিয়মাবলী ও ভর্তির তারিখ ঘোষণা হবে ২৬ জানুয়ারি।

বিভাগভিত্তিক আসন: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগে ১২০, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) ১২০, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এমই) ১২০, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ১২০, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ৬০, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) ৬০টি। তাছাড়া লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং (এলই) ৬০, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (টিই) ৬০, আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং (ইউআরপি) ৬০, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট (বিইসিএম) ৬০, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএমই) বিভাগে ৩০ জনকে ভর্তি নেওয়া হবে। আর্কিটেকচার (আর্ক) বিভাগে ৪০, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (এমএসই) ৬০ জন, এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (ইএসই) ৩০ জন, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএইই) ৩০ এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (এমটিই) ৩০ জন রয়েছে।

সংরক্ষিত (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের জন্য) পাঁচটি আসনসহ তিনটি অনুষদের ১৬টি বিভাগে মোট ১ হাজার ৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আর্কিটেকচার বিভাগে ৫ বছর মেয়াদি এবং অন্যান্য সব বিভাগে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্দেশনা মেনে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ভর্তি পরীক্ষার ফি প্রদান করে সাবমিট করতে হবে। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি ভর্তি পরীক্ষার ফি ১ হাজার ১০০ টাকা। আর ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউআরপি ও আর্কিটেকচারের ফি ১ হাজার ২০০ টাকা। ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নির্ধারিত নম্বর: ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে যে পাঠ্যসূচি ছিল প্রধানত তার ওপর এবং Functional English-এর ওপর ভিত্তি করে ৩ ঘণ্টাব্যাপী সর্বমোট ৫০০ নম্বরের গঠিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর্ক কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। বিআর্ক কোর্সে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের MCQ পরীক্ষা ছাড়াও ১ ঘণ্টার ১০০ নম্বরের মুক্তহস্ত অংকন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্যাবলী admission.kuet.ac.bd ওয়েবসাইট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে। অনলাইন ফরম পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যায় ০১৭৯১২৭৩৬৫৫ নম্বরে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত) যোগাযোগ করা যাবে। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে admission@kuet.ac.bd তে ই-মেইল করা যেতে পারে।

জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যুতে প্রধান

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হন। কিংবদন্তি এ খেলোয়াড় সেন্ট্রাল ব্যাক পজিশনে খেলতেন, একইসঙ্গে তিনি লাল-সবুজ জার্সিতে একজন আদর্শবান ডিফেন্ডার ছিলেন। দুই দশকের ক্যারিয়ার শেষ করার পর দেশের ক্রীড়া অঙ্গনকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর স্পোর্টসম্যান। তিনি বলেন, আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তার শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং ক্রীড়া অঙ্গনের সংশ্লিষ্টজন, যাদের কাছে জাকারিয়া পিন্টু একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি ছিলেন তাদের সবার প্রতি আমার সমবেদনা। তার মৃত্যুতে আরও শোক প্রকাশ করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা, বাফুফে, বিওএ, মোহামেডান, বিএসপিএ। গতকাল সোমবার ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যু হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পিন্টুর মরদেহ বিদেশ থেকে আসার কথা। মঙ্গলবার সকালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামসহ অন্য জায়গায় জানাজার পর বিকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে শায়িত করা হবে। আপাতত বেসরকারি হাসপাতালটিতেই তার লাশ রাখা হয়েছে।

আগামী বছর কতদিন ব্যাংক বন্ধ

জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ, জুমাতুল বিদা ও শবে কদর উপলক্ষে ২৮ মার্চ ব্যাংক বন্ধ থাকবে। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২৯ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে একদিন সাপ্তাহিক ছুটি পড়েছে। ঈদুল ফিতরের আগের দুদিন, ঈদের দিন ও ঈদের পরের দুদিন ব্যাংক বন্ধ রাখা হবে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল, মে দিবস উপলক্ষে ১ মে ও বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ১১ মে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। ৫ থেকে ১০ জুন এ দুদফায় ঈদুল আজহার উপলক্ষে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি পড়েছে। ১ জুলাই ব্যাংক হলিডে উপলক্ষে একদিন, আশুরা উপলক্ষে ৬ জুলাই, জন্মাষ্টমী ১৬ আগস্ট, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১ ও ২ অক্টোবর, বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর, বড়দিন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর ও ব্যাংক হলিডে উপলক্ষে ৩১ ডিসেম্বর ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

রিসিভার নিয়োগের আশঙ্কায় মনোবল

হার এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির সার্বিক প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে। এর মধ্যে বেসরকারি কোনো কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা রাজনৈতিক আক্রোশে পড়েছেন। লাল তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠান প্রশাসক নিয়োগের আশঙ্কায় মনোবল হারাচ্ছেন তারা।'- বলেন এই ব্যবসায়ী নেতা। কেন রিসিভার নিয়োগ করা হয়- এ প্রসঙ্গে হাইকোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান বলেন, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অযোগ্য হয়ে যায় বা পরিচালনার মতো অবস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। এই রিসিভার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দেখাশোনা করবেন। এই কাজটি সরকার তার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে করতে পারে কিংবা আদালতের আদেশের মাধ্যমেও হতে পারে। দুদকের সাবেক মহাপরিচালক ও সাবেক জেলা জজ মো. মঈদুল ইসলাম বলেন, রিসিভারের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব আদালতের জমা দেবেন। কোনো কারণে সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রিসিভার দায়ী থাকবেন। এ ছাড়া চূড়ান্ত রায়ে কোনো কারণে আসামি খালাস পেলে তাঁকে তার সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে। ফলে ক্রোককৃত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সবাইকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। তবে রিসিভার নিয়োগে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে বেক্সিমকো গ্রুপ আপিল করায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে রিসিভার নিয়োগ স্থগিত হয়ে যায়। তবে গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রিসিভার নিয়োগের আদেশ বহাল থাকবে। জুলাই থেকে, সম্প্রতি বেতন দিতে না পারায় বেক্সিমকো গ্রুপের একাধিক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ডাক বিভাগের মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস 'নগদ'-এ প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে প্রশাসক নিয়োগের পর নগদের লেনদেন আগের চেয়ে কমে গেছে, প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। পতিত সরকারের আমলেও ২০২০ সালে, আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে না পারায় ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সে প্রশাসক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এর আগে এরকম আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবসায়নে গ্রাহকরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। ২০১১ সালে হলমার্কসহ সাতটি প্রতিষ্ঠানের সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা (হোটেল শেরাটন) শাখা থেকে ঋণের নামে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বের করে নেয়, যা নিয়ে তখন বড় আলোচনা তৈরি হয়। সেই ঘটনার বিচারকাজ এখনো চলছে। তবে টাকা আদায় করতে পারছে না সোনালী ব্যাংক। এই ঘটনায় উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে গেছে হলমার্কের। একইভাবে ঋণখেলাপিদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের গ্রাহক এননটেক্স গ্রুপ রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে। অনিয়ম, জালিয়াতি ও তথ্য গোপন করে এননটেক্স গ্রুপের ২২ প্রতিষ্ঠানকে ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল সময়ে বিপুল অঙ্কের ঋণ দিয়েছে জনতা ব্যাংক। অনারোপিত সুদ বাদে এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ছয় হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। এননটেক্স গ্রুপের একজন সাবেক কর্মকর্তা জানান, টঙ্গীতে তাঁদের কারখানা ছিল ২২টি। রহস্যজনক আগুনে পুড়ে দুটি কারখানা তিন-চার বছর আগে বন্ধ হয়েছে। অর্থাভাবে দিন দিন কারখানা কমতে থাকে। এখন চালু রয়েছে মাত্র চার-পাঁচটি কারখানা। কারখানার মালিক ৫ আগস্টের আগে দেশে ছেড়ে যান। ইভ্যালির ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট থেকে রিসিভার নিয়োগ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত সেই প্রতিষ্ঠান আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। টাকা ফেরত পায়নি হাজার হাজার গ্রাহক।বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা নজির রয়েছে। তবে কোনো দেশেই প্রশাসক নিয়োগে তেমন ভালো ফল পায়নি। চীনে দুর্নীতি দমনের কথা বলে ব্যক্তি খাতের ওপর নানা আক্রমণ চলে। ২০২০ সালে দেশটিতে নজরদারি ও বিধি-নিষেধের প্রধান বলি ছিল শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স কোম্পানি আলিবাবা, শীর্ষস্থানীয় গেম নির্মাতা কম্পানি টেনসেন্ট, ফুড ডেলিভারির কম্পানি মাইতুয়ান, সার্চ ইঞ্জিন কম্পানি বাইদু এবং জেডি ডটকম। সরকারি এই নিয়ন্ত্রণ ১৮ মাস বজায় থাকে। চীনের শীর্ষ পাঁচ প্রযুক্তি কম্পানির শেয়ারমূল্য ৪০.৪ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, বেক্সিমকো কয়েক মাস ধরে শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারছিল না। সরকার তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করছে। গ্রুপটিকে সচল করতে এখন সেখানে রিসিভার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বেক্সিমকোতে রিসিভার দেওয়া মানে বন্ধ নয়; বরং এটা সচল করা হচ্ছে। আমরা চাই না, কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা শিল্প বন্ধ হয়ে যাক। কারণ সেখানে অনেক কর্মসংস্থান রয়েছে।'

গণমাধ্যমসহ ৫ সংস্কার কমিশনের

পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গণমাধ্যম কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপক গীতিআরা নাসরীন, দ্য ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক এবং সম্পাদক পরিষদের প্রতিনিধি শামসুল হক জাহিদ, নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সচিব আখতার হোসেন খান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদাল আহমেদ, যমুনা টেলিভিশন ও ট্রাস্টি, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম আহমেদ, মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক ও সাংবাদিক জিমি আমির, ডেইলি স্টারের বগুড়া জেলা প্রতিনিধি মোস্তফা সবুজ, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের ডেপুটি এডিটর টিটু দত্ত গুপ্ত, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন ওনার্সের (অ্যাটকো) একজন প্রতিনিধি এই কমিশনে সদস্য হিসেবে থাকবেন। এছাড়া বাংলাদেশ ইনিস্টিউটে অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহি পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের শ্রম সংস্কার কমিশনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে আট সদস্যের স্থানীয় সংস্কার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০ সদস্যের নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান করা হয়েছে নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিরীন পারভিন হককে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি প্রফেসর একে আজাদ খানকে প্রধান করে ১২ সদস্যের স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়, কমিশন অবিলম্বে এর কার্যক্রম শুরু করবে এবং সংশ্লিষ্ট সব মতামত বিবেচনা করে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে প্রস্তুত করা প্রতিবেদন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করবে। কমিশনের কার্যালয় সরকারের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। আরও জানানো হয়, কমিশনের প্রধান ও সদস্যরা সরকার নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন বা সম্মানী ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে কমিশন প্রধান বা কোনও সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে চাইলে বা সুযোগ-সুবিধা নিতে না চাইলে তা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দফতর/সংস্থা কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেবে। কমিশন প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা দেবেন।

শ্রম সংস্কার কমিশনে আছেন যারা: বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শ্রম অধিকার ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার লক্ষ্যে এই কমিশন গঠন ও কমিশনের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের (শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ) সাবেক সচিব ড. মাহফুজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ) অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ম. কামরান টি রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি চৌধুরী আশিকুল আলম, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী, আলোকচিত্রী ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠক তাসলিমা আখতার এবং একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনে আছেন যারা: অধ্যাপক একে আজাদ খানকে প্রধান করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। স্বাস্থ্যসেবাকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন' গঠন ও কমিশনের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ইনফরমেটিক অধিদফরের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পথিকৃৎ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক লিয়াকত আলী, গাইনোকলজিস্ট অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার, শিশু স্নায়ুতন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ডা. নায়লা জামান খান, সাবেক সচিব এম এম রেজা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল) অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক, আইসিডিডিআরবি'র ডা. আজহারুল ইসলাম, স্কয়ার হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মো. আকরাম হোসেন, গ্রীন লাইফ সেন্টার ফর রিউম্যাটিক কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চের চিফ কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আতিকুল হক, আইসিডিডিআর,বি'র শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য বিভাগের ডা. আহমেদ এহসানুর রাহমান এবং বিজ্ঞানী ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী উমায়ের আফিফ।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনে আছেন যারা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবের জন্য 'স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন' গঠন ও কমিশনের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দিন, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, বিআইএসএস-এর পরিচালক ড. মাহফুজ কবির, নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক মাসুদা খাতুন শেফালী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনে আছেন যারা: নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী শিরীন পারভিন হককে প্রধান করে ১০ সদস্যের নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সরকার।সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে এ কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা হলেন- ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র ফেলো মাহীন সুলতান, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ফৌজিয়া করিম ফিরোজ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার, নারী স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হালিদা হানুম আক্তার, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরুপা দেওয়ান, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র সামাজিক উন্নয়ন উপদেষ্টা ফেরদৌসী সুলতানা, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নিশিতা জামান নিহা।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে যান। এরপর ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় সংস্কারের দাবি উঠে। তারই ধারাবাহিকতায় এই কমিশন গঠন করা হলো।

এটি বিপ্লবী সরকার শুধু নির্বাচন

করছে। দেশের স্বার্থরক্ষা হয় এমন যেকোনো কাজ করতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রস্তুত। ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শেষে নির্বাচন দেওয়া হবে। 'জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে যে গণহত্যা হয়েছে তার বিচার প্রক্রিয়া চলমান আছে, এই বিচার প্রক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে কমনওয়েলথের সহযোগিতা প্রয়োজন। পাশাপাশি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণেও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ব্যাপক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি' যোগ করেন উপদেষ্টা নাহিদ। বৈঠকে সহকারী মহাসচিব লুইস ফ্রান্সেচি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কারসহ চলমান সংস্কার উদ্যোগের প্রতি সম্ভাব্য সব ধরনের সমর্থনের আশ্বাস দেন। তিনি বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য কমনওয়েলথের অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন। লুইস ফ্রান্সেচি বলেন, তারা সবসময় বাংলাদেশের পাশে আছেন এবং তারা শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম, সাইবার নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব ড. মো. মুশফিকুর রহমান, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, কমন?ওয়েলথের এডভাইজার অ্যান্ড হেড অব এশিয়া ড. দিনুসা নিহারা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল চেয়ে

সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়। প্রসঙ্গত, প্রশ্নফাঁস ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়। ২৪ জন শিক্ষার্থীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শাহ নাবিলা কাশফি এ নোটিশ পাঠান। তবে সেই নোটিশের জবাব না পেয়ে ভুক্তভোগীদের পক্ষে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাস উল্টে যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় বাস উল্টে গোপী কান্ত ঘোষ (৩০) নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার বৈশামুড়া নামক স্থানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গোপী কান্ত নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার লুটিয়া গ্রামের গোবিন্দ ঘোষের ছেলে। সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি মো. মারগুব তৌহিদ জানান, সিলেটগামী মামুন স্পেশাল পরিবহনের বাস সরাইলের বৈশামুড়া এলাকার রাস্তায় উল্টে যায়। এতে বাসের তিন যাত্রী আহত হন। এ অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর গোপী কান্তকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার পর বাস রেখে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন।

কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় ছুরিকাঘাতে হারুনুর অর রশিদ (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। গত রোববার রাতে কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক সড়কের শুম্ভুপুর রেলক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হারুনুর অর রশিদ শুম্ভুপুর এলাকার মৃত গিয়াস উদ্দিন ছেলে। তিনি পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে শম্ভুপুর রেল ক্রসিংয়ের কাছে একটি চায়ের দোকানে বসা ছিলেন হারুনুর অর রশিদ। এসময় তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই এলাকার কফিল উদ্দিনের ছেলে জসিম উদ্দিন তার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে হারুনুর অর রশিদকে ছুরিকাঘাত করে জসিম উদ্দিন পালিয়ে যান। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ভৈরব থানার ওসি মো. শাহিন মিয়া জানান, লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। এ ব্যাপারে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিয়ালের আক্রমণে আহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শিয়ালের আক্রমণে তিন জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত রোববার রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টারজান এলাকা ও প্রান্তিক এলাকায় এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের তথ্যমতে এ পর্যন্ত তিন জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতরা হলেন- আনসার সদস্য অজয় হাওলাদার, ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ৫২ ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার ও টারজানের দোকানদার জব্বার মিয়া। আহত আনসার সদস্য অজয় হাওলাদার বলেন, রাত ১০টার দিকে প্রান্তিকের কমিউনিটি মসজিদের পাশে আমরা তিন জন ডিউটি করছিলাম। এ সময় একটি শিয়াল এসে হঠাৎ আমার পায়ের গোড়ালিতে বুটের ওপর দিয়ে কামড়ে ধরে। শিয়ালের কামড়ে আমার পায়ে ছোট একটি ক্ষত হয়েছে। আমি আপাতত বাইরে থেকেই ভ্যাকসিন নিয়ে এসেছি। এ বিষয়ে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. আনিসুর রহমান জানান, এ পর্যন্ত তিন জন আক্রান্ত পাওয়া গেছে। আহতদেরকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দোকানদার জব্বার এর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে মহাখালীতে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে ডিপ ইকোলজি অ্যান্ড স্নেক কনজারভেশন ফাউন্ডেশন- জাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি শেয়াল নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর খবর পেয়েছি। আগামীকাল (গতকাল সোমবার) দিনের বেলা কেউ শেয়ালটি দেখলে আমাদের ফাউন্ডেশনের জাবি শাখার হটলাইনে (০১৯৮৪৩২১১৮১) কল দিয়ে জানানোর অনুরোধ করছি। শেয়ালটির র?্যাবিস টেস্টের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনে ইউথানিশিয়া (ঘুম পাড়ানো) ও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেব। সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

দাফনের সাড়ে তিন মাস পর কবর থেকে লাশ উত্তোলন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে দাফনের সাড়ে তিনমাস পর আদালতের নির্দেশে কবর থেকে বাবুল মিয়া নামে বিএনপির এক নেতার লাশ উত্তোলন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল মামুনের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করা হয়। মামলার এজাহারে অনুযায়ী, গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সচেতন নাগরিক হিসেবে অংশ নেন দুপ্তারা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি বাবুল মিয়া বাবুল মিয়া। ওইদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে বাড়ি ফেরার পথে পরিকল্পিতভাবে বাবুল মিয়াকে কালীবাড়ী বাজার থেকে তুলে নিয়ে দুপ্তারা ঈদগাহ মাঠে হত্যা করা হয়। পরে এ ঘটনায় গত ২২ আগস্ট হত্যা মামলা করেছেন ওই ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন। মামলায় সাবেক প্রধামমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক এমপি শামীম ওসমান, সাবেক এমপি গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম বাবু, সাবেক এমপি কায়সার হাসনাত আবদুল্লাহসহ ১৩১ আসামির নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে লাশ উত্তোলনের আবেদন করা হয়। আড়াইহাজার থানার ওসি এনায়েত হোসেন বলেন, আদালতের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল মানুনের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঢাকায় জাতীয় নাগরিক কমিটির আরও ৫ প্রতিনিধি টিম গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃতির অংশ হিসেবে এবার রাজধানীর ধানমন্ডি, রামপুরা, চকবাজার, কামরাঙ্গীরচর ও লালবাগ থানায় প্রতিনিধি টিম গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। গত রোববার জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ধানমন্ডি থানা কমিটিতে ৫১ জন, কামরাঙ্গীর চর থানা কমিটিতে ২০৫ জন, চকবাজার থানা কমিটিতে ৬৯ জন, রামপুরা থানা কমিটিতে ৫১ জন এবং লালবাগ থানা কমিটিতে ৬১ জন সদস্যের প্রতিনিধি কিমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নাটোরে শিশুকে ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরে স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে ৫ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে (১০) ধর্ষণের দায়ে মো. হযরত আলী (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভিকটিমকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ দণ্ডাদেশ দেন। এসময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার সময় আসামির বয়স ছিল ৪২ বছর। দণ্ডপ্রাপ্ত হযরত আলী সদর উপজেলার বাগরুম গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি ব্র্যাক পরিচালিত বাগরুম শিশু নিকেতনের এক শিক্ষিকার স্বামী। নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (বিশেষ পিপি) অ্যাডভোকেট মো. আব্দুল কাদের এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নির্যাতিত ওই শিশু ব্র্যাক পরিচালিত সদর উপজেলার বাগরুম শিশু নিকেতনে ৫ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত। অভিযুক্ত হযরত আলী ওই শিশু নিকেতনে কর্মরত এক শিক্ষিকার স্বামী। স্ত্রী শিক্ষিকা হওয়ার সুযোগে হযরত আলী ওই শিক্ষার্থীকে প্রাইভেটে পড়াতেন। ২০১৮ সালের ৮ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে ওই শিশু শিক্ষার্থী ব্র্যাক পরিচালিত বাগরুম শিশু নিকেতনে হযরত আলীর কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। পড়া শেষে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ছুটি দিলেও ওই শিক্ষার্থীকে স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। পরে সেখানে তার কক্ষে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। একই সঙ্গে বলে ঘটনা কাউকে বললে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও ভয়ভীতি দেখায়।

চট্টগ্রামে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে পথচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে অবিনাশ ধর (৭৫) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তিনি কালীপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড নাথ পাড়ার বিপিন চন্দ্র ধরের ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুর ১১টার দিকে উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া টেক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বাস নিয়ে চালক পালিয়ে গেলেও পুলিশ অটোরিকশাটি জব্দ করেছে। রামদাস মুন্সিরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই মো. শরিফ বলেন, ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে জানতে পারি বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে এক পথচারী নিহত হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায়

বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছেন। আজ স্থানীয় ডরিন নামে আরও একটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়? পরে বেক্সিমকো কারখানার কয়েকশ শ্রমিক অ্যামাজন কারখানায় এসে হট্টগোল করে কাজ বন্ধ করে রাখতে বলেন। এ সময় অ্যামাজন কারখানার মালিক ও স্টাফরা বাধা দিলে বেক্সিমকো কারখানার এক শ্রমিকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়াসহ কয়েকজনকে মারধরের ঘটনা ঘটে। পরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেক্সিমকোর শ্রমিকরা অ্যামাজন কারখানায় ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। আগুন কারখানা থেকে আশপাশের শ্রমিক কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বললেও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুপুর ১টা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে না পৌঁছানোয় সবকিছু পুড়ে গেছে। তারা আরও অভিযোগ করেন, ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলে হয়তো এত ক্ষয়ক্ষতি হতো না। সকাল ১১টায় আগুন লাগলেও তারা দুপুর পর্যন্ত এখানে আসেনি। কারখানার পাশাপাশি শ্রমিকপল্লির অনেক অসহায় শ্রমিকের মূল্যবান জিনিসপত্রসহ আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব চৌধুরী বলেন, 'জিরানী এলাকায় একটি কারখানায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে। আমরা দুটি ফায়ার ইউনিট নিয়ে অনেক আগেই রওনা হলেও পথে আন্দোলনরত শ্রমিকরা বাধা দিয়েছেন। যে কারণে সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারিনি।' দুপুর দেড়টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট। তবে ততক্ষণে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

১১৩ বারের মতো পেছালো সাগর

ছিলেন ওই থানার এক এসআই। চার দিন পর চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয় ডিবি। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে একই বছরের ১৮ এপ্রিল মামলাটির তদন্তভার র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব থেকে র‍্যাবকে সরিয়ে দেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন আদালত। এ বিষয়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

বেতনের জন্য ঢাকা-টাঙ্গাইল

অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা জানান, বেতন পরিশোধ না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যতদিন টাকা না পাবেন, ততদিন বাসায় ফিরবেন না। গতকাল সোমবার পঞ্চম দিনের মতো আন্দোলন চললেও কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধের কোনও আশ্বাস দেয়নি। অভিযোগ রয়েছে, শ্রমিকেরা গণমাধ্যমকর্মীদের তাদের আশপাশে থাকতে দিচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গতকাল সোমবার শ্রমিকরা খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বহিরাগত কাউকে দেখলেই মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ভাঙচুর করে ফেলে। মারাত্মক আক্রমণাত্মক মনোভাব রয়েছে শ্রমিকদের মাঝে। দিনের পর দিন উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে। শিল্প পুলিশ জানায়, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে পোশাক ও সিরামিক কারখানায় ৪১ হাজার কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে আরএমজি কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহখানেক ধরেই সড়ক অবরোধ করে গত অক্টোবর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছেন। গত রোববার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। রাতে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলেও গতকাল সোমবার সকাল থেকে পুনরায় ওই সড়ক অবরোধ করে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছেন। শিল্প পুলিশ গিয়ে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে কথা বলতে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কাউকে পাওয়া যায়নি। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে শ্রমিকদের আন্দোলন চলমান রয়েছে। এই আন্দোলন গাজীপুর মহানগরীর ভেতরে পড়েছে, জানান সাভার হাইওয়ে পুলিশের ওসি সওগত উল আলম।

বরগুনা-১ আসনের সাবেক এমপি

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পরদিন ১২ নভেম্বর এ মামলায় তার ছয়দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই বিকেলে নিউমার্কেট থানাধীন নীলক্ষেত এলাকায় পুলিশের গুলিতে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ মারা যান। এ ঘটনায় তার শ্যালক আব্দুর রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ

বিষয়টি বাস্তব ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি কাস্টমস হাউসকে তার নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় যৌক্তিকভাবে ঝুঁকি নিরূপণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

হিটলারের নাৎসি বাহিনীর মতো

রাজনীতিকরণ, দলীয়করণের মাধ্যমে একটি নিপীড়ক সংস্থায় পরিণত করা হয়েছিল,সে স্টোরি আমরা আদালতে তুলে ধরেছি। একটি পরিবারকে ক্ষমতায় রাখার উদ্দেশ্যে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা চত্বরে হত্যাকাণ্ড এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। আজকের সব অপরাধের প্রধান দায় শেখ হাসিনার। জুলাই অভ্যুত্থানে ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়ে টার্গেট ভিত্তিতে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। এর তদন্ত সমাপ্ত করে বিচারের উপযোগী একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে আমরা ২ মাস সময় চেয়েছিলাম, আদালত ১ মাস সময় মঞ্জুর করেছেন। আয়না ঘর নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিগত সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ক্যাম্পে নিয়ে গুম, খুনের ঘটনা তারা ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনীর ক্যাম্পগুলোর সঙ্গে তুলনীয় ছিল বিগত সরকারের গুম-খুনের ঘটনা। তারা শুধু যে গণহত্যা করেছে শুধু তাই নয়। চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, এক নম্বর আসামি শেখ হাসিনা, তিনি ভারতে পালিয়ে আছেন। আমাদের পক্ষ থেকে ফরমাল আবেদন পাঠিয়েছি ইন্টারপোলের কাছে। রেড নোটিশের মাধ্যমে তাকে পেলে যেন গ্রেফতার করা হয়। তবে এর বাইরেও পদক্ষেপ রয়েছে, যেহেতু মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠনের অভিযোগ রয়েছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আছে। ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত যে চুক্তি তার মূলে শেখ হাসিনা ফেরত চাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার চিন্তা করছেন বলে রোববার প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বলেছেন। সুতরাং সেই প্রক্রিয়াতেও বাংলাদেশ যাচ্ছে। এটা আমরা আদালতের কাছে জানিয়েছি। তিনি বলেন, ডিফেন্সের পক্ষে বেশ কয়েকজন আইনজীবী তাদের ওকালতনামা দাখিল করেছেন তবে তাদের পক্ষ থেকে শুধু একজনের জন্য পিটিশন দিল। সেই পিটিশনটি ছিল অভিযোগের কপি সরবরাহ করা সংক্রান্ত। কিন্তু পিটিশনটি যথানিয়মে দাখিল করা হয়নি। সুতরাং পিটিশন হিসেবে সেটি গণ্য হয়নি। ভবিষ্যতে তিনি যদি করেন সেটার ব্যাপারে আদালত যথাযথ আদেশ দেবেন। এদিকে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণহত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের এক মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক ৯ মন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিবকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। সোমবার (১৮ নভেম্বর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাদের হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। গত ১৭ অক্টোবর পৃথক দুই আবেদনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

সব সুবিধাসহ চাকরিতে পুনর্বহালের

বেতনভাতা ও পূর্ণ সুযোগসুবিধাসহ চাকরিতে পুনর্বহাল করা; ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানা ট্র্যাজেডির হত্যাকাণ্ডের পুনরায় তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচার করেও যারা নির্দোষ তাদের মুক্তি দিয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল করা; পিলখানা হত্যাকাণ্ড একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে তথ্যাবলি বিডিআর বিদ্রোহ কথাটি বাতিল করা; বিশেষ আদালত কর্তৃক বিডিআর মেয়াদে সাজা ভোগকারী বিডিআর সদস্যরা যারা বিস্ফোরক মামলায় দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ কারা অন্তরীণ আছেন, তাদেরকে অনতি বিলম্বে মামলা হতে অব্যাহতি পূর্বক মুক্তি দিতে হবে।

গাজীপুরে বিক্ষোভে একটি কারখানার

বেতন দেয়। এর মধ্যে শ্রমিকদের বেতন দিলেও সুপারভাইজার, ডিস্ট্রিবিউটর, মার্কারম্যানদের বেতন অর্ধেক অর্ধেক দিয়ে থাকে। লাইন চিফ, ইনচার্জ ও ম্যানেজারদের বেতন গত দুই মাস ধরে বকেয়া রয়েছে। কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসেই বেতন দেওয়ার তারিখ দিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। তারা আরও জানান, পারিবারিক জরুরি সমস্যায় কারণে এক/দুইদিন ছুটি চাইলে ছুটি দেয় না, তখন অনুপস্থিত হলে বিনা কারণে তাৎক্ষণিক চাকরিচ্যুত করে। কোনও ধরনের শ্রম আইন না মনে কারখানা মালিক শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করে। তাছাড়া গত বছর বকেয়া বছর অর্জিত ছুটি, টিফিন বিল, হাজিরা বোনাস, ইনসেনটিভ বোনাস দেয় না। স্টাফদেরকে গত দুই ঈদে অর্ধেক ঈদ বোনাস দিয়েছে। এ নিয়েও তাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর আব্দুল লতিফ জানান, খানস্টেক্স ফ্যাশন লিমিটেডের কারখানা শ্রমিকরা দুই দিন ধরে কারখানা অভ্যন্তরে বিক্ষোভ করছে। গতকাল সোমবার সকালে তারা কাজে যোগদান না করে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করছেন। কারখানায় শিল্প ও থানা পুলিশ অবস্থান করছে। কারখানার সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক (এজিএম) হুমায়ুন কবির বলেন, বৃহস্পতিবার আমরা কিছু শ্রমিকদের বেতন দিয়ে দিয়েছি। যারা আছে তাদেরকে বলছি, আগামী বৃহস্পতিবার দেবো। কিন্তু তারা এটা না মেনে আন্দোলন করতেছে। ব্যাংক থেকে টাকা দিচ্ছে না, টাকা তুলতে পারতেছি না। এ জন্য বেতন দিতে পারতেছি না। বুঝতে পারছেন, বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি। স্টাফদের দুই-তিন মাসের বেতন বকেয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, স্টাফদের বেতন ক্লিয়ার করা হয়েছে, কোনও বকেয়া নেই।

একদিনে ডেঙ্গুতে ৬ জনের

ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছেন ৭৬ হাজার ৬৩৮ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মোট ৮১ হাজার ৬৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে বছরের এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪২১ জনের। তার আগে ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। মারা যান ১ হাজার ৭০৫ জন।

রাজধানীতে মিলল শিশুসহ দুজনের

ফাঁস লাগা ওই তরুণীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পারিবারিক কলহ, আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উল্লেখ করা হয়। মর্গে রিমার মামা আমিনুর রহমান জানান, রিমার স্বামী মামুন বেকার। রসুলপুরের পঞ্চম তলা বাড়িটির ছাদে ছোট একটি রুমে ভাড়া থাকতেন। আর্থিক অভাবে ছিল রিমার পরিবার। আত্মীয়-স্বজনরা বিভিন্ন সময় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। ঘটনার সময় তার স্বামী বাসার বাইরে ছিলেন। অপরদিকে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নওমালা গ্রামের মাসুদ খান ও লিপি বেগম দম্পতির মেয়ে মরিয়ম। পরিবারের সঙ্গে সবুজবাগ থানার পশ্চিম রাজারবাগ বাগপাড়া রওশন মঞ্জিল গলিতে একটি বাসায় থাকতো। শিশুটির বাবা মো. মোশারফ খান জানান, স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী মরিয়ম। তার বাবা রাজমিস্ত্রি ও মা গৃহিণী। দুই বোনের মধ্যে সে ছিল বড়। গত রোববার স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে। এরপর তার মা দ্রুত গোসলে করে আসতে বলে। তখন সে বাথরুমে ঢুকে। আধা ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সে আর বের হয় না। পরে সন্দেহ হলে তারা ডাকাডাকি শুরু করেন। এতে কোন সাড়া না হলে স্থানীয় রাজমিস্ত্রি এনে দরজা ভেঙে দেখেন কাপড় ঝুলানোর হ্যাঙ্গারের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো গলায় ফাঁস লেগে আছে মরিয়ম। পরে দ্রুত তাকে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সন্ধ্যায় মুগদা হাসপাতাল থেকে সবুজবাগ থানার এসআই মো. আশরাফুজ্জামান শিশুটির লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। সুরতহালে তিনি উল্লেখ করেন, শিশুটির গলায় অর্ধচন্দ্রাকার দাগ রয়েছে। বাথরুমের হ্যাঙ্গারের সঙ্গে ওড়না বেঁধে দোল খেলার সময় একপর্যায়ে বাঁধ ছুটে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মারা গিয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে উল্লেখ করেছেন তিনি।

৯ বছর পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার,

আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সিন্ডিকেট সভায় এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। যা আজ প্রকাশ্যে এসেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়মা হক বিদিশা গণমাধ্যমকে বলেন, একটা সময় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল। আমাদের যেহেতু এটা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। ফলে অনেকে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে কনফারেন্সে যোগ দিতে যেতে চায়। সে দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় আমরা সভায় আলোচনা করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর আগে, ২০১৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেদিন সিন্ডিকেট সভা শেষে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৯ মাস ধরে এ দেশে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা চালিয়ে তারা অস্বীকার করেছে। এমন মিথ্যাচার রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাখতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত তারা গণহত্যা, হত্যা ও নির্যাতনের কথা স্বীকার করবে না ততদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখবে না। তিনি আরও বলেন, নতুন করে আমাদের কোনো শিক্ষার্থী পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার জন্য যাবে না। একইভাবে তাদের কোনো ছাত্রও আমরা গ্রহণ করব না।

নতুন শেয়ারে ঘাটতি

করে ইসলামী ব্যাংকের যে ক্ষতি করা হয়েছে, তা অন্য ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর ১১টি ব্যাংকের সম্পদের আকারের সমান হবে।"“ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদ পুন:গঠনের পর থেকে কি ধরনের কার্যক্রম চলমান, উন্নয়ন করা হয়েছে সে বিষয়টি চেয়ারম্যান নিজেই জানাবেন। এরপর ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ ব্যাংকের পর্ষদ পুন:গঠনের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জানান। ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেন, আমানত ও বিনিয়োগের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরন করার জন্য এস আলমের শেয়ার বিক্রি করা হবে এবং নতুন শেয়ার ইস্যু করা হবে। পাচার করা টাকা পুনরুদ্ধার কৌশলের অংশ হিসেবে এসব শেয়ার বিক্রি করা হবে। এস আলমের শেয়ার বিক্রির জন্য আদালতে মামলা করা হবে। এরপর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এসব শেয়ার বিক্রি করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাংকটিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে আইএফসি ও আল রাজি গ্রুপের মতো পুরনো বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। গিগগিরই আল রাজি গ্রুপের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করতে সৌদি আরব যাব। তাদেরকে আবার বিনিয়োগে আমন্ত্রণ জানাব। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, আগের বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ফিরে এলে ইসলামী ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। তাছাড়া দেশের যদি কোনো ভালো বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করতে চায় তাহলে তাদেরকেও উৎসাহিত করা হবে। ইসলামী ব্যাংকে কি পরিমান অর্থ লুটপাট হয়েছে এমন প্রশ্নোত্তরে ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেন, চারটি অডিট ফার্ম এসব ক্ষয় ক্ষতি নিরূপনে কাজ করছে। আগামী ডিসেম্বরে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। তখন পুরো বিষয়টি জানা যাবে। তিনি বলেন, আমাদের আন্তর্জাতিক মানের অডিট ফার্ম ছাড়াও ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাংকের আমাদের সঙ্গে কাজ করবে। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকবে না। কবে নাগাদ গ্রাহকরা নির্দ্বিধায় টাকা তুলতে পারবে এমন প্রশ্নোত্তরে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, চলতি বছর যাচ্ছে ক্ষয় ক্ষতি নিরূপনের বছর। আগামী ২০২৫-২৬ সাল হবে ইসলামী ব্যাংকের ঘুরে দাঁড়ানোর বছর। আগামী জানুয়ারির পর থেকে নির্দ্বিধায় গ্রাহকরা ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে পারবেন।

মহাখালীতে ট্রেনে ইট

থামিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন। এ বিষয়ে ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদিন বলেন, ঘটনাটি আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনাস্থলে রেলওয়ে পুলিশের একাধিক টিম যাচ্ছে। এদিকে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে মহাখালী এলাকায় দুটি আন্তঃনগর ট্রেন আটকা পড়েছে। সেগুলো হলো জামালপুরের তারাকান্দিগামী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী বনলতা এক্সপ্রেস। কন্ট্রোল রুম থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে নোয়াখালী থেকে আসা ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলা চালিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তাদের হামলায় ট্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন ট্রেনে থাকা যাত্রীরা। এদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকায় আসার পথে উপকূল এক্সপ্রেসে আন্দোলনকারীরা হামলা চালিয়ে জানালার কাচ ভেঙে ফেলেছেন। পরে ট্রেনটি পুলিশ পাহারায় সেখান থেকে ঢাকা স্টেশনে আনা হয়েছে। রেলওয়ে ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন জানান, উপকূল এক্সপ্রেসে হামলার ঘটনায় কয়েকজন আহত আছেন। এই মুহূর্তে সঠিক সংখ্যাটা বলা যাচ্ছে না। অবরোধের কারণে আপাতত ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ আছে।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আহমদ

কয়েকটি মামলায় কয়েক দফা রিমান্ড শেষে কারাগারে আছেন তিনি। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ৪ আগস্ট রাজধানীর ধানমন্ডি থানা এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেয় কিশোর আব্দুল মোতালিব (১৪)।এ দিন বিকালের দিকে আসামিদের ছোঁড়া গুলি তার বুকে ও গলায় লাগে। তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত ২৬ আগস্ট নিহত কিশোরের বাবা আব্দুল মতিন বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৭৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়া অজ্ঞাত পরিচয়ে ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়।

নির্বাচন যত দেরি হবে, সমস্যা

চিন্তা করতে হবে, যত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্ভব, প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করে নির্বাচন দিতে হবে। আমরাও সংস্কার চাই, তবে তা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে করতে হবে। এমন সময় যেন না নেয়, যে সময় নিতে গেলে জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা হয়, যে আপনি (অন্তর্বর্তী সরকার) থেকে যেতে চাইছেন। মির্জা ফখরুল বলেন, হাসিনা পালিয়ে গেছে কেন? হাসিনা পালিয়ে গেছে, তিনি চিন্তা করতে ভুল করেছেন। আমরা বার বার বলেছি, দেয়ালের লিখন পড়েন, মানুষের চোখের ভাষা বোঝেন। মানুষ এখন আর আপনাদের চায় না। আপনারা দেশটাকে ধ্বংস করেছেন। আমাদের কথা তারা শোনেনি। না শুনে উল্টো নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে, ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেছে। আমরা কেউ যেন এমন কাজ না করি, যা দেশকে আবার অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার দিকে নিয়ে যাবে। মওলানা ভাসানীর স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও বলেন, মওলানা ভাসানী আমাদের সেই পথ বার বার দেখিয়েছেন। তাকে বলা হতো প্রফেট অব ভায়োলেন্স। তিনি প্রথম পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। একদিকে তিনি যেমন আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতেন, আরেকদিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করে নিয়ে আসতে পারতেন। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে ও কৃষক দলের নেতা এস? কে সা?দির সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব?্য রা?খেন ভাইস চেয়ারম?্যান নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হা?বিবুর রহমান হা?বিব, যুগ্ম মহাস?চিব খায়রুল ক?বির খোকন, আব্দুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মির সরফত আলি সপু, লেবার পা?র্টির চেয়ারম?্যান লায়ন ফারুক রহমান প্রমুখ।

সারা দেশে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত

উত্তরাঞ্চলে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচদিনের আবহাওয়ায় রাত ও দিনের তাপমাত্রা আরও হ্রাস পেতে পারে।

অবশেষে ১০ কেজি করে চাল বরাদ্দ পেলেন চা শ্রমিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : অবশেষে প্রশাসনের উদ্যোগে ১০ সপ্তাহ পর ১০ কেজি করে চা বরাদ্দ পেলেন চা শ্রমিকরা। মৌলভীবাজারে কমলগঞ্জ উপজেলায় ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেডের ৮টি চা বাগানে প্রায় ১০ সপ্তাহের বকেয়া মজুরির দাবিতে কাজে যোগ না দিয়ে সব কার্যক্রম থেকে বিরত রয়েছেন চা শ্রমিকরা। কাজ ও মজুরি বন্ধ থাকায় চা শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের মানবেতর জীবনযাপনের কারণে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসকের বিশেষ বরাদ্দকৃত জিআর এর ৬৬ দশমিক ৩২ মেট্রিক টন চাল বণ্টন করার উদ্যোগ নেয় জেলা প্রশাসন কার্যালয়। ৩টি ফাঁড়ি বাগানসহ ন্যাশনাল টি কোম্পানির ৮টি চা বাগানের ৬ হাজার ৬৩২ জন চা শ্রমিকদের মধ্যে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। গত রোববার উপজেলার মাধবপুর, মদনমোহনপুর ও পাত্রখোলা চা বাগানে উপস্থিত থেকে চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়নাল আবেদীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্লাবন পাল, মাধবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পুষ্প কুমার কানু, পাত্রখোলা চা বাগানের ব্যবস্থাপক স্বপন কুমার সিংহ, মদনমোহনপুর চা বাগানের ব্যবস্থাপক হুমায়ুন আহমদ, মাধবপুর চা বাগানের ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গির আলম, মাধবপুর ইউপি সদস্য মোতাহের আলী, শিব নারায়ণ শীল, মকবুল আলী, নারায়ণ রাজভর, বীনা রানী ও মনু-ধলাই ভ্যালি সভাপতি ধনা বাউরী প্রমুখ। পাত্রখোলা চা বাগান এর স্থায়ী ১৮৬৮ ও অস্থায়ী ২০০ জন, মাধবপুর চা বাগান ও এর ফাঁড়ি পদ্মছড়া চা বাগানের স্থায়ী ১১৭৪ ও অস্থায়ী ১০০ জন, মদনমোহনপুর চা বাগানের স্থায়ী ৪৭০ ও অস্থায়ী ১০০ জন, কুরমা ও এর ফাঁড়ি বাঘাছড়া চা বাগানের স্থায়ী ১৪১১ ও অস্থায়ী ১০০ জন, এবং চাম্পারায় চা বাগানের স্থায়ী ১১০৯ ও অস্থায়ী ১০০ জন নারী-পুরুষ চা শ্রমিকদের মধ্যে এ চাল বিতরণ করা হয়। এদিকে ভরা মৌসুমে এসে চা শ্রমিকরা চা পাতা চয়ন না করায় চা উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এতে ন্যাশনাল টি কোম্পানির ফাঁড়িসহ ১৬টি চা বাগান মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ভরা মৌসুমে চা বাগানগুলো বন্ধের কারণে কোটি কোটি টাকা লোকসানের মুখে পড়ছে ন্যাশনাল টি কোম্পানি। এটা এখন কোম্পানির জন্য মরার ওপর খরার ঘাঁ এর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার যদি দ্রুত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে চা শিল্প ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে পারে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চা বাগানের কর্তৃপক্ষের অনেকেই জানিয়েছেন। বাগান বন্ধ থাকার পরও শ্রমিকদের সাপ্তাহিক রেশন দিচ্ছে কোম্পানি। কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়নাল আবেদীন বলেন, কাজ বন্ধ থাকায় চা শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের মানবেতর জীবনযাপনের কারণে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে বিশেষ বরাদ্দ জিআর ৬৬ দশমিক ৩২ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ ও বণ্টন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরিদপুরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের রশিবপুরা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুই শিশু হলো- ওই গ্রামের ছিদ্দিক মুন্সির ছেলে ইসমাইল মুন্সি (৪) ও আসাদ মুন্সির ছেলে ইয়াসিন মুন্সি (৩)। গত রোববার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ওই দুই শিশু দগ্ধ হয়। পরে আহত অবস্থায় তাদের ভাঙ্গা হাসপাতাল পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টায় ইসমাইল মুন্সি ও সোয়া ৯টায় ইয়াসমিন মুন্সির মৃত্যু হয়। অগ্নিদগ্ধ শিশুদের চাচা উজ্জ্বল হোসেন জানান, ইয়াসিন ও ইসমাইল গত রোববার বেলা ১১টার দিকে রান্না ঘরে খেলতে যায়। অভিভাবক না থাকায় তারা কিছু পাটের খড়ি রান্নার চুলার মধ্যে দিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাটখড়ির বেড়ায় লেগে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তখন দুই শিশু ভয় পেয়ে রান্না ঘরের পাশে গোসলখানায় আশ্রয় নেয়। রান্নাঘর পুড়ে যাওয়ার পর গোসলখানায়ও আগুন ধরে যায়। একপর্যায়ে আগুনের লেলিহান শিখা রান্না ঘর ও গোসলখানা সহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসী টের পেয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে কিন্তু তখনও তারা জানতো না শিশু দুটি বাথরুমে আটকা পড়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর শিশু দুটির চিৎকার শুনতে পান। পরে অগ্নিদগ্ধ দুই শিশুকে উদ্ধার করে ভাঙ্গা হাসপাতাল ভর্তি করেন। সেখান থেকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার দিকে শিশু দুইটির মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে ওই গ্রামের বাসিন্দা দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা মো. ইদ্রিস আলী জানান, অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে অগ্নিদগ্ধ শিশু দুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকা বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যায়। এ ব্যাপারে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মৌলি চৌধুরী জানান, অগ্নিদগ্ধ ইয়াসিনের ৬৮ ভাগ এবং ইসমাইলের ৯০ ভাগ পুড়ে গিয়েছিল।

নাটোরে ঠিকাদারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের লালপুরে একটি নির্মাণাধীন বাড়ির আঙ্গিনায় মেহগনি গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় মো. মজিবর রহমান (৫৫) নামে এক ঠিকাদারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তার পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মজিবর রহমান পার্শ্ববর্তী বাগাতিপাড়া উপজেলার সুইতিরপাড়া গ্রামের ধলু খানের ছেলে। লালপুরের ওয়ালিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুমন চন্দ্র দাস পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, মজিবর রহমান পেশায় একজন ঠিকাদার। গতকাল সোমবার ভোরে ফজরের আজানের পর তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে লালপুর উপজেলার ধুপইল এলাকার বাবলু নামে এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়ির আঙ্গিনায় মেহগনি গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় গলায় রশি দিয়ে ফাঁস দেওয়া লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর মর্গে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া মরদেহের পকেট থেকে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। সেটি যাচাইবাছাই করা হচ্ছে। কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা উদঘাটন করা হচ্ছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা সে বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মজিবরের স্ত্রী হেলেনা বেগম জানান, কারো সঙ্গে তার স্বামীর কোনো বিরোধ ছিল না। কি কারণে তার মৃত্যু হলো, তা বুঝতে পারছেন না। তবে ঘটনা তদন্ত করে সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য পুলিশের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

নাটোরে শিশুকে ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরে স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে ৫ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে (১০) ধর্ষণের দায়ে মো. হযরত আলী (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভিকটিমকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এ দণ্ডাদেশ দেন। এসময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার সময় আসামির বয়স ছিল ৪২ বছর। দণ্ডপ্রাপ্ত হযরত আলী সদর উপজেলার বাগরুম গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি ব্র্যাক পরিচালিত বাগরুম শিশু নিকেতনের এক শিক্ষিকার স্বামী। নাটোর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (বিশেষ পিপি) অ্যাডভোকেট মো. আব্দুল কাদের এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নির্যাতিত ওই শিশু ব্র্যাক পরিচালিত সদর উপজেলার বাগরুম শিশু নিকেতনে ৫ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত। অভিযুক্ত হযরত আলী ওই শিশু নিকেতনে কর্মরত এক শিক্ষিকার স্বামী। স্ত্রী শিক্ষিকা হওয়ার সুযোগে হযরত আলী ওই শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ২০১৮ সালের ৮ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে ওই শিশু শিক্ষার্থী ব্র্যাক পরিচালিত বাগরুম শিশু নিকেতনে হযরত আলীর কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। পড়া শেষে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ছুটি দিলেও ওই শিক্ষার্থীকে স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। পরে সেখানে তার কক্ষে নিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। একই সঙ্গে বলে ঘটনা কাউকে বললে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও ভয়ভীতি দেখায়। এ অবস্থায় ওই শিক্ষার্থী ঘটনাটি কাউকে না বললেও ঘটনার চার দিনের মাথায় ১২ জুলাই দুপুরের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় তার বাবা-মা জিজ্ঞাসা করলে ঘটনাটি খুলে বলে। পরে এ ঘটনায় বাবা আব্দুল আওয়াল বাদী হয়ে হযরত আলীকে অভিযুক্ত করে ১৩ জুলাই নাটোর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে হযরত আলীকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠায়। মামলাটি সদর থানার তৎকালীন উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন তদন্ত শেষে একই বছরের ১৯ আগস্ট আদালতে চার্জশিট দেন। ওই মামলার দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আসামির উপস্থিতিতে গতকাল সোমবার দুপুরে এ রায় ঘোষণা করেন বিচারক।

কক্সবাজারে যুবককে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে অস্ত্রধারীদের গুলিতে আব্দুর রহমান (২৭) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও এক যুবক ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। নিহত যুবক আব্দুর রহমান (২৭) টেকনাফের হোয়াইক্যং নয়াবাজার পূর্ব সাতঘরিয়া পাড়ার মৃত আব্দুস সালামের ছেলে। আহত যুবক মো. সালমান একই গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে। গত রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিহত আব্দুর রহমানের বোন নুর ফাতেমা আক্তার। নুর ফাতেমা আক্তার বলেন, পূর্ব শত্রুতার জেরে গত রোববার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং নয়াবাজার পশ্চিম সাতঘরিয়া পাড়ার জাহেদ হোসেন, বদি আলম, পূর্ব সাতঘরিয়া পাড়ার জকরিয়া, সাদ্দাম ও ফেরদৌসের নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী ফোন করে আমার ভাই আব্দুর রহমানকে বাড়ি থেকে ডেকে বের করে। পরে তাকে ধরে পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। খবর পেয়ে সালমান নামে আরও এক যুবক তাকে উদ্ধারে গেলে তাকেও ছুরিকাঘাতে আহত করে। এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, গতকাল (গত রোববার) রাতে হোয়াইক্যং নয়াবাজার থেকে আব্দুর রহমান নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

পাবনায় যুবলীগ কর্মীকে গুলির পর কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদীতে ওয়ালিফ হোসেন মানিক (৩৫) নামে এক যুবলীগ কর্মীকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার পাকশীর রূপপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মানিক রূপপুর গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে ও স্থানীয় যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। স্থানীয়রা জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে রূপপুর মোড়ের দিকে আসার পথে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে একদল দুর্বৃত্ত মানিককে ধাওয়া করেন। প্রাণভয়ে দৌড়ে রূপপুর মোড় সংলগ্ন ইউসুফ পাটোয়ারির বাড়ির পেছনের পুকুরের দিকে গেলে দুর্বৃত্তরা তাকে প্রথমে গুলি ও পরে কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। যুবলীগ কর্মী ওয়ালিফ হোসেন মানিক ২০২৩ সালের ১৭ জুন লক্ষ্মীকুন্ডা এমপির মোড়ে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত তাফসির আহমেদ মনা হত্যা মামলার প্রধান আসামি ছিলেন। মানিকের ভাই সোহাগ হোসেন জানান, সকাল ৯টার দিকে বাড়ির সামনে থেকে দুর্বৃত্তরা তার ভাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়া করে। পরে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করে। পাকশী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শাফিউল ইসলাম বলেন, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের আলমত সংগ্রহ ও আসামিদের শনাক্তের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কক্সবাজারে পাহাড়ে অপহরণকারী ডাকাত সর্দার বদরুদ্দোজা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে পাহাড়ি ডাকাত দলের সর্দার বদরুদ্দোজা ওরফে বদরুজকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে ২টি ওয়ান শুটার গান, ১টি বন্দুক, ৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ২টি কিরিচ, ১টি রামদা ও ১টি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়। আটক বদরুদ্দোজা টেকনাফের বাহারছড়া উত্তর শীলখালীর মৃত মাওলানা সুলতান আহমদের ছেলে। কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার রহমত উল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সুপার বলেন, গোপন সংবাদে খবর আসে টেকনাফ বাহারছড়া ও হোয়াইক্যংসহ পাহাড়ি এলাকার ডাকাত ও অপহরণকারী দলের সর্দার বদরুদ্দোজা বাহারছড়ার উত্তর শীলখালী ঝাউবাগানে অবস্থান করছে। এমন সংবাদে গত রোববার ভোরে টেকনাফ মডেল থানার ওসির নেতৃত্বে বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. দস্তগীর হোসেনসহ সঙ্গীয় ফোর্স ওই স্থানে অভিযান পরিচালনা করে বদরুদ্দোজাকে আটক করতে সক্ষম হয়। পরে পুলিশের টিম ডাকাত জলিলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে লাকড়ির স্তুপের নিচ থেকে ২টি ওয়ান শুটার গান, ১টি বন্দুক,৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ২টি কিরিচ, ১টি রামদা ও ১টি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করে। পুলিশ সুপার আরও বলেন, আটক বদরুদ্দোজা দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ে একটা ডাকাত চক্র তৈরি করে বাহারছড়া ও হোয়াইক্যংয়ে প্রতিনিয়ত মানুষকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে যাচ্ছিল। কিছুদিন আগেও বদরুজের নেতৃত্বে বাহারছড়ায় ডা. জহির এবং হোয়াইক্যং থেকে ১১ জন কৃষক অপহরণে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ডাকাতিসহ ৭টি মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

বরিশালে ধর্ষণ শেষে হত্যায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় দুইজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক। পাশাপাশি দুই আসামিকে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে আদালতের বিচারক মো. রকিবুল ইসলাম এই রায় প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, বাবুগঞ্জের সয়ন চন্দ্র শীল ও সুমন ফকির। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী ও সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান, ২০২২ সালের ১২ জানুয়ারি সকাল ৮টার দিকে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়িতে ধর্ষণের শিকার হন ওই নারী। এরপর তাকে হত্যা করে লাশ সন্ধ্যা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় নিহত নারীর ছেলে ইমরান হোসেন বাদী হয়ে বাবুগঞ্জ থানায় দুইজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। গতকাল সোমবার মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত আসামি সয়ন চন্দ্র শীল ও সুমন ফকিরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

আন্দোলনে আহত ৭ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবে তুরস্ক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত আরও ২০-২৫ জন বিদেশে যাওয়ার পাইপলাইনে আছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। এর মধ্যে ৭ জনকে তুরস্কে পাঠানো হবে। তুরস্ক সরকার তাদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে বলেও জানান উপদেষ্টা। গত রোববার দিবাগত মধ্যরাতে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনে আহত কাজল মিঞাকে বিদায় জানান। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের ভেজথানি হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। কাজলকে বিদায় জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। তিনি বলেন, কাজলকে থাইল্যান্ড পাঠাতে শুধু এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের জন্যই ৬৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমরা চিকিৎসা বাবদ ১০ লাখ টাকা দিয়েছি। বাকি আরও লাগলে আমরা দেখে-বুঝে পাঠাবো। এছাড়া আরও ২০-২৫ জনকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, তার মধ্যে ৭ জনকে পাঠানো হবে তুরস্কে। এদের মধ্যে তিন জন চোখে আঘাতপ্রাপ্ত এবং চার জন অর্থপেডিকসের রোগী। তুরস্ক সরকারের অঙ্গে আমাদের আলাপ চলছে। এই সাত জনের চিকিৎসার খরচ বহন করবে তুরস্ক, বাকি থাকা-খাওয়া নিজেদের বহন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কাজলকে আমরা আজ পাঠালাম, তার স্ত্রীও সঙ্গে গেছেন। আরও একজন অপেক্ষা করছে যাওয়ার জন্য। তিনি নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাল অথবা পরশু আমরা তাকে পাঠাতে পারবো বলে আশা করছি। এখন পর্যন্ত আমরা পাঁচ জনকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে পেরেছি। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, আসলে এই চিকিৎসাগুলো আমাদের দেশে থাকলে কিন্তু তাদের বাইরে পাঠানোর প্রয়োজন হতো না। বিদেশ থেকে যে চিকিৎসকরা এসেছেন। তারা কিন্তু রোগীদের দেখে বলেছেন যে, এখানে চিকিৎসা হয়েছে তারা করলে তাই করতেন। যেখানে ঘাটতি আছে সেগুলো তারা নিজেরাই করবেন, এখানে আমরা হাত দেইনি। রোবোটিক ফিজিওথেরাপি দেওয়ার জন্য আমি বলেছি, কী যন্ত্র লাগবে আমাদের জানাতে। আমি যদি কারও কাছে বিনামূল্যে পাই, নিয়ে আসবো। যদি না হয় কিনে আনবো। এটা তো শুধু এখন না, ভবিষ্যতেও এক্সিডেন্টের রোগীদের জন্য লাগবে।

দিঘলিয়ায় নবাগত ইউএনও কে ফুলেল শুভেচ্ছা

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : গতকাল সোমবার বিকাল ৩ টায় দিঘলিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নবাগত দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় ।এসময় উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওঃ আবুল হাসান, সেক্রেটারি মুসফিকুর রহমান, সুরা সদস্য মাওঃ শহিদুল্লাহ, দিঘলিয়া উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, দিঘলিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোল্লাহ খলিলুর রহমান,মোঃ মোরাদ শেখ,মোঃ ইমরান হোসেন প্রমুখ।

ক্লিন গ্রীন কার্যক্রমের উদ্বোধণ

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার গৌরনদীতে ক্লিন গ্রীন কার্যক্রমের উদ্বোধণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও বিডি ক্লিনিকের যৌথ উদ্যোগে থানা কম্পাউন্ড থেকে এ কার্যক্রমের উদ্বোধণ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মো. বেলায়েত হোসেন। গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু আবদুল্লাহ খান, গৌরনদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শারমিন সুলতানা রাখি, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি মোরশেদ হাসান, ফখরুল হাসান তানভীর, বিডি ক্লিনিকের বিভাগীয় সমন্বয়ক জায়েদ ইরফান, জেলা সমন্বয়ক পলাশ তালুকদার প্রমুখ।

কয়রায় বেড়িবাঁধ নির্মান করা এখন সময়ের দাবি

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি :কয়রা উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও মাইগ্রেশনের উপর এক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে কারিতাস খুলনা অঞ্চলের ডিআরআর এন্ড সিসিএ প্রকল্প এই গোল টেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুল বিষয়ের উপর আলোচনা রাখেন খুলনা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের সহকারি অধ্যাপক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন। এতে আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মোঃ মামুনার রশিদ, কারিতাসের প্রকল্প সমন্বয়কারী পবিত্র কুমার মন্ডল, ডিআরআর এন্ড সিসিএ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান সরদার নুরুল ইসলাম কোম্পানি, প্যানেল চেয়ারম্যান সরদার লুৎফর রহমান আবু হাসান, কপোতাক্ষ কলেজের সাবেক অধ্যাপক আ,ব,ম, আঃ মালেক, কয়রা উন্নয়ন সমন্বয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বিদেশ রঞ্জন মৃধা, সিপিপি সদস্য সাইফুল ইসলাম।

সম্পাদকীয়

রাজধানীতে অসহনীয় যানজট

নগরবাসীর মুক্তি মিলবে কবে?

যানজটের কারণে রাজধানীবাসীর জীবন অতিষ্ঠ। বিভিন্ন গবেষণায় জানা যায়, ঢাকার রাস্তায় গাড়ি চলাচলের গড় গতি নেমে এসেছে ঘণ্টায় ৪.৮ কিলোমিটারে, যা একজন সক্ষম মানুষের হাঁটার গতির চেয়েও কম। এর ফলে মানুষের দুর্ভোগ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে অর্থনৈতিক ক্ষতি। এই অবস্থায় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মাসখানেক ধরে চলছে জোরদার অভিযান। এ কাজে ট্রাফিক পুলিশকে সহযোগিতা করছে যৌথ বাহিনী। গাড়ির ফিটনেস, চালকের লাইসেন্সসহ কাগজপত্রের অনিয়ম, সড়কের শৃঙ্খলাভঙ্গসহ বিভিন্ন অপরাধে যানবাহন জব্দ, জরিমানা ও মামলা করা হচ্ছে। রাজধানীতে প্রতিদিন অর্ধকোটি টাকার বেশি জরিমানাই করা হচ্ছে। অক্টোবর মাসে ট্রাফিক বিভাগ ১৪ কোটি ২৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। গত ১ নভেম্বর রাতে খিলক্ষেত থানাধীন ৩০০ ফুট মহাসড়কে উত্তরা আর্মি ক্যাম্প, ট্রাফিক পুলিশ ও খিলক্ষেত থানার পুলিশ মিলে অভিযান শুরু করে। এতে চারটি গাড়ি জব্দ করা হয়। মামলা করা হয় ১১৯টি। আর জরিমানা আদায় করা হয় দুই লাখ ৭০ হাজার ৮০০ টাকা। আইএসপিআর থেকে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর এ ধরনের কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে। ঢাকায় অসহনীয় যানজটের জন্য বিশেষজ্ঞরা মূলত দায়ী করছেন রাস্তায় ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যানবাহন, ছোট বা ব্যক্তিগত গাড়ির আধিক্য, মাত্রাতিরিক্ত মোটরসাইকেল, রাস্তায় নিয়ম-কানুন না মানা, সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের জন্য সড়ক বা সড়কের একাংশ বন্ধ থাকা, বাসগুলো যত্রতত্র দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানামা করানো, রাস্তায় অবৈধ পার্কিং, অযান্ত্রিক যানবাহনের এলোমেলো চলাচল ইত্যাদি। বর্তমানে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যাটারিচালিত রিকশার দৌরাত্ম্য। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ফুটপাত দখল, যত্রতত্র পার্কিং, রাস্তা আটকে বাসে যাত্রী তোলাসহ এ ধরনের অনিয়মগুলো দূর করা গেলে যানজট অনেকাংশেই কমে আসবে। সেই সঙ্গে ফিটনেসহীন ও অবৈধ যানবাহন, লাইসেন্সহীন চালকের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলো শুধু যানজট নয়, দুর্ঘটনাও কমাবে। আমরা আশা করি, বর্তমান উদ্যোগে যানজট অনেকাংশেই কমাতে সক্ষম হবে। তবে যানজট নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নগরবাসীকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হবে।

ঢাকায় অসহনীয় যানজটের জন্য বিশেষজ্ঞরা মূলত দায়ী করছেন রাস্তায় ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যানবাহন, ছোট বা ব্যক্তিগত গাড়ির আধিক্য, মাত্রাতিরিক্ত মোটরসাইকেল, রাস্তায় নিয়ম-কানুন না মানা, সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের জন্য সড়ক বা সড়কের একাংশ বন্ধ থাকা, বাসগুলো যত্রতত্র দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানামা করানো, রাস্তায় অবৈধ পার্কিং, অযান্ত্রিক যানবাহনের এলোমেলো চলাচল ইত্যাদিকে

ভোগ্যপণ্য আমদানি

আগামী বছরের মার্চ মাসে পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিপুল পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। খাদ্যপণ্যের এই তালিকায় রয়েছে চাল, গম, চিনি, ডাল, ছোলা, ভোজ্যতেল, খেজুরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটিতে প্রায় ৫শ' কোটি টাকা ব্যয়ে চাল ও গম এবং ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার টন চিনি কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এর আগে গত সপ্তাহে ভোজ্যতেল ও ডাল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর বাইরেও রমজানে অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে আগামী ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে আরও বিপুল পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানির প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার।

মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ সাধারণ মানুষের ব্যয় কমাতেই সরকারের এই উদ্যোগ, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমদ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সরকারি পর্যায়ে আরও সার, চিনি, গম ও চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ। এ ছাড়াও অত্যাবশ্যকীয় মজুত বাড়াতে সরকার ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য ১-৩ টাকা বাড়াতে পারে। সুসম খাদ্য নিশ্চিত করতে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের প্রাপ্যতাও নিশ্চিত করা হবে।

চলতি বছর আমনের ফলন অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বেড়েছে সব রকম চালের দাম। একই সঙ্গে আটা-চিনি ও ভোজ্যতেলের দামও। শেষোক্ত তিনটি পণ্যের ক্ষেত্রে বলা যায় আন্তর্জাতিক বাজারসহ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত। তবে চালের দাম বাড়ছে কেন? গত এক মাসে মোটা চালের দাম প্রতিকেজিতে বেড়েছে চার থেকে ছয় টাকা। আটার দাম কেজিতে প্রায় ১০ টাকা। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চিনি ও ভোজ্যতেলের দামও। মূলত ব্যবসায়ী, কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও অবৈধ মজুতের কারণে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। কৃষক নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ধান-চাল মজুত রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিসহ আড়তদার ও চাতাল মালিকরা চালের বিপুল মজুত গড়ে তুলেছেন অতি মুনাফার আশায়। তৃতীয়ত, সচ্ছল ভোক্তাশ্রেণিও বেশি পরিমাণে খাদ্যপণ্য কিনছেন দাম আরও বাড়ার আশঙ্কায়। অথচ সরকারের হাতে বর্তমানে চাল ও গমের মজুত সন্তোষজনক। চাল ও কয়েকটি পণ্য আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার কিংবা কমানো হয়েছে। ব্যাংকও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে আমদানিকারকদের। প্রধানত ব্যবসায়ী, মিল মালিক, আড়তদার ও আমদানিকারকদের কারসাজিতে চালসহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই। এবারে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সরকার সহায়তা করছে কৃষককে, যাতে তারা লাভবান হতে পারেন। জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে যথেষ্ট ভর্তুকি, প্রণোদনা ও সহায়ক কর্মসূচি রাখা হয়েছে, যাতে কৃষকসহ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার, ফুলফল-সবজি উৎপাদক— প্রায় সবাই কমবেশি উপকৃত হতে পারেন। অন্তর্বর্তী সরকার সবিশেষ জোর দিয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর। এই পরিস্থিতিতে আমদানিকারকসহ খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের উচিত দেশের জনগণের স্বার্থে সরকারকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। এর পাশাপাশি প্রয়োজন রমজানে অতি মুনাফার প্রবণতা ত্যাগ করে রোজাদারদের জন্য নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানত ব্যবসায়ী, মিল মালিক, আড়তদার ও আমদানিকারকদের কারসাজিতে চালসহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই। এবারে ধান-চালের সংগ্রহ মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সরকার সহায়তা করছে কৃষককে, যাতে তারা লাভবান হতে পারেন। জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে যথেষ্ট ভর্তুকি, প্রণোদনা ও সহায়ক কর্মসূচি রাখা হয়েছে, যাতে কৃষকসহ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার, ফুলফল-সবজি উৎপাদক— প্রায় সবাই কমবেশি উপকৃত হতে পারেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প ॥ 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'

মিলু শামস

প্রথম পর্বে চার বছরেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল ট্রাম্পের 'পপুলিজম'। অভিবাসী আইন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে জনপ্রিয় 'ওবামা কেয়ার'সহ ডেমোক্র্যাটদের পুরনো কাজ ও উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলো ফিরিয়ে এনেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট জোসেফ বাইডেন।

দু'হাজার ষোলো সালে রাজনীতিতে পপুলিজম টার্মটি বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হয়ে সতেরোয় ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা পুঁজিবাদের মুখপত্র বাঘা বাঘা সব পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি হওয়ায় বিভ্রান্তিও বেড়েছিল সমান্তরালভাবে। ক্ষমতায় যেতে ট্রাম্পের মূল পুঁজি ছিল সেটাই। এসব তত্ত্বকথায় আমাদের 'তত্ত্ব' আমদানির আসল উদ্দেশ্য বিভ্রান্তি ছড়ানো। পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রচ- সংকট আড়াল করতে কিছুদিন পরপর এ ধরনের সংস্কারবাদী ফর্মুলার প্রয়োজন হয়। উনিশশ' বিরানব্বই সালে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা 'দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি এ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান' বইয়ে তত্ত্ব দিয়েছিলেন— সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ এবং পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রামের অবসান হয়েছে। তিনি মার্কসকে পরাজিত এবং হেগেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিজয়ী ঘোষণা করে বলেছিলেন, পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্রই হচ্ছে সভ্যতার চূড়ান্ত রূপ। বর্তমান সভ্যতা সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষের এখন সুখের দিন শুরু হলো। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়ার জোর প্রচারে ফুকুয়ামার তত্ত্ব যতই ঝড় তুলুক, বাস্তবে দেখা গেল 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রের' স্বর্গরাজ্যে বেশিরভাগ মানুষের জীবনে সুখের নহর বইছে না। একটা বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান তারা করেই চলল। দু'হাজার আট থেকে চৌদ্দর অর্থনৈতিক মন্দা সেই বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনো ফর্মে বৈষম্যহীন সমাজকেই বারবার তাদের মননে ও মগজে মূর্ত করেছে। একে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির পক্ষে। তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো থেকে তাই এমন সব 'তত্ত্ব' হাজির করে যা শুনলে হঠাৎ মনে হয় এরা বুঝি পৃথিবীজুড়ে ব্যাপক বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলছে। তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলছে। কিন্তু বিভ্রান্তি কাটিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে দেখা যাবে এর পুরোটাই অন্তঃসারশূন্য। ধূর্ততায় ভরা কিছু অর্থহীন কথামালার সমষ্টি। 'তত্ত্বগুলো' এসেছে বিভিন্ন ফর্মে। ধাপে ধাপে। কখনো সমান্তরালভাবে। সহস্রাব্দের প্রথমদিকে 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম' নামে একটি প্ল্যাটফরম আন্তর্জাতিকভাবে গলা চড়িয়ে 'বিকল্প নতুন বিশ্ব' গড়ার আওয়াজ তুলে তৃতীয় ধারা বা বিকল্প পৃথিবী গড়ার কথা বলেছিল। নয়া উদারনীতিবাদী বিশ্বায়নের বিপরীতে এরা সংহতির অখ- বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিশ্বের শোষণমূলক সংস্থাগুলোর শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা করে সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য সমালোচনা এবং সুপরামর্শ দেওয়া এদের লক্ষ্য। কিন্তু উল্লিখিত সংস্থাগুলোর শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা করে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির প্রতিপক্ষ এরা কীভাবে হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেনি। সুতরাং লম্বা চওড়া কথার আড়ালে আসল উদ্দেশ্য যে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষতগুলো আড়াল করা, ঢাল হিসেবে একে রক্ষা করা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'পপুলিজম'ও এ রকম বাগাড়ম্বরপূর্ণ চাতুরী। ডিকশনারিতে এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'লোকরঞ্জনবাদ'। এদের বক্তব্য এরা যা করে তা সবই জনগণের স্বার্থে। বিশ্বায়নের কারণে অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে রয়েছে যে জনগোষ্ঠী, যারা চাকরি হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত, সামাজিক গঠন বদলে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক মানুষ, যারা অসহায় ও মর্যাদা হারানোর আতঙ্কে ভোগে সব সময়, পপুলিস্টরা তাদের জন্য কাজ করে। শুনলে মনে হয় বুঝি দুনিয়ার সব গরিব মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের মহান ব্রত নিয়ে মাঠে নেমেছে এরা। অনেকটা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারীদের মতো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আন্দোলন সংগ্রাম করে। পপুলিস্টদের কোনো রাজনৈতিক দর্শন নেই। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নেই। যেসব পরিবর্তনের কথা তারা বলে, সেসব বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা নেই। আবেগী কথার মধ্য দিয়ে জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা। যার বিষয়বস্তু প্রধানত তীব্র জাতীয়তাবাদ, অতীতের জন্য আক্ষেপ ইত্যাদি। পপুলিস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন বলেন, 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন।' কিংবা হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী বা নেদারল্যান্ডসের পার্টি ফর ফ্রিডম দলের গির্ট ভিল্ডার্স মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতে জনগণের সামনে এমন এক খ্রিস্টীয় ইউরোপের ছবি তুলে ধরেন, যেন দলে দলে মুসলমানরা এসে ওদের দেশ দখল করে নিয়েছে। ওসব দেশের জনগণের মনে খ্রিস্টীয় ইউরোপের জন্য নস্টালজিয়া তৈরি হয়। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলোতেও চাকরি হারাচ্ছে অনেক মানুষ। সম্পদের বৃহত্তর অংশ করপোরেশন আর ধনীদের দখলে। 'আমরাই নিরানব্বই' শতাংশের জীবনমান অব্যাহত খারাপের দিকে। পপুলিস্ট নেতারা এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ দেখান না। দেখানো তাদের উদ্দেশ্যও নয়। কেননা, তারা এসবের সমাধান চান না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পপুলিজমের নামে এ ভেক টার্মের আবির্ভাব হলো কেন? পপুলিজম শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকায়। তখন এ শব্দটি যে তাৎপর্য বহন করত এখন তা বদলে গেছে। আমেরিকান একচেটিয়া তন্ত্রের বিরুদ্ধে সে দেশের কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলনকে সে সময় 'পপুলিজম' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এখন এ শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় সরকারি, বেসরকারি, করপোরেট সুবিধাভোগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ। যার প্রকাশ খুব ভাসা ভাসা। কারণ, যাদের কাছ থেকে এ ক্ষোভের তীব্র বহির্প্রকাশ হওয়ার কথা, সেই শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তি কমে গেছে। বড় পুঁজির আক্রমণ থেকে ছোট পুঁজিকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র যে ভূমিকা নিত, ফিন্যান্স পুঁজিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে রাষ্ট্র তা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এতে হস্তশিল্পী, মৎস্যজীবী, কারিগরদের মতো ছোট উৎপাদকরা বড় পুঁজির গ্রাসে চলে যাচ্ছে। ফলে, শ্রমিকরা দুর্বল হয়ে আন্দোলনের ক্ষমতা হারাচ্ছে। 'শ্রমবাজারের নমনীয়তা' কেড়ে নেওয়া শ্রমিকদের দুর্বল হয়ে পড়ার আরেক কারণ। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা ন্যূনতম যে সুরক্ষা পেত, শ্রমআইন সংশোধনের মাধ্যমে তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এতে শ্রমিকদের গঠনগত পরিবর্তনসহ শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা কমে গেছে। একদিকে করপোরেট ফিন্যান্সিয়াল অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়েছে, অন্যদিকে শ্রমিক কৃষকরা উৎপাদন থেকে ক্রমশ সরতে সরতে ব্যাপক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুগে শ্রেণি সম্পর্কের ভারসাম্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার রাজনৈতিক দলও নয়া উদারবাদে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু। আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ শূন্যস্থানে পপুলিস্টরা অনায়াসে জায়গা করে নেয়। ট্রাম্প সাহেব তার সামনের এ পর্বে এদের জন্য কি করেন সময়েই তা দেখা যাবে।

ঢাকার দিনরাত

মারুফ রায়হান

শীতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শীতে সিওপিডি (ফুসফুসের রোগ) রোগীদের ভোগান্তি বাড়ে। শীতে তাই তাদের সতর্ক থাকতে হয়, জীবনধারা বদলে নিতে হয়। ঢাকায় শীতের বাতাস অনেকটাই দূষিত হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা খোলা বাতাসে কম বেরুনোর কথা বলেন। কয়েক বছর আগে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ঢাকার ১১টি এলাকায় পাঁচ শতাধিক মানুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়ে ফুসফুসের অসুস্থতা ব্যাপক হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে। ফুসফুসের সক্রিয়তা বা পিএফটি (পালমোনারি ফাংশন টেস্ট) পরীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকার ২৩.৪৭ শতাংশ মানুষ ফুসফুসের কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধদের সংখ্যাই বেশি। এত দিনে এই হার নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে। তাই সতর্কতা জরুরি। সরেজমিন ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় শুধু চোখের জন্য বিশেষায়িত একটি হাসপাতাল। হাসপাতালের তথ্য দেয়ার আগে সরেজমিন অভিজ্ঞতা বলি। রবিবার আমার বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে সার্জারি করালে ভাল হবে, আমার পরিবারের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত হলেন। তিনি সেখানকারই চিকিৎসক। যাহোক, সকাল নয়টায় যেতে বলেছিলেন। প্রবেশ করে দেখি ইতিমধ্যে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। বিভিন্ন দিকে নারী-পুরুষের চলাচল। এত ভিড় দেখে ব্যস্ত রেল স্টেশনের কথাই মনে পড়ে। মাত্র পঞ্চাশ টাকার টিকেট কেটে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ আছে এখানে। নতুন রোগীর একটা আইডি কার্ডও দেয়া হয়। এক পাতার ফরম পূরণ করে জমা দেয়া লাগে। মাইক্রোফোনে রোগীর নাম ও বয়স বলে নির্দিষ্ট কক্ষে ডাকা হয় চোখ পরীক্ষার জন্য। সেখানে ডাক্তার প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করে বলে দেবেন মূল সমস্যাটা কী এবং কী চিকিৎসা নিতে হবে। চোখের প্রেশার, নেত্রনালি, রেটিনা ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা কক্ষে পাঠাবেন ডাক্তার। যদি অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে এবং আপনি অপারেশন করাতে সম্মত থাকেন, তবে সাড়ে তিন হাজার টাকা জমা করা লাগবে ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা ও চোখের অন্যান্য ডিজিটাল পরীক্ষার জন্য। সব রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে তবেই আপনি অপারেশনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। দেখলাম বেশির ভাগই চোখে ছানি পড়া রোগের শিকার। চল্লিশ বছরেও একজন ব্যক্তির চোখে ছানি পড়তে পারে, তাই বয়সের সঙ্গে ছানি পড়ার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই বলেই প্রতীয়মান হলো। এই অপারেশনে ডাক্তার ছানি ফেলে দিয়ে একটি নতুন লেন্স লাগিয়ে দেবেন। এক চোখের জন্য এই লেন্সের দাম কমপক্ষে ১৫ হাজার, উর্ধে এক লাখ টাকারও ওপরে। এই অপারেশনের জন্য হাসপাতালে থাকতে হয় না। কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের অপারেশন, এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারবেন। যাহোক, একতলা দোতলা মিলিয়ে আমাকে ১১টি কক্ষে প্রবেশ করতে হলো। সকাল নয়টায় ঢুকেছিলাম, আর সবশেষে অপারেশনের অগ্রীম টাকা জমা করে যখন হাসপাতাল থেকে বের হলাম তখন বেলা একটা বেজে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে কী পরিমাণ ভিড় হয় এই হাসপাতালে। ঢাকার বাইরে থেকেও রোগীরা আসেন। হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি। প্রধান কার্যালয় ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত। ২৯ জুলাই ১৯৬০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নিখুঁত ও নিরাপদে চোখের ছানি অপারেশন হচ্ছে। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে চোখের যে কয়টি শাখায় চিকিৎসা হয় সেগুলো হচ্ছে গ্লুকোমা, রেটিনা, কর্নিয়া, ক্যাটার‍্যাক্ট, লোভিশন, ইনজুরি, শিশু চক্ষু রোগ ইত্যাদি। চোখের প্রায় সব চিকিৎসাই হয় এখানে। ২২০ শয্যার এই হাসপাতালে মোট কেবিন ৯টি এবং ওয়ার্ডের সংখ্যা ১০টি। চোখের কর্নিয়া, রেটিনা অপারেশনে হাসপাতালটি বিশেষ খ্যাতি আছে।

শেষে একটা কথা না বললেই নয়। দুস্থ, বিত্তহীন, স্বল্প আয়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ কি খুব বেশি কষ্টকর হবে? তাদের জন্য বিনামূল্যে অপারেশন এবং চোখে নতুন লেন্স স্থাপন, এই কাজ সরকারের অনুদানে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন বছর থেকেই শুরু করা যেতে পারে। এজন্যে সুনির্দিষ্টভাবে বাজেট রাখতে হবে। চোখ মানুষের অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গ। দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষ অত্যন্ত অসহায়। দৃষ্টিশক্তির ঝুঁকিতে যেসব বয়স্ক মানুষ থাকেন, তাদের পাশে শুধু সরকারকে নয়, বিত্তবান মানুষেরও দাঁড়ানো চাই সামাজিক অঙ্গীকারবোধ থেকে।

চেনা-অচেনা পুরনো বাসা মহানগরীতে একদা লেখাপড়া করতে এসে যারা আর দেশের বাড়ি ফেরেননি, থেকে গেছেন রাজধানীতেই এমন বহু ব্যক্তিই আজ জীবনসায়াহ্নে। পঞ্চাশোর্ধ এক বন্ধু এসেছিলেন বুয়েটে পড়তে। তারপর থেকে ঢাকায় কত যে বাসা বদল করেছেন। এমনকি একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন উত্তরায়। পরে সেটি বিক্রি করে দেন। পরে ফ্ল্যাট কিনেছেন ঢাকার অভিজাত পাড়ায়। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি গত তিন দশকের ভাড়া বাসাগুলোর ছবি তুলতে গিয়েছিলেন। মনে মনে আমিও চলে গিয়েছিলাম আমার অতীতে। পুরনো ও নতুন ঢাকা মিলিয়ে আমিও তো পনেরোবার অন্তত বাসা বদল করেছি। স্ত্রী বললেন, যতো টাকা বাসা ভাড়া দিতে ব্যয় হয়েছে সেই টাকা দিয়ে কমপক্ষে দুটি ফ্ল্যাট কেনা যায়। হ্যাঁ যেত বটে। কিন্তু মাস এনে মাস খাই চাকরিজীবীদের পক্ষে কি সম্ভব একসঙ্গে অন্তত একটা ফ্ল্যাট কেনার টাকা যোগাড় করা? সম্ভব নয়। ঋণের ভাবনাও কর্মজীবনের শুরুতে আসে না। ঋণ করতে সাহস লাগে। ফিবছর তার কিস্তি শোধ করা এক মহাবিড়ম্বনা। ফলে আমার বয়সী এবং আমার মতো সীমিত রোজগারের মানুষের পক্ষে এক জীবনে নিজের একটি বাসা কেনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। গোটা জীবন ভাড়া বাসাতেই কাটিয়ে যেতে হয়। এটাই বাস্তবতা। সে যাক, বলছিলাম এক জীবনে বহুবার বাসা বদল করার কথা। বাড়িঅলাদের কঠোরতা ও বিধিনিষেধ আরোপের প্রসঙ্গে নাই বা গেলাম। বছর বছর যাদের আয় বাড়ে না তাদের জন্য ফিবছর বাড়তি বাসা ভাড়া যোগাড় করা সত্যিই অনেক কষ্টের। ফলে অবধারিতভাবে

রাস্তা বন্ধ করে দাবি জানানোর কারণে একদিকে যানজট এবং অন্যদিকে যান-স্থবিরতার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ। সচেতন ঢাকাবাসীর মনে থাকার কথা চার বছর আগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়রও অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাটারিচালিত রিকশা ঢাকার সড়কে চলতে দেবেন না বলে স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছিলেন। কালে কালে আমরা দেখছি যে, রিক্সার শহর ঢাকায় এখন অনেক রিকশা হাফ-মোটরবাইক হয়ে উঠেছে। আলাদাভাবে ব্যাটারিচালিত রিক্সাও চালু হয়েছে। এগুলোয় চড়লে ঝাঁকি বেশি লাগে। চালক গতি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও থেকে যায়। রিক্সা-ভ্যানসহ যেসব অযান্ত্রিক যানবাহনে মোটর-ব্যাটারি-ইঞ্জিন সংযোজন করে যান্ত্রিক বানানো হয়েছে, সেগুলো ডিএসসিসি এলাকায় পাওয়া গেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি চার বছর আগেই দেয়া হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, চার বছর আগে থেকেই ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের কার্যকর জোরালো উদ্যোগ নেওয়া হলে এতদিনে তা সফল হতে পারতো

বাসা বদল করতে হয়। চেনা বাসা একদিন অচেনা হয়ে ওঠে। এলাকার চেহারাবদল এককালের অধিবাসীকে বিভ্রান্ত করে। প্রসঙ্গ খাদ্যনিরাপত্তা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সমীক্ষা দেশে সব ধরনের মোটা চালের দাম আরেক দফা বেড়েছে। মধ্যবিত্তের পছন্দের মাঝারি চালের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে ২ থেকে ৩ টাকা (প্রায় ৮ শতাংশ) বেড়েছে। মোটা ও সরু চালের দাম বেড়েছে ২ টাকা (প্রায় ৭ শতাংশ)। একটি সমীক্ষায় দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কাজনক চিত্র উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের ২ কোটি ৩৬ লাখ বা ২৬ শতাংশ মানুষ উচ্চমাত্রার খাদ্যসংকটে ভুগছেন। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব মানুষ বিপদে থাকতে পারেন। তাদের মধ্যে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তিন লাখ রোহিঙ্গাও রয়েছেন। এ অবস্থায় তীব্র খাদ্যসংকটে থাকা ১৬ লাখ মানুষের জন্য জরুরি খাদ্যসহায়তা দরকার। পুরান ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বেশিরভাগ এলাকায় কম দামে খাদ্যপণ্য কিনতে মানুষের ভিড় বাড়ছে। জাতিসংঘসহ বাংলাদেশে কাজ করা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর যৌথভাবে পরিচালিত 'সমন্বিত খাদ্যনিরাপত্তার পর্যায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ৭ নভেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। ২০ বছর ধরে এই জরিপ করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে দুই বছর ধরে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। খাদ্যনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে খাদ্যপণ্যের দাম ও কৃষি উপকরণের বিষয়টিকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত চালকলমালিক, ব্যবসায়ী, খাদ্যপণ্যের আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের সঙ্গে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কোনো সভা হয়নি। প্রতিবেদনে দেশের খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব মানুষের বেশিরভাগ বাস করেন চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা ও সিলেট বিভাগে। দেশের ৪০টি এলাকায় খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ৩৩টি এলাকার মানুষ সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন। জরিপে দেখা গেছে, ১৬ লাখ ৪৭ হাজার মানুষের জরুরি খাদ্যসহায়তা দরকার। খাদ্য নিয়ে সংকটময় অবস্থায় আছেন ২ কোটি ১৯ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ। আর ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১১ হাজার মানুষ চাপে আছেন। শুধু ৩ কোটি ৩৯ লাখ মানুষ পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন। ব্যাটারিচালিত রিক্সা ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান প্রধান সড়কে অবৈধ ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সার চলাচল বন্ধে বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। অভিযানে ৭৮টি অটোরিক্সা জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা রিকশাগুলো উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ১০ লাখ টাকা বিক্রি করে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ। প্রথমে রাজধানীর মিরপুরে শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামের সামনের প্রধান সড়কে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত চালানো এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ঢাকা উত্তর সিটির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব হাসান। ঢাকা উত্তর সিটির জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, অভিযানে ৭৮টি ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা এবং ওই রিকশাগুলোর মোট ৩১৫টি ব্যাটারি জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা রিকশা ও ব্যাটারি ১০ লাখ ৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। অভিযানের দায়িত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, বর্তমানে ঢাকা শহরের প্রধান সড়কে অবৈধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চলাচল অনেক বেড়ে গেছে। এই অবৈধ অটোরিকশা চলাচলের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনাও অনেক বেড়েছে। যানজট নিরসন ও সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত গত বছর ঢাকা মহানগরীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের ঘোষণা আসার পরে সেসব যানের চালকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিছুটা সহিংসও হয়ে ওঠে আন্দোলন। রাস্তা বন্ধ করে দাবি জানানোর কারণে একদিকে যানজট এবং অন্যদিকে যান-স্থবিরতার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ। সচেতন ঢাকাবাসীর মনে থাকার কথা চার বছর আগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়রও অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি ব্যাটারিচালিত রিকশা ঢাকার সড়কে চলতে দেবেন না বলে স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছিলেন। কালে কালে আমরা দেখছি যে, রিক্সার শহর ঢাকায় এখন অনেক রিকশা হাফ-মোটরবাইক হয়ে উঠেছে। আলাদাভাবে ব্যাটারিচালিত রিক্সাও চালু হয়েছে। এগুলোয় চড়লে ঝাঁকি বেশি লাগে। চালক গতি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও থেকে যায়। রিক্সা-ভ্যানসহ যেসব অযান্ত্রিক যানবাহনে মোটর-ব্যাটারি-ইঞ্জিন সংযোজন করে যান্ত্রিক বানানো হয়েছে, সেগুলো ডিএসসিসি এলাকায় পাওয়া গেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি চার বছর আগেই দেয়া হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, চার বছর আগে থেকেই ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের কার্যকর জোরালো উদ্যোগ নেওয়া হলে এতদিনে তা সফল হতে পারতো। ঢাকার একাংশও ভরে যেত না নতুন চেহারার অগণিত ব্যাটারিচালিত রিক্সায়। ওপেন সিক্রেট হলো– রাজধানীতে টোকেনের বিনিময়ে চলে ব্যাটারিচালিত রিকশা। এসব অবৈধ যান বন্ধ না হওয়ার পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অভিযোগ রয়েছে, এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে প্রভাবশালী দলের স্থানীয় নেতা, পুলিশ ও চাঁদাবাজরা যুক্ত। ব্যাটারিচালিত রিক্সার চালকরা বলছেন, তারা নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে টোকেন নিয়ে এসব যানবাহন চালাচ্ছেন। ঢাকার সড়কের নিরাপত্তা বাড়াতে, যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রার স্বার্থে অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করা জরুরি। ব্যাটারিবিহীন প্রচলিত রিক্সা চালানোর সুযোগ তো চালকদের রয়েছেই। তাই অবৈধ যানের জন্য যানের মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণই সমীচীন। যেসব গ্যারাজে এসব অবৈধ যান রাখা হয় সেগুলোর বিরুদ্ধেও অভিযান শুরু করা চাই।

জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার!

রাজু আহমেদ

সুযোগ সৃষ্টি হলেই জালেমকে তার জুলুমের শাস্তি বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি। অত্যাচারীর যারা সহচর-অনুচর তাদেরকেও বিচারের মুখোমুখি করে অপরাধের দণ্ড প্রদান করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরীহ-নিরপরাধকে ভুক্তভোগী করা যাবে না। একজন নির্দোষ মানুষও যদি ভুলে দণ্ড পায়, চাকুরি হারায় কিংবা অসম্মানিত হয় তবে সেটা নব্য জুলুমাত তৈরি করবে। এই জুলুমাত গোটা বিচারব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ না করলেও ভবিষ্যতে ন্যায়গতভাবে শাসককে শাস্তি ও কৈফিয়তের মুখোমুখি করার ক্ষেত্র তৈরি করে রেখে যাবে। আইন বলছে, শত অপরাধী মুক্তি পেলেও যাতে একজন নিরপরাধ সাজা না পায়। এর ব্যত্যয় ঘটলেই ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্গানকে যারা সক্রিয় রাখে সেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যখন যে সরকার আসে তাদের সাথে কাজ করতে হয়। সময়ের আবর্তনে সরকারি চাকুরিজীবীরা বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা সরকারের সাথে কাজ করতে বাধ্য হয়। এটা আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের কর্মকালে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে লীন হতে পারবে না। যারা এই শর্তের বেড়াজালের বিরোধিতা করে চাকরিবিধি লঙ্ঘনের মাধ্যমে কোন সরকারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে, নিজেদের আখের গুছিয়েছে এবং সহকর্মীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-প্রকাশ্য প্রভাব খাটিয়েছে, ওই সময়ের ক্ষমতাসীন সরকার যদি জুলুমবাজ হয় তবে, তারাও সেই অত্যাচারীদের দোসর-অংশ। তাদেরকে বিধি মোতাবেক দণ্ডে যা যা শাস্তি প্রাপ্য তা নিশ্চিত করা না গেলে বরং অপরাধের শিকড় থেকে যাবে। কিন্তু যারা কেবল দায়িত্ব পালন করেছে, দলান্ধ হয়ে চেয়ারে থাকেনি কিংবা অর্পিত কাজের বাইরে কোথাও নাক গলায়নি তাদেরকে যাতে কোন হেনস্তার শিকার করা না হয়। চাকুরিতে থেকে সরকারি কোনো সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা, বিরোধিতা করা কিংবা মেনে না চলা সরাসরি চাকুরি বিধির লঙ্ঘন। তবে যারা জুলুমবাজ সরকারের নজরে থাকতে, সান্নিধ্যে আসতে এবং আরও ক্ষমতাধর হতে বাড়াবাড়ি করেছে, আইন লঙ্ঘন করে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে ও নিয়েছে কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন না করলে রাস্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বেচ্ছাচারী হতে প্রেরণা পাবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরকে নজরদারিতে না রাখলে দুর্নীতি ম-অনিয়ম বাড়ে। জুলুম-অত্যাচারের সময়ে সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ, সুশীল ও শিক্ষিতরা চুপ থাকলে শাসকের দৌরাত্ম্য ও স্বৈরাচার গতি পায়। যা দেশের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ। একজন সাধারণ মানুষ, মুক্ত মানুষ কিংবা সরকার কাঠামোর বাইরের মানুষ যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে সেভাবে একজন বিধিবিধানের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সাধারণ এ সামান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী আওয়াজ তুলতে পারে না। চাকুরিজীবীকে একদিকে যেমন পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা বিবেচনা করতে হয় তেমনি সরকারে বিরোধিতা করে চাকুরি থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলে জীবনের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। শুধু কর্মে নিষ্ক্রিয় হয়ে আত্মভোলার ভূমিকায় কাটানো যায়। বিবেকবানরা এটাও পারে না। কেননা দলকানা বসের কাছে খবর গেলে হয়রানির শেষ থাকে না। জালেমে ও তার অংশীজনের শাস্তি হোক- এটা প্রত্যাশিত। তবে যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন আমলাতন্ত্রের সবাই তাদের অন্ধ অংশ হয়ে যায়- এটা ভুল ধারণা। বরং খুব সামান্যই জুলুমাতে নিমজ্জিত হয়। কেবল দোষীদের চিহ্নিত করে দণ্ড দিলে চেতনায় যারা ভণ্ড তাদের সবাই সোজা হয়ে যাবে। রাষ্ট্র সিস্টেম পাল্টাতে পারে কিন্তু কজন মানুষ পাল্টাতে পারবে? প্রায় সব মানুষের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যের রক্ত প্রবাহিত হয়! ধারণা প্রসূতভাবে কিংবা আন্তঃকোন্দলের সুযোগ নিয়ে কাউকে স্যাক করা, হয়রানি করা কিংবা অসম্মানিত করা ন্যায়ের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যও নিরপেক্ষতার শপথ থাকা জরুরি। যারা দলান্ধ, যারা দুর্নীতিবাজ কিংবা যারা অন্যায়ের প্রশ্রয়কারী তাদেরকে শাস্তি প্রদানকালে যদি কোন নীতিবান দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তবে সেটা অন্যায়, ঘোরতর অন্ধকার। অন্তবর্তীকালীন সরকার জাতিকে আলো দেখাতে এসেছে। এই সরকার হাজার প্রাণ ও লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে কেনা। আশা নয় বিশ্বাস, সংস্কারের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। স্বপ্নের ওমাথায় নতুন বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে। কেবল হাত বাড়িয়ে স্পর্শের অপেক্ষায়। জুলুমাত ঠেলে জাতিকে আলোতে নিতে হবে। তবে সেই উদ্যোগ যাতে নতুন অন্ধকারাচ্ছন্নের সুযোগ সৃষ্টি না করে- সচেতন থাকতে হবে। সরকার পাল্টানোর সাথে সাথে যারা দফতর, অধিদপ্তর কিংবা বিভিন্ন অফিসে বসে তারাও যাতে আরেক দলের প্রতি ভীষণরকম দুর্বল কেউ না হয়। দলান্ধতা যাতে তাদেরকে আবারও বিপথগামী না করে। সর্বত্রই নিরপেক্ষ, ন্যায়বান এবং যোগ্য লোক আছে। রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো সামলানোর লক্ষ্যে যোগ্য লোকের কাঁধে দায়িত্ব উঠুক। দক্ষ মানুষগুলো রাষ্ট্রকে পথ দেখাতে পারে। যত ভালো কাজ হোক, যত নিখুঁতভাবে হোক কিংবা যত নিরপেক্ষভাবে হোক তা নিয়ে এই দেশের অন্তত ৫ কোটি লোকের আপত্তি থাকবে। অবিসংবাদিত কিংবা সার্বজনীন বলে এদেশে কিছুই স্বীকৃতি পায়নি এবং পাবেও না। কেননা রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং ধর্ম ও ধর্মহীনতা এদেশে প্রবল। স্বার্থের উর্ধ্বে ভাবতে পারাদের সংখ্যা সামান্যই। প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে সর্বোচ্চ সততাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর নিশ্চয়তাও আদায় করতে হবে। অপরাধের সাথে জড়িত না থেকেও, অন্যায়কে মেনে না নিয়েও এবং অত্যাচারীর সাথে বন্ধুত্ব না পাতিয়েও কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হয়। একজন সৎ মানুষের সম্মান আল্লাহর আরশের খুঁটির সাথে জড়িয়ে থাকে। অনর্থক হয়রানি, অতীতের আক্রোশ মেটানোর জন্য কোন দায়িত্বশীলের দিকে অন্যায্য প্রশ্ন তোলা যাবে না। তবে কেউ যদি তার সীমার পরিধি লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে তাকে শিক্ষা না দিলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। যেটাও নীতি বিরুদ্ধ। যা ভবিষ্যতে নতুন নতুন অপরাধের সৃষ্টি করবে। সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিরপেক্ষভাবে, নির্মোহ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা যাতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো পালনে বাধ্য হয় সেজন্য জনপ্রশাসনের কিংবা সিস্টেমের যতটুকু সংস্কার দরকার তা সরকার নিশ্চিত করবে- এই আশাবাদ রাখছি।

লেখক: রাজু আহমেদ; কলাম লেখক

আফগানিস্তানে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হলো মৃত্যুদণ্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হত্যার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। পাখতিয়া প্রদেশের গার্দেজে স্টেডিয়ামে ভোর বেলায় এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে যা সুপ্রিম কোর্টের সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়। ইসলামে শাস্তিমূলক বিচার বা কিসাস'এর বিষয়টি উল্লেখ করে অভিযুক্ত হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের বিষয়ে প্রকাশ্যে কার্যকর করার কথা জানায় তালেবান কর্তৃপক্ষ। যে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ। প্রাদেশিক সরকার বলেছে অন্যান্যদের মধ্যে তালেবানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হাক্কানিসহ জনসাধারণ, বয়স্ক বেসামরিক লোকজন, বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং সামরিক কর্মকর্তারা এই প্রাণদণ্ডের বিষয়টি দেখেন। তবে কর্তৃপক্ষ আগত লোকজনদের ক্যামেরা কিংবা মোবাইল ফোন নিয়ে আসতে দেননি। মৃত্যুদণ্ডের শিকার হওয়া ওই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আয়াজ আসাদ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে তালেবান নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই প্রাণদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে তালেবানের শীর্ষ আদালত নির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন বন্দুকের গুলি ব্যবহার করে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সামাজিক মাধ্যমের ভিডিওতে দেখা যায় জনসাধারণ ঘটনাটি দেখতে স্পোর্টস স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছে। এক বিবৃতিতে তালেবান সরকার জানিয়েছে, এই মামলাটি নিবিড়ভাবে তিন পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ইসলামিক আমিরাতের সামরিক আদালত দ্বারা এবং তারপর এই প্রতিশোধমূলক বিচার বা কিসাসের আদেশ জারি করা হয়। ২০২১ সালের আগস্টে তালেবান আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর আফগানিস্তানে এটি ছিল হত্যায় অভিযুক্ত ষষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড। তারা এখন অপরাধমূলক বিচারের ব্যবস্থাটি করছে ইসলামিক আইন শারিয়ার মাধ্যমে। আগে বন্দুকের গুলির মাধ্যমে প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো। জাতিসংঘ এ ধরণের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, 'এটি জীবনের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি এবং নৃশংস অমানবিক এবং অবমাননামূলক আচরণ বা শাস্তি।' যদিও এ সত্ত্বেও আফগান নেতারা এই রকমের প্রাণদণ্ড দিয়ে আসছেন।

বোমাতঙ্কে কলকাতাগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতে বিমানে বোমা হামলার হুমকি যেন থামছেই না। এবার আকাশপথে সেবাদানকারী ভারতীয় সংস্থা ইন্ডিগোর একটি ফ্লাইটে বোমাতঙ্ক দেখা দিয়েছে। দেশটির মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আসার পথে ওই ফ্লাইটে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পরে বেশ তড়িঘড়ি ফ্লাইটটিকে ছত্তীসগঢ়রে রায়পুর বিমানবন্দরে নিয়ে অবতরণ করানো হয়। ফ্লাইটটিতে যাত্রী ও ক্রুসহ সবমিলিয়ে ১৯৩ জন আরোহী ছিলেন। জরুরি অবতরণের পর ওই বিমানটিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮৭ জন যাত্রী এবং ৬ ক্রু সদস্যসহ কলকাতাগামী ইন্ডিগোর একটি ফ্লাইট গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বোমা হুমকির পরে রায়পুর বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রায়পুরের সিনিয়র পুলিশ সুপার সন্তোষ সিং বলেছেন, নাগপুর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ওই বিমানটির বিষয়ে পুলিশ ফোন কল পাওয়ার পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে রায়পুরের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। পরে বিমানটি সকাল ৯ টার পরে ছত্তীসগঢ়ের রাজধানী রায়পুরের বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এদিকে জরুরি অবতরণের পর বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য বিমানটিকে তাৎক্ষণিকভাবে বিচ্ছিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় বলে ওই কর্মকর্তা বলেছেন। তিনি বলেন, কারিগরি কর্মীদের পাশাপাশি বোম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা বিমানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, রায়পুর বিমানবন্দরের একটি নিরাপদ জায়গায় বিমানটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিমানে থাকা যাত্রীদের নামিয়ে চলছে তল্লাশি। যদিও এখনও পর্যন্ত বিমানের ভেতর থেকে কোনও বিস্ফোরক পদার্থ বা রহস্যজনক বস্তুর সন্ধান মেলেনি। তবে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষী এবং বোম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা। রায়পুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কিরণ রাঠৌর জানিয়েছেন, সত্যিই বিমানের ভেতর বিস্ফোরক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহে ধারাবাহিক ভাবে একাধিক ভারতীয় বিমান সংস্থার কাছে বোমা হামলার হুমকি পাঠানো হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট তো বটেই, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটেও ছড়ানো হচ্ছে হুমকিবার্তা। গত দু'সপ্তাহে পাঁচ শতাধিক ফ্লাইটে বোমা থাকার হুমকির তথ্য ছড়িয়েছে।

ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের জন্য ট্রাম্পের বিশেষ দূত নিয়োগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনে যুদ্ধের অবসান এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি সংলাপ শুরু করার জন্য ইউক্রেন বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন টিভি চ্যানেল ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ''আপনার শিগগিরই ইউক্রেন বিষয়ক একজন জ্যেষ্ঠ বিশেষ দূতকে দেখতে পাবেন; এমন একজন, যার ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি। তার মূল দায়িত্ব হবে এই যুদ্ধের একটি সমাধান খোঁজা এবং (রাশিয়া ও ইউক্রেন) উভয়পক্ষকে শান্তি সংলাপের টেবিলে নিয়ে আসা।'' গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছেন ট্রাম্প, যিনি ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন ট্রাম্প। তবে নির্বাচনে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই তার নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসনের বিভিন্ন পদ ও দায়িত্বে যারা থাকবেন তাদের নাম ঘোষণা করছেন তিনি। ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূতের নামও প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তবে নতুন মার্কিন প্রশাসনে কে ইউক্রেন বিষয়ক বিশেষ দূত হতে যাচ্ছেন ফক্স নিউজের সাক্ষাৎকারে সে সম্পর্কিত কোনো ইঙ্গিত দেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান না করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য তদবিরের জেরে কয়েক বছর টানাপোড়েনের পর গত ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী, যা এখনও চলছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন নিজে এই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ অভিযানে গত প্রায় তিন বছরে উভয়পক্ষের হাজার হাজার সামরিক-বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন। ২০২৩ সালে মস্কো একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছে যে কিয়েভ শান্তি সংলাপে আসলে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান বন্ধ করবে রুশ বাহিনী; কিন্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে পুতিনের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের সঙ্গে কোনো প্রকার সংলাপে যাবে না কিয়েভ। এই মর্মে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রিও জারি করেছেন তিনি। এদিকে ইউক্রেনে যখন অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা জো বাইডেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাঁধার পর বাইডেন প্রশাসন দ্ব্যর্থহীনভাবে ইউক্রেনের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত শত নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ইউক্রেনে কোটি কোটি ডলার সহায়তা প্রদান করতে থাকে।

বাবার মারধরে প্রাণ হারায় শিশু সারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শিশু ১০ বছর বয়সি সারা শরীফকে হত্যার দায়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে তার বাবা উরফান শরীফ। ১ বছরের বেশি সময় তদন্তের পর এবার নিজ সন্তানকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি দাবি করেছেন, হত্যা বা গুরুতর ক্ষতি করার তার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি এও জানিয়েছেন, যখন সারা মারা যাচ্ছিল তখনও তিনি খারাপভাবে মারধর করেছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। এর আগে সেন্ট্রাল লন্ডনের ওল্ড বেইলি আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়, উরফান শরীফ এর আগে সারার সৎ মা বাতুলকে এই হত্যার পেছনে দোষারোপ করেছিলেন। তার ভাষ্য, সারাকে হত্যার হত্যার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন তার স্ত্রী। তবে গত বুধবার বাতুলের আইনজীবীর জিজ্ঞাসাবাদের উরফান জানিয়েছেন, 'যা ঘটেছে তার জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায় নিয়েছেন। তবে সারাকে আঘাত করার উদ্দেশ্য তার ছিল না।' তিনি সারাকে মারধর করে হত্যা করেছেন কিনা জানতে চাইলে উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, সে আমার কারণে মারা গেছে'। তিনি সারার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে একাধিক ফ্র্যাকচারের কারণও স্বীকার করেছেন।

স্পেনে আবার বন্যা সতর্কতা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্পেনে ফের বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর বন্যার সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। গত বুধবার স্পেনের তিনটি প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষকে আশ্রয়শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই দেশটির ভ্যালেন্সিয়ায় ফ্লাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। তাতে অন্তত ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এবার যাতে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে, তা নিয়ে প্রথম থেকেই সজাগ রয়েছে প্রশাসন। স্পেনের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের নাম এইএমইটি। গত বুধবার তারা জানিয়েছে, মালাগা, গ্রানাডা, নর্দার্ন ক্যাস্টেলন এবং তারাগোনায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভ্যালেন্সিয়া উপকূলবর্তী অঞ্চলেও নতুন করে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। আগামী ১২ ঘণ্টায় এই এলাকাগুলোতে ১৮০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রানাডার দক্ষিণে ৪০ থেকে ১২০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। তবে সব জায়গাতেই আজ শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। আবহাওয়া দপ্তর সতর্কবার্তা জারি করার পরেই এসব এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে আর যাতে কোনোভাবেই প্রাণ সংশয় না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এদিকে মালাগায় টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টির জন্য তাও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে যে ছবি দেখানো হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ইতোমধ্যেই রাস্তাঘাটে পানি জমতে শুরু করেছে। কোনো কোনো জায়গায় গাড়িতে পানি ঢুকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। রাস্তাঘাটও পানিতে তলিয়ে গেছে। গত সোমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যানচেজ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিন দশমিক সাত ছয় বিলিয়ন ইউরোর প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। দুই সপ্তাহ আগে যে ভয়াবহ দুর্যোগ হয়েছে, তার জন্যই এই ঘোষণা। আর তারই মধ্যে নতুন করে দুর্যোগ নেমে এলো স্পেনে।

জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো ব্রাজিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রাজিলের রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত বুধবার সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। যে স্থানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি সংসদ এবং প্রেসিডেন্টের কার্যালয় অবস্থিত।

ঘটনাস্থল থেকে সুপ্রিম কোর্ট মাত্র কয়েক ধাপ দূরে। ব্রাসিলিয়ার ডেপুটি গভর্নর বলেছেন, এক ব্যক্তি আদালতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেয়া হয়। আর তখনই এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

শেষবারের মতো বৈঠকে বসছেন বাইডেন-জিনপিং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পেরুতে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামীকাল শনিবার এই সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বাইডেন প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তারা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্ভাব্য আরও বেশি সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে বেইজিং। এরমধ্যেই এই সাক্ষাতের খবরটি এলো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান সাংবাদিকদের বলেছেন, পেরুর লিমায় এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন ফোরামের পাশাপাশি ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যকার উত্তেজনা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন দুই নেতা। এপ্রিলে বাইডেন ও শি'র ফোনে কথোপকথনের পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাইওয়ান থেকে শুরু করে দক্ষিণ চীন সাগর ও রাশিয়া পর্যন্ত উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করেছেন দুই নেতা। একইসঙ্গে মার্কিন ওষুধের ওভারডোজের প্রধান কারণ ফেন্টানিলের উপাদানের প্রবাহ রোধ করতে আরও চীনা সহায়তার দাবি

জানিয়েছে আমেরিকা। সুলিভান বলেছেন, আলোচনায় বাইডেন চীনা সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে কথা বলবেন যেটি সম্প্রতি বিশিষ্ট মার্কিন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত টেলিযোগাযোগ হ্যাক করেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ ও রাশিয়ায় ১০ হাজার উত্তর কোরীয় সেনার উপস্থিতি নিয়ে ইউক্রেনের পক্ষে চীনা সমর্থনও বাড়াবেন বাইডেন। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসকে মন্তব্যের অনুরোধ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও জবাব পায়নি রয়টার্স।

বিনোদন

নাহিদের পাশে দাঁড়ালেন সালমান মুক্তাদির-আরজে কিবরিয়া

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামকে নিয়ে 'অপপ্রচার' চালানো হচ্ছে। যার শুরুটা মূলত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির (এনআইবি) মহাপরিচালক পদের নিয়োগপত্রে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের সুপারিশসহ সই করা একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। যে বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অসত্য বলে দাবি করেন নাহিদ। একইসঙ্গে এসব বানোয়াট তথ্য ছড়িয়ে তাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) চলমান হল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যেখানেও নাহিদ ইসলামকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'সব শালারা বাটপার, আর্মি হবে ঠিকাদার' বলে স্লোগান দিচ্ছেন। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে সচিবালয়ের সামনে ছিলেন উপদেষ্টা নাহিদ। শিক্ষার্থীরা জানান, এই স্লোগান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই দিয়ে আসছিলেন। মূলত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে উদ্দেশ্য করে এই স্লোগান দেওয়া হয়েছে। নাহিদ ইসলামকে উদ্দেশ্য করে নয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে একশ্রেণির মানুষ যখন নাহিদকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন তখন তার পাশে দাঁড়িয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক, বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীসহ শোবিজাঙ্গনের তারকারা। গত মঙ্গলবার রাত থেকেই 'উই আর নাহিদ' (আমরাই নাহিদ) হ্যাশট্যাগে ছেয়ে গেছে ফেসবুক। লাল ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর #WeAreNahid লিখে নাহিদ ইসলামের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিচ্ছেন তারা। নাহিদকে সমর্থন করে আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ আন্দোলনের সময় নাহিদের ওপর নির্যাতনের দুটি স্থিরচিত্র তুলে ধরে ফেসবুকে লিখেছেন, 'গত ১৬ বছরে বাংলাদেশের অবস্থা এমনই। যারা হাসিনার পুনর্বাসন প্রকল্পকে সমর্থন করে তারা দেশকে সেই একই পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে আনবে: রক্তপাত, গুম, খুন এবং আরও অনেক কিছু। হাসিনার শাসনের পুনর্বাসনকে সমর্থন করলে শেষ পর্যন্ত একই ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে।' হাসনাত আবদুল্লাহর সেই পোস্ট শেয়ার দিয়ে অভিনেতা সালমান মুক্তাদির লিখেছেন, 'এই যে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারছো, অভিযোগ করতে পারছো, নিজের প্রোফাইল থেকে সব শেয়ার করতে পারছো! প্রশ্ন করতে পারছো। এটা ভুলে যেও না। জীবনের কোনো দিন পার নাই। এই প্রথম পারছো ভুলে যেও না।' তিনি আরও লেখেন, 'অভিযোগ কর, অবশ্যই করবে। কেন করবে না। কিন্তু তুমি এই বিপ্লবকে কোনো দিন ইগনোর করতে পারবে না। অস্বীকার করতে পারবে না। সত্যি বলতে আমি নাহিদকে চিনিও না, জানিও না। কিন্তু আমি খুব ভালো করে জানি আমি অথবা আমরা কয়েক শ মানুষ এখনও বেঁচে আছি ওদের মতো মানুষের ত্যাগের জন্য। তাদের ছাড়া আমাদের অর্ধেকও থাকত না এখন। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।' নাহিদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় আরজে ও উপস্থাপক গোলাম কিবরিয়া সরকার। 'উই আর নাহিদ' হ্যাশট্যাগে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, 'এই ছেলেরা গুলির মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল বলে আজকে এত সাহস নিয়ে 'সব শালারা বাটপার' বলতে পারেন মিছিলে, সোশ্যাল মিডিয়াতে। যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারেন কমেন্ট সেকশনে।' 'এই নাহিদরাই আমদের হিরো। জঞ্জালে ভরা এই দেশ এত সহজে বদলাবে না জেনেও এরা নিজের জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে। হিসাব নিকাশের সময় এখনো আসেনি। এদের কাজ করতে দেন।' যোগ করেন কিবরিয়া।

কাস্টিং কাউচ নিয়ে মুখ খুললেন রাশমি দেশাই

বিনোদন ডেস্ক : চাকচিক্য, আভিজাত্য, যশ, খ্যাতি- কি নেই বলিউডে! বিশ্ব বিনোদন অঙ্গনে হলিউডের পরই অবস্থান বলিউডের। বলিউড তারকাদের পরিচিতি বিশ্বজুড়ে। বলিউডের সিনেমার কদর পুরো দুনিয়াব্যাপী। তাই উপমহাদেশীয় অঞ্চলে প্রতিটি অভিনয়শিল্পীর একটাই স্বপ্ন, বলিউডের সাম্রাজ্যে নিজের পা রাখা। তবে এই চাকচিক্যের জগতের পাশাপাশি বলিউডের অজানা কিছু কালো অন্ধকার দিক রয়েছে, যা সচরাচর প্রকাশ্যে আসে না। এই ইন্ডাস্ট্রিতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা লোকলজ্জার ভয়ে আড়ালেই থেকে যায়। যার মধ্যে একটি হলো কাস্টিং কাউচ অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে কুপ্রস্তাব দেওয়া। বেশ কিছুদিন ধরেই বি-টাউন সরগরম পর্দায় অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার নামে যৌন হয়রানির একাধিক ঘটনা প্রকাশ্যে আসায়। বহু তারকা বিনোদন দুনিয়ায় কাস্টিং কাউচের কথা সামনে এনেছেন। এবার কাস্টিং কাউচ নিয়ে বোমা ফাটালেন টিভি অভিনেত্রী রেশমি দেশাই। তিনি জানালেন, কীভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার সঙ্গে অন্যায়ভাবে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

হিন্দি টেলি দুনিয়ার জনপ্রিয় নাম রেশমি দেশাই। বিগ বসেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনিই জানালেন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

উপদেষ্টা ফারুকীকে নিয়ে যা বললেন তমা মির্জা

বিনোদন ডেস্ক : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট দেশ ছাড়েন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলনের শুরু থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণভাবে সক্রিয় ছিলেন নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরও সেই ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখেন। কয়েক দিন আগে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। বলা যায়, ফারুকী যেমন অনেকটা চমক দেখিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে জায়গা নিয়েছেন, সঙ্গে শিল্পীদের দিক থেকে বাড়িয়েছেন প্রত্যাশাও। দেশের শোবিজ অঙ্গন থেকে একের পর এক উষ্ণ বার্তা পেয়ে যাচ্ছেন ফারুকী। বিভিন্ন নাট্যাভিনেতা, চলচ্চিত্রশিল্পী ও পরিচালকেরাও ফারুকীর এই নতুন যাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দিনশেষে তাদের আশার সঞ্চার এই যে, অন্তত এবার ভালো কিছু হবে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এই নির্মাতা বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষের যেমন শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে নিয়ে নানা ধরনের চর্চাও চলছে। এরই মাঝে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে নিয়ে ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে মতামত জানালেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত 'সুড়ঙ্গ'খ্যাত অভিনেত্রী তমা মির্জা। আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকীকে অভিনন্দন জানিয়ে তমা বলেছেন, 'আমার মনে হয়, বিনোদন দুনিয়ার কোনও ব্যক্তি যদি বিষয়টি বোঝেন, তা হলে তিনি যোগ দিতেই পারেন। সেই জায়গা থেকে ফারুকী ভাই উপযুক্ত ব্যক্তি।' সরকারের কাছে ফারুকী তাদের ভাল-মন্দ তুলে ধরবেন বলেও আশা করেন অভিনেত্রী।

২৯ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে 'ভয়াল'

বিনোদন ডেস্ক : আগামী ২৯ নভেম্বর মুক্তি পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন থেকে 'এ' গ্রেডে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র 'ভয়াল'। চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন বিপ্লব হায়দার। গত মঙ্গলবার সিনেমাটির মুক্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলন ও টিজার উন্মোচনের অনুষ্ঠান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিনেক্রাফ্‌ট ক্রিয়েশনসয়ের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন শাহ আলম, চলচ্চিত্র পরিচালক বিপ্লব হায়দার, প্রযোজক আশিকুর রহমান, অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ, অভিনেত্রী আইশা খান, গোলাম ফরিদা ছন্দাসহ অন্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা। সিনেক্রাফট ক্রিয়েশনসের ব্যানারে নির্মিত 'ভয়াল' চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন তরুণ প্রযোজক আশিকুর রহমান। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ, আইশা খান, গোলাম ফরিদা ছন্দা, লুৎফর রহমান জর্জ, ম্যাক বাদশা, পারভেজ সুমন, ইকবালসহ অনেকেই।

সিনেমা প্রসঙ্গে ইরফান সাজ্জাদ বলেন, ''ভিন্নধর্মী গল্প। যদিও 'এ' গ্রেড তকমা পেয়েছে। তবে সিনেমার বার্তাটি খুবই ইউনিক। চলচ্চিত্রটি যারা দেখবেন, ভিন্ন রকম স্বাদ পাবেন। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সিনেমা অন্য রকম একটা অবস্থান তৈরি করছে। সে জায়গা থেকে আমারও মনে হয়, 'ভয়াল' একটা ভালো প্রভাব ফেলবে দর্শকমহলে।' অভিনেত্রী আইশা খান বলেন, '''ভয়াল' সিনেমায় এক গ্রামীণ কিশোরীর চরিত্রে অভিনয় করেছি। পাহাড়ি পটভূমিতে নির্মাণ হয়েছে। পুরো ইউনিট অনেক কষ্ট করেছি। প্রেম, ভালোবাসা, যন্ত্রণা পর্দায় সবই ফুটে উঠেছে, আশা করি দর্শকদের ভালো লাগবে।'' গোলাম ফরিদা ছন্দা বলেন, ''প্রেম, রোমাঞ্চকর গল্পের সঙ্গে 'ভয়াল' সিনেমায় মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের ভালোবাসাও ফুটে উঠেছে। পুরো পরিবার নিয়ে দর্শকদের সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ রইল। এতে বিনোদনের পাশাপাশি শেখার অনেক কিছু আছে।

জানুয়ারিতে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন ডেস্ক : আগামী বছরের ১১ জানুয়ারি শুরু হবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এটি উৎসবের ২৩তম আসর। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে প্রতিবছর বসে উৎসবটির নতুন আসর। এবারও একই উদ্যোগে বসতে যাচ্ছে আসর। এরই মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের চলচ্চিত্র বাছাই সম্পন্ন হয়েছে, বাকিগুলোর বাছাই প্রক্রিয়াও চলমান। গত বুধবার উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক কিছু বিবেচনা করতে হচ্ছে। বিদ্যা বালান, কঙ্কনা সেন শর্মার মতো তারকার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে এদিকটায় সংযত হতে হচ্ছে।

সুকেশকাণ্ডে ফের আলোচনায় জ্যাকুলিন

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের সঙ্গে সুকেশ চন্দ্রশেখরকে নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। এবার অভিনেত্রীর আইনজীবী দিল্লি হাইকোর্টে নতুন দাবি তুলেছেন। তিনি আদালতকে বলেছেন, জ্যাকুলিন যে উপহারগুলো পেয়েছিলেন সেগুলোর অবৈধ উৎস সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি জানতেন নাড় এই উপহারগুলো ২০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলার অংশ, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুকেশ চন্দ্রশেখর নামে একজন প্রতারক। গত বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে এই মানি লন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত একটি অংশ শোনানো হয়, যেখানে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ তার বিরুদ্ধে দায়ের করা চার্জশিট চ্যালেঞ্জ করেছেন। তার আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবী সিদ্ধার্থ আগরওয়াল, প্রশান্ত পাটিল ও শক্তি পান্ডে জানিয়েছেনড় জ্যাকুলিন জানতেন না যে, এই উপহারগুলো অপরাধমূলক অর্থ থেকে এসেছে। এদিন শুনানির সময় বিচারক অনীশ দয়াল প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কী উপহার পাওয়ার উৎস জানার কোনো দায়িত্ব আছে? এ নিয়ে আইনজীবী আগরওয়াল বলেন, জ্যাকুলিন জানতেন না যে, সুকেশ চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলো একটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের টাকা থেকে এসেছে। তিনি দাবি করেন, অবৈধ কিছু ঘটেনি এবং এটা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। জ্যাকুলিনের আইনজীবীরা আরও বলেন, যখন তিনি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে সংবাদপত্রে সুকেশ চন্দ্রশেখরের সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পড়েছিলেন, তখনই তিনি তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তবে তিনি জানতেন না যে, সুকেশের কাছ থেকে পাওয়া উপহারগুলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল। এদিকে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) দাবি করেছে যে, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনটি যাচাই করেননি এবং সুকেশ চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেছিলেন। তবে তার আইনজীবীরা বলেছেনড় তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে সুকেশ চন্দ্রশেখর রাজনৈতিক শক্তি এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাড় এমনকি তিনি গৃহীত কলগুলো মন্ত্রিপরিষদের অফিস থেকে পেতেন।

গাছে পাকা পাহাড়ি কমলা বাগানির কাছ থেকে কিনে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী। দেওয়ান পাড়া, রাঙামাটি,

ইবিতে মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

ইবি, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানবিক সমাজ' প্রতিষ্ঠায় কাজ করা সংগঠন "মোরাল প্যারেন্টিং পরিবার"-এর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংলগ্ন এলাকা, জিমনেসিয়াম এবং মেডিকেল সেন্টারের আশেপাশে বৃক্ষরোপণ করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের 'ক্যাম্পাস গার্ডিয়ান' অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার অধিকারী এবং মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত সদস্যরা এই উদ্যোগকে আনন্দময় ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের সদস্যরা জানান, "প্রতিবছর ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি জায়গার সবুজায়ন ঘটানোর পরিকল্পনা করেছে মোরাল প্যারেন্টিং পরিবার। এই সংগঠনটি মূলত একটি ট্রাস্ট, যা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সারা বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে হাজারেরও বেশি।"
তারা জানান, "মোরাল প্যারেন্টিং শুধুমাত্র একটি আর্থিক সহযোগিতামূলক ট্রাস্ট নয়; এটি শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়ন, সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ, বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির সহায়তা এবং নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী। ড. মাহবুবুর রহমান এবং মোরাল প্যারেন্টিং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মিলিত প্রচেষ্টায় এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে।"

পুলিশ কর্মকর্তাকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নেয়ার অভিযোগ

বরিশাল প্রতিবেদক : বরিশালের কর্মস্থল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত তার কোন খোঁজ না পেয়ে চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছেন পুলিশ কর্মকর্তার পরিবার। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে আলেপ উদ্দিনের স্ত্রী ওয়াফা নুসরাত সাংবাদিকদের কাছে বলেন, গত মঙ্গলবার দুপুরে আলেপ উদ্দিনকে বরিশালের তার নিজ কর্মস্থল থেকে তুলে নেওয়ার সময় তাকে ফোন করে পুলিশ কর্মকর্তা বলেছিলেন, বরিশালের ডিবি তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। নুসরাত আরও বলেন, আমার জানামতে আলেপ উদ্দিনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। তারপরেও কেন তাকে তুলে নিয়ে গেছে, কোথায় রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানতে পারছেন না। ফলে পুরো পরিবার উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। বরিশাল জেলা পুলিশ সুপার মো. বেলায়েত হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, আলেপ উদ্দিনকে তুলে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাকে ঢাকার ডিবি কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ডেকে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে ঢাকার উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা বলতে পারবেন। এ বিষয়ে জানতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মুখপাত্র, গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই। আলেপ উদ্দিনের স্ত্রী ওয়াফা নুসরাত জানান, আলেপ উদ্দিন পুলিশের ৩১তম বিসিএস কর্মকর্তা। তিনি বরিশাল রেঞ্জে সংযুক্ত ছিলেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় তিনি পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) কর্মরত ছিলেন। আন্দোলনের সময় কোনো আভিযানিক দলে বা মাঠে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ছিলেন না

হোসেনপুরে কৃষি প্রণোদনায় উৎপাদনে আগ্রহ বাড়ছে চাষীদের

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কৃষকদের হাতে হাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাতের বীজের প্যাকেট। কারো হাতে সরিষা,কারো হাতে সূর্যমুখী আবার কারো হাতে ভুট্টার বীজের প্যাকেট! মুখে হাসি নিয়ে কৃষি অফিস থেকে বের হচ্ছেন কৃষকরা। এ চিত্র দেখা গেছে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার এসব বীজ ও সার পেয়ে উৎপাদন বাড়াতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন এ উপজেলার কৃষকরা। জানা গেছে,বাজারে শীতকালীন শস্যবীজের চাহিদা বাড়লেও সাম্প্রতিক বন্যা ও নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতায় ঊর্ধ্বমুখী প্রায় সব ধরনের শস্যজাতীয় বীজপণ্যের দাম। এতে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কৃষি অফিসের বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ তাদের জন্য যেন আশীর্বাদ। এছাড়াও নানা সমস্যার কারণ দেখিয়ে যেসব জমি কৃষকরা অনাবাদি রেখে দিত,বিনামূল্যে সার ও বীজ পেয়ে সেসব জমিতে ফসল উৎপাদন করে সফলতা পেয়েছে কৃষকরা। এক ফসলি জমিকে দ্বিফসলি এবং দ্বিফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। বাড়ছে খাদ্য উৎপাদন। স্থানীয় কৃষি অফিস সুত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা,সূর্যমূখী,চীনা বাদাম,শীত কালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় হোসেনপুর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর এলাকার ১ হাজার ৩৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রতি জন কৃষক ১০ কেজি ডিএপি,১০ কেজি করে এমওপি ও এক বিঘা জমির বীজ বিতরণ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় গত সোমবার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য মন্ডল কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ উদ্বোধন করেন। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিভিন্ন জাতের বীজ ও সার বিতরণ করা হচ্ছে। হোসেনপুর উপজেলার প্রণোদনার তালিকাভুক্ত চাষীরা জানান,সরকার প্রণোদনা দেয়ায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ ও সার তাদের কেনা লাগছে না।এতে তারা বেশি বেশি ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছেন। ধুলজুরী গ্রামের কৃষক দ্বীন ইসলাম বলেন, প্রতি বছরই কৃষি অফিস থেকে প্রণোদনা হিসেবে সার ও বিভিন্ন জাতের বীজ বিতরণ করা হয়? আমাদের বাড়তি টাকা খরচ করতে হয় না? ফলে অল্প পুঁজিতে শাকসবজি উৎপাদন করে আমরা অধিক লাভবান হতে পারি। আরেক কৃষক কাইয়ুম মিয়া বলেন,আমন ধান ঘরে তোলার প্রস্তুতি চলছে ? আমন ধান ঘরে তোলার পর জমিগুলো এভাবেই খালি পড়ে থাকতো। কৃষি অফিস থেকে বিনামূল্যে সরিষার বীজ ও সার পাওয়ায় এবার সরিষা আবাদ করবো। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সুরাইয়া নাজনীন বলেন,মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত করে এসব সার ও বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। বিনামূল্যে পাওয়া প্রণোদনার বীজ ও সার কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা একেএম শাহজাহান কবির বলেন,কৃষি প্রণোদনা পেয়ে এ উপজেলার কৃষকরা ধানসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে আরো বেশি উৎসাহিত হচ্ছেন।প্রণোদনা পাওয়ায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমছে। অপরদিকে বাড়ছে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন প্রকার ফসলের উৎপাদন।সরকারের এই উদ্যোগকে কৃষকরা স্বাগত জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

চিরিরবন্দরে নমুনা শস্য কর্তন উদ্বোধন

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে নমুনা শস্য কর্তন উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টায় উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের আয়োজনে আব্দুলপুর ইউনিয়নের জনৈক মাজেদুর রহমানের ধান ক্ষেতে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় ২ একর প্রদর্শনীর ধান ক্রপ কাটিং এর উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জোহরা সুলতানা শারমিন। উদ্বোধনের পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন ব্রি-ধান ১০৩ স্বল্প জীবনকালীন রোপা ধানের সবচেয়ে আধুনিক জাত। এ ধান চাষ করেই সহজে সরিষা বা আলু আবাদ করা যায়। এ চিকন ধান গাছ লম্বা হলেও অল্প বাতাসে হেলে পড়েনা। প্রতি হেক্টরে এর ফলন হয় ৬ থেকে ৭ মেঃটন। কৃষকগণ বর্তমানে এ ধান চাষে বেশ আগ্রহী। এসময় চিরিরবন্দর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ উল আলম, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা ফয়েজ হাসান, খাদেমুল ইসলাম, লাবনী আকতার, মিনহাজুল ইসলাম নবাব, রত্নাকর রায়, রহমত আলী, দীনেশ চন্দ্র রায়সহ কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তালতলী শুভসন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতে রাস মেলা

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীর নিশানবাড়ীয়ার শুভ সন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতে আজ শুক্রবার দিনব্যাপী চলবে রাস মেলা। রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ তালতলী শাখার আয়োজনে এ রাস মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে ওঠা উপজেলার নিশানবাড়ীয়ার শুভ সন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতের প্রায় ২ কিলোমিটার চর জুড়ে রয়েছে ঝাউবাগান। সফর সঙ্গী নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মন হারিয়ে যায় যে বাগানে। আর ওই চর থেকে দেখা যায় সূর্যাস্তের নয়নাভিরাম দৃশ্য। এ সৈকতে রাস পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নান ও রাস মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শত শত পূন্যার্থীরা স্নান উৎসবে অংশ গ্রহন করবেন। গঙ্গা স্নান ও রাস মেলা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন না করলে আপনার জীবনের একটি অধ্যায় বাকী রয়ে যাবে। আয়োজন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু রতন কুমার বলেন, শুভসন্ধ্যা সমুদ্র সৈকতে রাস পূর্ণিমায় গঙ্গা স্নান ও রাস মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে।

নড়াইল ব্লাড ব্যাংকের স্বেচ্ছাসেবী মিলনমেলা

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইল জেলা ব্লাড ব্যাংকের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবীদের মিলনমেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে লোহাগড়া উপজেলার নিরিবিলি পিকনিক স্পট মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন-জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান। লোহাগড়া সরকারি আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী ইবনে হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন-লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মিঠুন মৈত্র, জেলা শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাফিদ মাহবুব আহমাদ, নবগঙ্গা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন মোল্যা, লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হায়াতুজ্জামান হায়াত, কলেজ শিক্ষক আব্দুল আলিমসহ ব্লাড ব্যাংকের সদস্যরা। বক্তারা জানান, নড়াইল জেলা ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবাইকে বিনামূল্যে রক্তদান করে যাচ্ছে। নড়াইল ছাড়াও এ সংগঠনের সদস্য ঢাকা, যশোর, গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় রয়েছে।

বরিশালে ঘের থেকে মাছ লুটের অভিযোগ

বরিশাল প্রতিবেদক : রাতের আঁধারে প্রায় অর্ধশত লোকজন নিয়ে এক মাছ চাষীর লিজকৃত মাছের ঘের থেকে প্রায় দুই লাখ টাকা মূল্যের মাছ লুটের অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি জেলার গৌরনদী উপজেলার উত্তর চাঁদশী গ্রামের। ওই গ্রামের বাসিন্দা মৎস্য চাষী মো. মনিরুজ্জামান অভিযোগ করে বলেন, একই গ্রামের ইসমাইল সরদারের ছেলে নজরুল ইসলাম ও সিরাজ সরদারের কাছ থেকে তাদের সু-বিশাল দিঘী লিজ নিয়ে প্রায় সাত বছর ধরে তিনি মাছ চাষ করে আসছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত বুধবার দিবাগত রাতে চাঁদশী গ্রামের বাসিন্দা মৃত গোলাম হোসেন মাষ্টারের ছেলে মাসুম সরদার তার সহযোগিদের নিয়ে ওই মাছের ঘেরের প্রায় দুই লাখ টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়।
খবর পেয়ে তিনি (মনিরুজ্জামান) ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাসুম ও তার লোকজনদের বাঁধা প্রদান করায় তাকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। থানায় লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী মডেল থানার এসআই মো. ইকবাল হোসাইন খান বলেন, অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চাঁদপুরে মেধাবী শিক্ষার্থীরা পেল শিক্ষাবৃত্তি

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে 'উপজেলা প্রশাসন শিক্ষা বৃত্তি-২০২৪' প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা মিলনায়তনে ১৯জন শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষাবৃত্তির নগদ অর্থ ও সনদপত্র তুলেদেন প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। জেলা প্রশাসক উপস্থিত মেধামী শিক্ষার্থীদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দিক নির্দেশনা ও পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাখাওয়াত জামিল সৈকত। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল এমরান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রাণ কৃষ্ণ দেবনাথ। সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ভব রঞ্জন দাস, উপজেরা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজর সুমন কুমার দাসসহ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯জন শিক্ষার্থীকে ১০ হাজার টাকা করে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন

বোরহানউদ্দিন, ভোলা প্রতিনিধি : শীতের আগমনী বার্তা ও হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে ক্রীড়া শক্তি, ক্রীড়াই বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল্ এই শ্লোগান কে সামনে রেখে উৎসব মুখর পরিবেশে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় এই প্রথমওআরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২৪ এর প্রথম আসরের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ৩ টায় পৌর শহরের বোরহানউদ্দিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বোরহানউদ্দিন টাইটান স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। মোট ৪ টি দল টুর্নামেন্ট অংশ গ্রহণ করেন বোরহানউদ্দিন টাইগার্স,বোরহানউদ্দিন প্যানথারস বোরহানউদ্দিন কিংস, বোরহানউদ্দিন ওয়ারিয়র্স। উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করে বোরহানউদ্দিন প্যানথারস ও বোরহানউদ্দিন কিংস = বিকাল ৩টায় বোরহানউদ্দিন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রধান উদ্রোদক হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বোরহানউদ্দিন উপজেলা বিএনপির প্রধান নির্বাহী সদস্য যুব আইকন ব্যারিষ্টার মারুফ ইব্রাহিম আকাশ। এসময় তিনি খেলোয়াড়দের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ব্যারিস্টার মারুফ ইব্রাহিম আকাশ বলেন- মাদকের ভয়াবহতা থেকে বোরহানউদ্দিন উপজেলার পৌর শহরের যুব সমাজকে দূরে সড়িয়ে রাখতে এবং দর্শকদের বিনোদন দিতেই মূলত এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। মাঠে থাকা উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্য বলেন- সবাই যার যার এলাকায় খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করে যুবসমাজকে খেলার প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন। এসময় তিনি এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আতিফ আসলাম রুবেল কে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাডভোকেট কাজী আজম, যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল আলম নাসিম কাজী, যুগ্ম আহ্বায়ক মনজুরুল আলম ফিরোজ কাজী, পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান কবির মিয়া, সহ সভাপতি আঃ রব হাওলাদার, সহ সভাপতি বশির আহম্মেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন বাচ্চু, ইউসুফ বাচ্চু, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাইজুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শিহাব হাওলাদার, সদস্য সচিব জসিমউদ্দিন খাঁন,যুগ্ম আহ্বায়ক ফকরুল ইসলাম মিঠু, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান শাহিন, যুগ্ম আহ্বায়ক কবির নক্তি, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হেলাল মুন্সি, সদস্য সচিব আবু জাফর মৃধা, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদী হাসান সাগর, যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন পঞ্চায়েত, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক লিটন শিকদার, সদস্য সচিব আতিফ আসলাম রুবেল,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দল সদস্য সচিব শিপন হাওলাদার, উপজেলা শ্রমিকদলের সদস্য সচিব জামাল পঞ্চায়েত, উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান বনি, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি দানিশ চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক তানজিল হাওলাদার, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি শাকিল মাতাব্বর, সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান ফাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন হাওলাদার, আঃজব্বার কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মিজানুর রহমান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক সৈকত জাহান হৃদয়, ও দৈনিক খবরপত্রর বিশেষ প্রতিনিধি সরোয়ার ইমন ও ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দ।

কৃষক কর্ণারের উদ্বোধণ

বরিশাল প্রতিবেদক : বাজারের নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলার গৌরনদী বন্দর, টরকী বন্দর, মাহিলাড়া বাজার, বাটাজোর বাজার ও সরিকল বাজারে একযোগে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিপনন কেন্দ্র ও কৃষক কর্ণারের উদ্বোধণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আব্দুল্লাহ খান এ কর্মসূচির উদ্বোধণ করেছেন। উপজেলা টাক্সফোর্স কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মো. রাজিব হোসেন জানান, এসব ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিপনন কেন্দ্রে প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত আলু, পেয়াজ, ডিমের পাশাপাশি থাকবে কৃষক কর্ণার। যেখানে প্রান্তিক কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত শাকসবজি বিক্রয় করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. সেকেন্দার শেখ, গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া, উপজেলা প্রাণি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. আরিফ হোসেন প্রমুখ। উপজেলার বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপজেলার ছাত্র প্রতিনিধিগণ এ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

সড়কের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের সামনে প্রধান পাকা সড়কের উপরের জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার প্রায় দুশ' নারীসহ অসংখ্য জনতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নেন। মহাদেবপুর থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় অনলাইন "মহাদেবপুর দর্পণ" পরিবার এর আয়োজন করে। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে মহাদেবপুর বকের মোড় থেকে উপজেলা পরিষদের প্রধান গেট হয়ে মডেল স্কুল মোড় পর্যন্ত সড়কের প্রাণিসম্পদ কার্যালয় ও হাসপাতালের সামনের এই সড়কের উপর হাঁটু পানি জমা হয়ে আছে।
সড়কে কয়েকটি বড় গর্ত ও খানা খন্দক সৃষ্টি হওয়ায় এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা সব ধরনের যানবাহন দূর্ঘটনার শিকার হয়। প্রতিদিন শতাধিক গাড়ি উল্টে যাত্রীরা পানিতে পড়ে যান। ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে কাপড় চোপর নষ্ট হয়। এনিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, টিভি ও গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সড়কের জলাবদ্ধতা নিরসনে কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই নিরুপায় হয়ে স্থানীয় জনতার পক্ষে মহাদেবপুর দর্পণ পরিবার এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

সৈয়দপুরে মজুদ থাকার পরেও বাড়ছে আলুর দাম

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : সৈয়দপুরের ক্লোড স্টোরেজগুলোতে পর্যাপ্ত আলু মজুদ থাকার খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া বাজারে আলু সরবরাহেরও কোন ঘাটতি নেই। তবুও কেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আলুর দাম। মনে হয় আলু নিয়ে শুরু হয়েছে তেলেসমাতি কারবার। তাই বাজারে আলুর দাম কেন এতো বাড়ছে সরকারের নজর দেয়া অতীব প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। বাজারে গেলে দেখা যায় আলু ব্যবসায়িরা অনেকটা নিজের ইচ্ছে মত দাম হাঁকছেন। যেন দেখার বা বলার কেউ নেই। তবে এ অবস্থায় পোয়াবারো আড়তদারদের। তাদের মাধ্যমেই দাম ঠিক হয়ে থাকে আলু, পেঁয়াজ, মরিচ, আদা, রসুনসহ অন্যান্য সবজির। অভিযোগ রয়েছে গৃহস্থরা বাজারে এসে সরাসরি আলু বা অন্যান্য সবজি নিজে বিক্রি করতে পারে না। বলা যায় তাদের বিক্রি করতে দেয়া হয় না। এখানেও কাজ করে আড়তদার সিন্ডিকেট। তাদের সিন্ডিকেট এতটাই শক্তিশালী যে,তাদের হাত হয়েই বাজারে যেতে হয় গৃহস্থদের। কোনো গৃহস্থ সবজি নিয়ে এলেই আড়তদারের লোকজন টানাহ্যাচরা করে নিয়ে যায় আড়তে। সেখান থেকে দর কেটে নিয়ে শুরু বিক্রি। সৈয়দপুর উপজেলার সবচেয়ে বড় কাঁচা সবজি বাজার রেলওয়ে গেট বাজার ও আধুনিক পৌর সবজী বাজার একই অবস্থা মাছের আড়ত থেকে শুরু করে মরিচ,পিঁয়াজ, আদা, রসুন সব আড়তেই।

কয়রায় দোকান ঘর দখলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রায় জোর করে দোকান ঘর দখলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলার ঘুঃগরাকাটি গ্রামের মৃত এরমান আলী গাজীর পুত্র মোঃ আঃ রশিদ গাজী। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় কয়রা উপজেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য তিনি জানান, ঘুগরাকাটি বাজারে ঘুগরাকাটি মৌজার এস এ খতিয়ান নং ৯৯, এস এ দাগ নং ৮৯,৯০। ডিপি নং ২৬৯,হাল দাগ নং ৩৮৮,৩৮৭ জমির পরিমাণ হাফ শতক জমি স্বত্ব দখলীর জমিতে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত ঘুগরাকাটি বাজারে দোকান ঘর নিমাণ করে ভাড়া দিয়ে আসছি। আমার ঐ দোকানের জায়গায় ২০০০ সালে অগ্রনী ব্যাংকে মটগেজ দিয়ে সি সি লোন গ্রহণ করে থাকি। বিগত দিনে খায়রুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ির নিকটে দোকানটি ভাড়া দেয় । ভাড়াটিয়া খায়রুল ইসলাম বাইরে চলে যাওয়ার সময় দোকানের সমস্ত মালামাল আমার নিকট বিক্রয় করে চলে যান। সেই থেকে আমি সেখানে ব্যবসা করে আসছি। এমতাবস্থায় গত ২ জুলাই একই এলাকার মোঃ রবিউল ইসলাম ও মোঃ রফিকুল মোড়ল গংরা আমার দোকান ঘর দখল করে নেওয়ার হুমকি দেয়। আমি নিরুপায় হয়ে ঐ দিন কয়রা থানায় একটি জিডি করি যার নং-৫৯। তারপরেও তারা নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এমতাবস্থায় গত ১১ মার্চ ভোরে বাগালী ইউনিয়নের ইউ পি সদস্য ও ২নং ওয়াডের আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল সানার ইন্দনে আওয়ামীলীগের গুন্ডা বাহিনী নিয়ে মোঃ রবিউল ইসলাম গংরা দলবন্ধ হয়ে শাবল রড দা দিয়ে দোকানের তালা ভেংগে দোকানের ভিতর প্রবেশ করে দোকানের মালামাল সহ দোকানঘরটি দখল করে নেয়। এতে করে আমার প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এবং দোকানের লক্ষাধিক টাকার শোকেজ নষ্ট করে দেয়। আমি বাঁধা দিলে তারা ও আওয়ামীলিগের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে এলোপাতারিভাবে আমাকে আঘাত করে। বিষয়টি নিয়ে আমি কয়রা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করি। মামলাটি আদালতে চলমান রয়েছে। বর্তমানে রবিউল গংরা দোকান ঘরটি জোরপুর্বক দখল করে রেখেছে। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমার দোকান ঘরটি আমার দখলে নিতে পারি তার জন্য প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বাসাইলে প্রবাসবন্ধু ফোরামের আলোচনা সভা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের বাসাইলে প্রবাসবন্ধু ফোরামের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে নিরাপদ অভিবাসন ও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি বিদেশ-ফেরতদের টেকসই পুনরেকত্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য ইমপ্রুভড সাসটেইনেবল রিইন্টিগ্রেশন অব বাংলাদেশি রিটার্নি মাইগ্রেন্টস (প্রত্যাশা ২) প্রকল্পের অধীনে বাসাইল ব্র্যাক অফিসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিযেডি'র আরএম তানহার নূপুর, মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের এমআরএসসি'র কোঅর্ডিনেটর মো. আরিফুল ইসলাম, প্রবাসবন্ধু ফোরামের সভাপতি আতিকুর রহমান, সহ-সভাপতি আফরোজা খানম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, বাসাইল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত করিম বিজয় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপজেলার কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের জয়নাল নামের এক ব্যক্তি কাতার যাওয়ার জন্য দালালের কাছে ৪ লাখ টাকা জমা দেয়। পরে সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ইউপি সদস্য ও অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত প্রবাসবন্ধু ফোরামের সদস্যগণ সালিশের মাধ্যমে দালালের কাছ থেকে জয়নালকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩ লাখ টাকা উঠিয়ে দেয়। এছাড়াও বাসইল সদর ইউনিয়নের লিটন সরকার, ঘারিন্দা ইউনিয়নের পারভেজ, আহমেদ কবির এবং আরমান, কাশিল ইউনিয়নের বকুল চন্দ্র সরকার, করটিয়া ইউনিয়নের সবুজ মিয়া বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

হাটহাজারীতে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মশালায় বিভাগীয় কমিশনার

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা বলেছেন চট্টগ্রামের লাইফ লাইন হিসাবে খ্যাত হালদা নদী রক্ষায় সন্মিলিত উদ্যোগ প্রয়েজন।চট্টগ্রাম মহানগরীতে বসবাস রত লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপদ পানির সংস্থান করে এই হালদা নদী। তাই হালদা নদী মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের নানা ব্যস্ততার মাধ্যমে বিবেকের তারনায় হালদার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলে উল্লেখ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র সুরক্ষা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক স্টেক হোল্ডারদের অবহিতকরন ওয়ার্কশপ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন হালদা নদীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য এই নদীকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নদী দেশের গর্ব। দেশের ৬৪ জেলার ৬৪ নদীকে দূষণ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে সরকার। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে হালদা নদীকে দূষণ মুক্ত করার জন্য প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। হালদা বাচঁলে চট্টগ্রাম তথা হালদা পাড়ের মানুষ বাচঁবে। তাই দেশের এই সম্পদ যে কোন কিছুর বিনিময়ে রক্ষা করা প্রশাসনসহ প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি হালদা নদী সুরক্ষার জন্য বিভাগীয় কমিশনার দপ্তর থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে ও উল্লেখ করেন। হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননন ক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্হাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) মৎস্য অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করেন। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগের মৎস্য অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক, কুমিল্লা মোঃ আনোয়ার হোসেন।

গজারিয়ায় অবৈধ কারখানায় অর্থদণ্ড, গ্রেফতার ২

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় একাধিক ইউনিয়নে গড়ে ওঠা অবৈধ ভাবে চুনা ফ্যাক্টরি,ঢালাই লোহা ও মার্বেল ফ্যাক্টরিতে যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। গত বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গজারিয়া উপজেলার জামালদী, বালুয়াকান্দি ও বাউশিয়া ইউনিয়নের অবৈধ চূনা ফ্যাক্টরি, ঢালাই কারখানা ও মার্বেল ফ্যাক্টরিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।। যৌথ অভিযানের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট , উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোহিনুর আক্তার জানান অভিযানে ২টি কারখানার ২ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে ২টি মামলায় ২০০০০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) অর্থদণ্ড করা হয়েছে। দুইটি কারখানাকে আগামীকালের মধ্যে সরানোর নির্দেশ প্রদান করা হয় । অন্য ২টি কারখানার সকল লোক খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। ওই গুলোর মধ্য একটি কারখানা যাকে পূর্বের অর্থদণ্ড প্রদান করে অবৈধ কারখানা বন্ধে মুচলেকা দেয়া সত্বেও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলো। সেই কারখানার চুল্লী এক্সেভেটরের সাহায্যে ভেঙে দেয়া হয়েছে। অভিযানে সহায়তা করেছে সেনাবাহিনী, গজারিয়া ক্যাম্প ও গজারিয়া থানা পুলিশ সদস্য।

সিংড়ায় কৃষক প্রশিক্ষণ

সিংড়া, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়ায় কৃষক প্রশিক্ষণ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি উপজেলা কৃষি হলরুমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজনে করে রাজশাহী বিভাগীয় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ খন্দকার ফরিদ। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী বিভাগীয় গবেষণাগারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম ও বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিলুফার ইয়াসমিন।

নওহাটা হাট থেকে ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা মণ দরে ফুলকপি কিনেছেন ব্যবসায়ীরা। সিলেট, ঢাকাসহ সারা দেশে এই হাটের কপি সরবরাহ করা হয়। নওহাটা, রাজশাহী।

একই দিনে মাঠে নামছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : একই রাতে মাঠে নামছে ফুটবল বিশ্বের দুই পরাশক্তি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। আড়াই ঘণ্টা পর আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় প্যারাগুয়ের বিপক্ষে মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া আগামী বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি ব্রাজিলের। অক্টোবর ফিকশ্চারের আগে মনে হয়েছিল ২০২৬ বিশ্বকাপই খেলতে পারবে না সেলেসাওরা। অক্টোবরে ব্রাজিলের টানা দুই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের চিত্র বদলে যায়। ১০ ম্যাচে উরুগুয়ের সমান ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সেরা চারে উঠে আসে ব্রাজিল। ওই মাসে চিলির বিপক্ষে ২-১ গোলে ও পেরুর বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জেতে দরিভাল জুনিয়রের শিষ্যরা। ভোরে ব্রাজিলকে আতিথেয়তা দেবে ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচে সফরকারী ব্রাজিলকেই এগিয়ে রাখতে হবে। কেননা এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার মাঠে খেলা ৩৯ ম্যাচের সবগুলোতেই জিতেছে ব্রাজিল। পরিসংখ্যান ইতিবাচক হলেও জুজুর ভয় পুরোপুরি কাটিয়ে মাঠে নামতে পারবে কিনা ব্রাজিল, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ, সেলেসাওরা এখন আগের মতো শক্তিশালী অবস্থানে নেই। অন্যদিকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে হাঁটছে ভেনেজুয়েলা। ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনাকে আতিথেয়তা দেবে টেবিলের ছয়ে থাকা প্যারাগুয়ে। এই ম্যাচে জয়ের পেন্ডুলাম ঝুঁকে আছে আর্জেন্টিনার দিকেই। ২০১৬ সালের পর কখনো আলবিলেস্তাদের হারাতে পারেনি প্যারাগুয়ে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে টানা ৫ ম্যাচে জয়বঞ্চিত প্যারাগুয়ে এবার কী করে, সেটাই দেখার। এই ম্যাচে স্থানীয় কোনো দর্শক আর্জেন্টিনা ও লিওনেল মেসির জার্সি পরিধান করে স্টেডিয়ামে আসায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অদ্ভুত এই ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছে প্যারাগুয়ে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

ইনজুরিতে মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন লুঙ্গি এনগিডি

স্পোর্টস ডেস্ক : কুঁচকির চোটে আগামী ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার লুঙ্গি এনগিডিকে। ফলে আসন্ন শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান সিরিজে খেলা হচ্ছে না তার। সর্বশেষ গত মাসে আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলেছেন লুঙ্গি এনগিডি। এরপর তার শারীরিক অবস্থা যাচাই করা হয়েছে। স্ক্যান রিপোর্টে কুঁচকির চোট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। এখন থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন লুঙ্গি। জানুয়ারির কোনো এক সময় খেলায় ফিরতে পারবেন বলে আপাতত ধারণা করা যাচ্ছে। এছাড়া প্রোটিয়া শিবিরের আরেক চোটগ্রস্ত ক্রিকেটার টেম্বা বাভুমা ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাভুমার খেলা নিয়ে যদিও শঙ্কা রয়েছে এখনও। তিনি খেলতে না পারলে দলকে নেতৃত্ব দিবেন এইডেন মারক্রাম। সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরের দুই টেস্টেও খেলতে পারেননি বাভুমা। মারক্রামের নেতৃত্বে ২-০ ব্যবধানে টাইগারদের হোয়াইটওয়াশ করেছে প্রোটিয়ারা। বাভুমাও চোট পেয়েছেন সর্বশেষ আয়ারল্যান্ড সিরিজে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে ১০ টেস্টের মধ্যে কেবল ৫টিতে দলকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন বাভুমা।

অবশেষে পাকিস্তানেই হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

স্পোর্টস ডেস্ক : সম্প্রতি পাকিস্তানকে আয়োজক হিসেবে দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য একটি প্রচারণামূলক প্রোমো ভিডিও প্রকাশ করেছে আইসিসি। যা নিশ্চিত করে ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে থাকছে পাকিস্তানই। প্রোমোটি একটি আকর্ষণীয়ভাবে লোগো এবং ডিজাইন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা ক্রিকেটের স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। তাছাড়া দেড় মিনিটের এই ভিডিওতে অংশগ্রহণ কারী দেশ গুলো এবং পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাকিস্তানকে আয়োজক দেখিয়ে ভিডিও প্রকাশ করে জনমনে উত্তেজনা ছড়ালেও ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে চ্যালেঞ্জ এখনো রয়েই গেছে আইসিসির। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি ভারতের অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। নিরাপত্তা ইস্যু দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবেনা ভারত তা ইতোমধ্যেই জানা গেছে। এদিকে বেঁকে বসেছে পাকিস্তান ও। ভারতের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিসিবি। পিসিবির ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে এ ও জানা গেছে, ভারত না আসলে আগামীতে ভারতের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ খেলবেনা পাকিস্তান। একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, টুর্নামেন্টটি দক্ষিণ আফ্রিকা বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্থানান্তরের মতো বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে পিসিবি হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন নাকচ করে দিয়েছে। টুর্নামেন্ট যতই ঘনিয়ে আসছে আয়েজনের জটিলতা আরো বাড়ছে। সবার চোখ এখন আইসিসি, বিসিসিআই এবং পিসিবির দিকে। শেষ পর্যন্ত কি হয় এবার সেটাই দেখার অপেক্ষা।

মায়ামি ছাড়ার গুঞ্জন থামিয়ে দিলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ইন্টার মায়ামি ছাড়ছেন লিওনেল মেসি? আর্জেন্টিনার সুপারস্টার খেলবে না মেজর লিগ সকারে। চারিদিকে এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। সামনে দলবদলের উইন্ডো থাকায় গুঞ্জনগুলো ডানাপালা মেলতেও শুরু করে। কিন্তু সব গুঞ্জন থেমে যায় মেসির এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে। যেখানে মেসি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী মৌসুমেও তাকে দেখা যাবে ইন্টার মায়ামিতে এবং সতীর্থদের উদ্দেশ্যে তা বার্তা, 'আগামী মৌসুমের জন্য প্রস্তুত হও।' মেসির ইন্টার মায়ামি ছাড়ার গুঞ্জন ওঠে এক বিতর্ককে কেন্দ্র করে। ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মায়ামিকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফিফার বিরুদ্ধে। এই বিতর্কে জড়াতে চান না বলেই মেসি মায়ামি ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মায়ামির কোচ তাতা মার্তিনো মেসির ইস্যুতে ঢোঁক গেলেন।

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে জয়ই লক্ষ্য ব্রাজিলের

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুরুটা ভালো হয়নি ব্রাজিলের। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হারার পর চিলির বিপক্ষেও বিবর্ণ দেখা যায় তাদের। যদিও জয় পায়। কিন্তু পেরুর বিপক্ষে বড় জয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। এই ছন্দ ধরে রেখে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষেও জয়ের আশা প্রকাশ করেছেন দলের তরুণ ফুটবলাররা। আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। পরের ম্যাচে উরুগুয়েকে মোকাবেলা করবে তারা। এই দুই ম্যাচের জন্য ডাক পেয়েছৈন এস্তেভাও উইলিয়ান আলমেইদা। ১৭ বছর বয়সী এই উইঙ্গার এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে জয়ের আশা প্রকাশ করেছেন। ব্রাজিলিন ফুটবল ফেডারেশনের ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'আমাদের সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে খেলা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলাররা আছে তাদের দলে। আমরা জানি, এই ম্যাচ খুব কঠিন হতে চলেছে। তবে মাঠে আমরা সব বাধা অতিক্রম করব এবং সৃষ্টিকর্তা চাইলে জয় নিয়েই মাঠ থেকে বের হবো।' এদিকে ২৩ বছর বয়সী ভেন্দেরসনের মুখেও একই কথা। ভেনেজুয়েলাকে সহজ প্রতিপক্ষ মানছেন না তিনি। তবে জেতার সর্বোচ্চ করবেন বলে তিনি জানান, 'নিজেদের মাঠে তারা শক্তিশালী। আমরা তাদের নিয়ে গবেষণা করেছি। নিজেদের ছন্দ ধরে রেখে আমরা জয়ের চেষ্টা করব। আমার মনে হয় না, সহজ প্রতিপক্ষ বলতে কিছু আছে। ভেনেজুয়েলাও সহজ হবে না, বিশেষ করে তাদের মাঠে। তবে আমরা নিজেদের ছন্দমতো খেলে জিততে চেষ্টা করব। 'বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় ভেনেজুয়েলার মাঠে নামবে ব্রাজিল। আগামী বুধবার তাদের প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চার নম্বরে রয়েছে তারা। ২২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলম্বিয়া। আর ব্রাজিলের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকা উরুগুয়ে রয়েছে তিন নম্বরে।

প্রথম ম্যাচেই হারের তেতো স্বাদ পেল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে হার দিয়ে নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ শুরু করলো বাংলাদেশ। বসুন্ধরার কিংস এরেনায় সফরকারী মালদ্বীপের কাছে দুই ম্যাচের প্রথমটিতে ১-০ গোলে হেরেছে তপু বর্মনের দল। ১৮ মিনিটে মালদ্বীপের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন আলি ফাসির। ম্যাচের শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রন ছিল বাংলাদেশের কাছে। স্বাগতিকরা বেশ কিছু গোলের সুযোগও তৈরী করেছিল। কিন্তু ১৮ মিনিটে প্রথম গোল করে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। হামজা মোহাম্মদের ফ্রি-কিক থেকে পোস্টের খুব কাছে থেকে অনেকটা ফাঁকায় দাঁড়ানো আলি ফাসিরের হেড আটকানো সম্ভব ছিলনা বাংলাদেশের গোলরক্ষক মিতুল মারমার। পরের মিনিটেই কাউন্টার এ্যাটাক থেকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়েছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু ডি বক্সের সামনে থেকে সোহেল রানার বাম পায়ের শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। ৩০ মিনিটে আবারো গোলের সুযোগ তৈরী করেছিল বাংলাদেশ। ইসা ফয়সালের ক্রসে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচে ফেরার জন্য মালদ্বীপের রক্ষনভাগের উপর চেপে বসে বাংলাদেশ। ৩৩ মিনিটে ফয়সালের এ্যাসিস্টে পোস্টের খুব কাছে থেকে ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেনের শক্তিশালী শট মালদ্বীপের ডিফেন্ডার ইরুফানের গায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। ৪৪ মিনিটে ডানদিক থেকে শেখ মোরসালিনের কর্ণার থেকে সোহেল রানার শট পোস্টে লেগে ফেরত আসলে হতাশ হতে হয় বাংলাদেশকে। দ্বিতীয়ার্ধে মালদ্বীপ বেশ কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছে। ৪৯ মিনিটে আহমেদ আইয়ামের জোড়ালো শট সাইড পোস্টে লাগলে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি মালদ্বীপ। সফরকারী গোলরক্ষক হুসেন শরীফ দ্বিতীয়ার্ধে দারুন কিছু সেভে মালদ্বীপকে রক্ষা করেছেন। ৭০ মিনিটে শাহরিয়ার ইমনের হেড অল্পের জন্য গোলের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। ৭৪ মিনিটে বদলী খেলোয়াড় মজিবুর রহমান জনি শক্তিশালী শট দারুন দক্ষতায় রুখে দেন শরীফ। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ গোলের দুটি ভাল সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু স্বাগতিক ফরোয়ার্ডদের হতাশ করে শরীফ মালদ্বীপকে জয় উপহার দেন। এই একই ভেন্যুতে আগামীকাল শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

স্বাস্থ্য

ডায়াবেটিসরোগীর করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডায়াবেটিস রোগীরা। তবে এ ক্ষেত্রে মাসজুড়ে তাদের বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সে সম্পর্কে জানিয়েছেন ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার খাদিজা। চলুন জেনে নেইঃ ডায়াবেটিস রোগীদের সারা দিন রোজা রাখার পর এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ইফতারের সময় চিনিজাতীয় খাবার খাবেন না। চিনিমুক্ত পানীয় বেছে নিন। পানীয়র সঙ্গে চিনি মেশাবেন না। যদি মিষ্টি পানীয় পছন্দ করে থাকেন, তবে আর্টিফিশিয়াল (ডায়াবেটিসের চিনি) সুইটনার, যেমনঃ ক্যানডেরেল বা সুইটেক্স ব্যবহার করতে পারেন। ভাজা খাবার পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। যেমনঃ পরোটা, সমুচা, কাবাব ইত্যাদি। খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ফলমূল, শাকসবজি, আঁশযুক্ত খাবার রাখুন। সেহরির খাবার শেষ সময়ের অল্প কিছু আগে খাওয়া বাঞ্ছনীয়। সেহরির সময় নামমাত্র পরিমাণে খাবার খেয়ে রোজা রাখা উচিত নয়। এমনটি করলে আপনার গ্লুকোজের সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকবে না। রোজার দিনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই, তবে দৈনন্দিন কাজকর্ম করা উচিত। রোজার সময় তারাবিহর নামাজে যে শারীরিক শ্রম হয়, নিয়মিত হাঁটার সমান হওয়ায় রোজার মধ্যে আলাদা করে হাঁটার প্রয়োজন নেই। রোজার দিনে বিকেলে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ না করে বিশ্রাম নেওয়া ভালো। রোজা রেখে ইনসুলিন নেওয়া যাবে। ডায়াবেটিস রোগীর সকালের ওষুধ ইফতারের সময় খেতে হবে। রাতের ওষুধ খেতে হবে সেহরির সময়। মুখে খাবার ওষুধ ও ইনসুলিনের মাত্রা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হবে এবং তা অবশ্যই রোজার আগেই করতে হবে। এছাড়া রক্তের গ্লুকোজ এর মাত্রা কম বা বেশি হলে এমনকি যেকোনো ধরনের অসুস্থতা বোধ করলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।

জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধের উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : নারীদের শরীরে যত ধরনের ক্যান্সার হানা দেয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো জরায়ুমুখের ক্যানসার। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর কয়েক লাখ নারী এই রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা বলছেন, প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে এই রোগ প্রতিহত করা যায়। সচেতনতাই এই রোগকে ঠেকিয়ে রাখার প্রাথমিক উপায়। তবে নারীরা কী ধরনের অস্বাভাবিকত্ব দেখলে সতর্ক হবেন, তা অনেক সময়েই বুঝে উঠতে পারেন না। ওই কারণেই জরায়ুমুখের ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণ কিছু বিষয় জেনে রাখা জরুরি। জরায়ুর একেবারে নিচের অংশকে বলা হয় সারভিক্স। সুরক্ষাবিহীন যৌন সম্পর্কের ফলে শরীরে বাসা বাঁধে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি)। এই ভাইরাসটিই মেয়েদের জরায়ুমুখের ক্যানসারের সবচেয়ে বড় কারণ। অল্প বয়স থেকে যৌনজীবন শুরু, একাধিক যৌনসঙ্গী, ধূমপায়ী ও ঋতুচক্রের বিষয়ে উদাসীন হলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। ক্রনিক অসুখ, এইচআইভি, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এই অসুখের রিস্ক ফ্যাক্টর। অনেকের শরীরেই এই ভাইরাস থাকে, তবে তা থাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। অনেক ক্ষেত্রে তা নিজে থেকেই চলে যায়। আবার অনেক নারীর ক্ষেত্রে তা শরীরে থেকে যায়। অনুকূল পরিবেশ পেলে উত্তরোত্তর কোষের পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করে। ক্রমে তা ক্যান্সারের আকার ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে এইচপিভি-১৬, এইচপিভি-১৮, এই দু'টি ভাইরাস সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ২০ বছরের কমবয়সিদের মধ্যে সাধারণত এই রোগ দেখা যায় না।

চোখ দেখেই বোঝা যাবে কোলেস্টেরলের মাত্রা

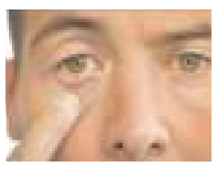

স্বাস্থ্য ডেস্ক : হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ শরীরে বাড়তি কোলেস্টেরলের মাত্রা। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে, শুনলেই বেশির ভাগ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। জীবনযাপনে নানা রকম অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চায় অনীহা, রক্তে 'খারাপ' কোলেস্টেরলের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ দিন ধরে রক্তে ভাসতে থাকা ওই চটচটে পদার্থগুলিই একটা সময়ে ধমনীর গায়ে আটকে যায়। শরীরে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, তখনই শুরু হয় নানা রকম সমস্যা। বিভিন্ন উপসর্গ জানান দেয়, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বাসা বেঁধেছে। চোখ দেখেও চেনা যায় রোগ। জেনে নিন চোখের কোন উপসর্গ দেখে বুঝবেন, শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়েছে।

১) সময় কর্নিয়ার চারপাশে একটি সাদা রঙের বলয় দেখা যায়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অরকাস। সাধারণ ভাবে, বয়স বাড়লে এটি গঠিত হয়। কিন্তু, অনেক সময়ে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলেও এই বলয় তৈরি হতে পারে।

২) খেয়াল করুন, চোখের চারপাশে কোনও অস্বাভাবিক মাংসপিণ্ড আছে কি না।

মিষ্টি না খেলেও বাড়তে পারে ব্লাড সুগার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : চিনি বা মিষ্টি বেশি খাওয়া ছাড়াও কিছু কারণে ব্লাড সুগার বেড়ে যেতে পারে। স্ট্রেস, ঘুমের অভাব, কৃত্রিম মিষ্টি, অপর্যাপ্ত ফাইবার গ্রহণ ও বার্ধক্যের কারণে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। অনেকেরই ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে। এই রোগে আক্রান্তের শরীরে নানা জটিলতা তৈরি হতে পারে। স্ট্রেস এবং ভয় : শারীরিক বা মানসিক চাপের কারণে ব্লাড সুগার বেড়ে যায়। মানসিক চাপ বাড়লে রক্তে শর্করার মাত্রা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। কম প্রোটিনযুক্ত খাবার : স্বল্প প্রোটিনযুক্ত খাবার রক্তে ব্লাড সুগার বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যতটা সম্ভব প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। প্রোটিনের মাত্রা কমে গেলেই সুগার বেড়ে যেতে পারে। কৃত্রিম সুইটেনার : অ্যাস্পার্টাম বা সুক্রোলোজের মতো কৃত্রিম সুইটেনারগুলি সুগার বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে। তাই সুগার ফ্রি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। তা ছাড়া এই ধরনের দ্রব্য কিডনির জন্য ক্ষতিকর। ঘুমের অভাব : ঠিকমত ঘুম না হলে হরমোনের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে যার ফলে ইনসুলিন প্রতিরোধের এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়। এ ছাড়া কম ঘুম হলে বেশি মিষ্টিযুক্ত খাবার খেতে ইচ্ছে করে যা সুগারের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। বার্ধক্যজনিত সমস্যা : বয়স বাড়লেও রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফাইবার : রক্ত প্রবাহে চিনির শোষণকে ধীর করতে সহায়তা করে, স্থিতিশীল রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কম ফাইবার এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট বেশি পরিমাণে খাবার বেশি খেলে ব্লাড সুগার বেড়ে যেতে পারে।

ওজন বাড়াতে করনীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ওজন কমাতে চান কমবেশি সবাই। কিন্তু বাড়াতে যে একেবারেই কেউ চান না এমনটা কিন্তু নয়। অনেকেই রয়েছেন বিএমআই অনুযায়ি কম ওজনের অধিকারী। অনেক উপায় অবলম্বণ করেও ওজন বাড়াতে পারছেন না। তারা জেনে নিন কিভাবে ওজন বাড়াতে পারেন সে বিষয়ে- ক্যালরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিন খাদ্যতালিকায় ক্যালরির পরিমাণ বাড়িয়ে ওজন বাড়ানো যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ি যতটুকু ক্যালরি প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে। যদি ধীরে সুস্থে ওজন বাড়াতে চান, তাহলে নিজের বয়সভেদে ৩০০-৫০০ ক্যালরি বেশি রাখতে হবে। আর যদি দ্রুত ওজন বৃদ্ধি করতে চান তাহলে ৭০০-১০০০ ক্যালরি বেশি রাখতে হবে। তবে খাদ্যতালিকায় ক্যালরিযুক্ত খাবার যোগ করার আগে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে নিন। প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ওজন কমাতে যেমন প্রোটিনের ভূমিকা রয়েচে তেমনি ওজন বাড়াতেও এ উপাদানের ভূমিকা ভালো। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন বিশেষ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ওজন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে মাসল বৃদ্ধি হয়। স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন বাড়ানোর জন্য উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার যেমন- মাংস, মাছ, ডিম, দুগ্ধজাত পণ্য, বাদাম ইত্যাদি খাদ্যতালিকায় যোগ করুন।

স্বাস্থ্যকর ফ্যাট যোগ করুন
খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত ফ্যাট যোগ করার কথা এলেই অনেকেই ভেবে নেন জাঙ্ক ফুডের কথা। এ ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে স্বাস্থ্যকর কিন্তু ওজন বৃদ্ধিতে কার্যকর, এমন খাবারগুলো প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখতে পারেন। রিফাইন্ড ও প্রসেসড কার্বহাইড্রেট এড়িয়ে চলুন। বরং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বেছে নিন। পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, ভেজিটেবল অয়েল, অ্যাভোকোডা, মাংস, চিজ, পিনাট বাটার, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি যোগ করুন খাদ্যতালিকায়।

ব্যায়াম করা : কেবল ওজন কমাতেই ব্যায়াম ভীষণ কাজে দেয় এমনটা নয়। বরং ওজন বাড়াতে চাইলেও নিয়মিত ব্যায়াম করা চাই। তাই পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যায়াম ক্ষুধা বাড়াতে, খাবার ভালোমতো হজম করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও যা মানা উচিৎ যারা ওজন বাড়াতে চান তারা কিছু্ণ পরপরই খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। মূল খাবার গ্রহণের আগে পানি পানের অভ্যাস থাকলে তা বাদ দিন। খাবারের প্লেট ভরে খাবার নিন এবং চেষ্টা করুন খাবারের প্লেট বড় আকারের বেছে নিতে। আর সবচেয়ে পর্যাপ্ত ঘমাতে হবে। অন্যথায় ওজন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সঠিক তালে চলতে পারবে না। তাই প্রতিদিন ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন।